প্রকাশ করেছেন :
শ্রীবেণীমাধব শীল
অক্ষয় লাইব্রেরী
৪০, গরাণহাটা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

ছেপেছেন :
শ্রীবেণীমাধব শীল
অক্ষয় প্রেস
২৭।৫, তারক চাটুর্য্যের লেন,
কলিকাতা-৫

দাম : ৫·০০ টাকা।

উৎসর্গ

আমার প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র হাজরা
বি, এস-সি, এল-এল, বি (অ্যাডভোকেট)-র
হাতে তুলে দিলাম আমার
এই দীনতম উপহার
'কাজলদীঘির কান্না নাটকখানি।

গুণমুগ্ধ—
—বলদেব—

ভূমিকা

পার্ব্বত্য ত্রিপুরার এক পল্লীগাথা নিয়ে রচিত হয়েছে এই নাটক। কৈলাসগড় ছিল পার্ব্বত্য ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজধানী। এখানে বাস করতেন একজন ধনী ব্যবসায়ী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজ্জন। দেশের লোক তাঁকে কলির রামচন্দ্র আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর ছোট ভাই মদন ছিলেন দাদাগত প্রাণ। দু'ভাই ঠিক যেন কলির রাম-লক্ষ্মণ। ছোটভাইয়ের বিয়ের পর সংসার ভাঙতে আরম্ভ করল। দু' গৃহিনীর মিল হ'ল না মোটেই। ছোট ভাইয়ের স্ত্রী যেন এক আলাদা প্রকৃতির মেয়ে। তাঁর কথাবার্ত্তা, চাল-চলন, আচার ব্যবহার যেন অন্যরকমের। মনে হয় তিনি যেন মেয়ে নন, অন্যকিছু। ব্যর্থপ্রেমের এক জীবন্ত প্রতিহিংসা তিনি। তিনি এসে, গড়া সংসার ভেঙে দিলেন।

তারপর ত্রিপুরাতে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। ধান-চালের দাম সোনা-দানারও উর্দ্ধে উঠে গেল। দলে দলে লোক মরতে লাগল না খেতে পেয়ে। দু' ভাই তখন দেশে নেই, বিদেশে গিয়েছেন ব্যবসা করতে। ছোট ভাইয়ের গোলাতে হাজার হাজার মন ধান জমা হয়ে আছে। অথচ ছোটগিন্নী দেশবাসীকে একমুঠো ধান দিলেন না। না খেতে পেয়ে কৈলাসগড়ের লোক মরতে লাগল দলে দলে ছোটগিন্নীর ভাড়া করা বন্দুকধারীদের হাতে। ধান লুট করতে এসে সাতশো মানুষ মারা পড়ল। বড়ভাইয়ের একমাত্র পুত্র তিনদিন উপোষ করে থাকার পর লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। কাকীমার হাতে পায়ে ধরে একমুঠো চাল ধার পেলো না। বরং লাথির পুরস্কারে তার মৃত্যু হ'ল। মৃত পুত্রকে বুকে নিয়ে উন্মাদিনী মা ছুটে গেলেন কাজলদীঘিতে ঝাঁপ দিতে। কিন্তু জল পর্য্যন্ত তিনি যেতে পারলেন না। দীঘির পাড়ে তাঁর মৃত্যু হল। বড় ভাই বাড়ী ফিরে স্ত্রী-পুত্রকে খুঁজতে লাগলেন। ডাকতে

লাগলেন—'কল্পনা, খোকন' বলে। কিন্তু প্রতিধ্বনি সাড়া দিল—'তারা নাই।' তারপর তিনি সব ঘটনা শুনলেন এক প্রতিবেশীর মুখে। দুঃখে তাঁর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। তিনি ছুটে চললেন সেই দীঘির দিকে, যে দীঘির পাড়ে তাঁর স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেছেন। গলায় বালির বস্তা বেঁধে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন কাজলদীঘিতে। কাজলদীঘির কালো জল মুহূর্তের জন্য তরতরিয়ে উঠল। দেশের লোক পরে সে দীঘির নাম দিলেন কাজলদীঘি। ব্যবসা থেকে ফিরলেন ছোটভাই অনেক পরে। তিনি এসে দাদা, বউদি, খোকন—কাউকে খুঁজে পেলেন না। প্রতিবেশীদের বাড়ী গিয়ে দেখলেন—তাঁরা নেই। পড়ে আছে শুধু নরকঙ্কাল। তাঁদের মৃত্যুর কারণ তিনি জানতে পারলেন। না খেতে পেয়ে ভাইপো মরেছে শুনে, তিনি উন্মাদ হয়ে গেলেন। তিনিও ছুটলেন দীঘির দিকে তাঁর দাদা-বউদির সঙ্গে মিলিত হতে। তবে যাওয়ার আগে তিনি শেষ করে দিয়ে গেলেন কৈকেয়ী ছোটগিন্নীকে, যাঁর জন্য দেশে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছিল। জীবদ্দশায় যেমন দু'ভাই এক ছিলেন, মৃত্যুবরণ করে দু'ভাই আবার এক হলেন। ত্রেতার রাম-লক্ষ্মণ ম্লান হয়ে গেলেন, কলির রাম-লক্ষ্মণের কাছে।

বড়ভাইকে স্থান দিয়ে লজ্জায় কাজলদীঘি কেঁদে উঠেছিল। ছোট-ভাই সে কান্না শুনেছিল। তাই নাটকের নাম হ'ল—"কাজলদীঘির কান্না।"

এই নাটকের সুখ, দুঃখ, প্রেম, প্রতিহিংসা, দুর্ভিক্ষ, আভিজাত্য—সর্ব্বোপরি রুদ্ধ-আবেগ, করুণ কান্না দর্শকদের মোহিত করবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই অভিনয় করে কথার সত্যতা যাচাই করুন, এই অনুরোধ।

গ্রন্থাকার

চরিত্র-পরিচিতি

পুরুষ

কাতলচাঁদ	…	কৈলাসগড়ের সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী।
মদন	…	ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
দুলাল	…	কাতলচাঁদের শিশুপুত্র।
রামরতন	…	ঐ ভৃত্য।
ব্রজকিশোর	…	ত্রিপুরা রাজবংশের আত্মীয়।
সূর্য্যকান্ত	…	ব্রজকিশোরের পুত্র।
পাঁচুগোপাল	…	ঐ ভৃত্য।
কেশবনাথ	…	জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি।
দেবাশীষ	…	ঐ পুত্র।
ভবানন্দ	…	গ্রামবাসী যুবক।
সদানন্দ	…	একজন গ্রাম্যযুবক।

স্ত্রী

কল্পনা	…	কাতলচাঁদের পত্নী।
সবিতা	…	মদনের স্ত্রী।
কাদম্বিনী	…	কেশবনাথের স্ত্রী।
সুলেখা	…	ঐ কন্যা।

কাজলদীঘির কান্না

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শিবমন্দিরের সম্মুখভাগ

মদনের প্রবেশ

মদন। বউদি—বউদি! যাঃ বাবা, সাড়াশব্দ নেই। এই উপযুক্ত অবসর। কেউ কোথাও নেই। এই সুযোগে শিবঠাকুরকে আমার মনের কথা জানিয়ে রাখি।

[জোড়হাত করিয়া]

হে বাবা শিবঠাকুর! কেউ না জানলেও তুমি তো জান আমি কাকে চাই। আমার সেই মনের মানুষটিকে তুমি পাইয়ে দাও ঠাকুর! আমি তোমাকে—

হাসিমুখে কল্পনার প্রবেশ

কল্পনা। সিদ্ধি বেলপাতা দিয়ে পূজো দেব।

মদন। এই যে বউদি, তুমি এসে গেছ! তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

কল্পনা। কথা এই তো, আমাকে বৃন্দেদূতী সাজতে হবে!

মদন। না, তা নয়। তবে সেদিন যে কথাটা বলেছিলে, সে কথাটা—

কল্পনা। সে কথাটা—

মদন। রাখতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত।

কল্পনা। (হাসিমুখে) আমিও দুঃখিত।

মদন। তোমার পিসতুতো বোনের পাণিগ্রহণ—

কল্পনা। তোমার পক্ষে অসম্ভব।

মদন। কারণ—

কল্পনা। কেশব রায়ের কন্যাকে তুমি ভালবাস।

মদন। সুলেখা সত্যই সুন্দরী।

কল্পনা। এবং বুদ্ধিমতী।

মদন। সুলেখাকে একবার দেখলে—

কল্পনা। সবিতার কথা আর কল্পনাই করা যায় না।

মদন। কারণ—

কল্পনা। প্রেমের দেবতা অন্ধ!

মদন। (হাসিমুখে) তোমার মাথায় গোবর। তুমি যা বলছো, তা সত্য নয়।

কল্পনা। আমার কথা যদি মিথ্যা, তাহলে রূপবতী হয়েও রাধারাণী কালো ছোঁড়াকে ভালবেসেছিল কেন?

মদন। কারণ—প্রেম একটা পবিত্র নেশা।

কল্পনা। এবং ভালবাসা একটা অপবিত্র ব্যাধি।

মদন। আর জালিও না বউদি! তাহলে প্রাচীরে মাথা ঠুকে মরব।

কল্পনা। প্রেমরোগ ধরলে মানুষকে জ্বলতেই হয়।

মদন। আবার যদি জ্বালাও বউদি—তাহলে আমি তোমার পায়ে ধরে কেঁদে ফেলব কিন্তু।

কল্পনা। কেঁদে কিছু লাভ হবে না। আমি সব জেনে ফেলেছি।

মদন। কি জেনেছ বউদি?

কল্পনা। তোমার কৃষ্ণলীলার কাহিনী। আর—

মদন। আর কি ?

কল্পনা। তোমার মনের কথা।

মদন। কি আমার মনের কথা ?

দুলালের প্রবেশ

দুলাল। যদি অভয় দাও যে কানে ধরবে না—তাহলে তোমার মনের কথা আমিই বলতে পারি কাকামনি।

মদন। (কৃত্রিম ক্রোধভরে) আচ্ছা, ঠিক করে বল্—কি আমার মনের কথা ! যদি সত্যি না হয়, তাহলে তোর কান দু'টো টেনে লম্বা করে দেব কিন্তু—হ্যাঁ।

দুলাল। তাই সই। একটু দাঁড়াও—(আকাশের দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল ও পরে বিজ্ঞের মত গম্ভীর স্বরে বলিল) তুমি চাও একটি পরীর মত কাকীমা।

মদন। খোকন—

[দুলালের কান ধরিল]

দুলাল। তার রূপ হবে—

কল্পনা। (দুলালের কান হইতে মদনের হাত ছাড়াইয়া দিয়া বলিলেন) কি রকম খোকা ?

দুলাল। গীত

ভোরের আকাশে অরুণোদয়ের অরুণ-আভার মত।
তাহার দেহের শুষমা ঝরিবে ধরা বুকে অবিরত।
চন্দ্রাননের উপরে তাহার উড়িবে চিকন কেশ,
সোনার বরণ অঙ্গে তাহার শোভিবে শুভ্রবেশ;
পদ্মের মত লোচনযুগল, দৃষ্টি অবনত।
তাহার ভাষাতে মুকুতা ঝরিবে, হাসিতে বিজলী হাসিবে,
তাহার রূপেতে পাগল হইয়া আকাশে জোছনা ফুটিবে,
গভীর নিশীথে উঠিবে জাগিয়া কুমুদিনী শত শত।

মদন। খোকন! বড় ডেঁপো হয়েছিস্। আবার কোনদিন ডেঁপোমি করলে কি করব জানিস্?

দুলাল। জানি। কাকীমাকে ঘরে এনে আমাকে রাজভোগ খাওয়াবে।

মদন। তবে রে দুষ্টু ছেলে—

[তাড়া করিলেন]

দুলাল। (সরিয়া গিয়া) মনের কথা বললুম—কোথায় লুচি পোলাও খাওয়াবে। তা না করে আমায় কুকুর তাড়া করছো। আজ বুঝলুম—কলিযুগে সত্যি কথা বলতে নেই। যে বলে, সে উল্লুক।

[অভিমানভরে প্রস্থান

মদন। (জোরে হাসিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ।

কল্পনা। (সেই হাসিতে যোগ দিয়া বলিলেন) ছেলে কথা শিখেছে তো নয়, যেন জলবিছুটি!

[নেপথ্যে কাতলচাঁদ ডাকিলেন]

কাতল। কল্পনা—কল্পনা, ওখানে আছ?

মদন। (ব্যস্তভাবে) ওই দাদা আসছে। আমি এখন যাই বউদি! তুমি দাদাকে সব কথা বলো! সুলেখাকে আমার চাই। ওকে না পেলে জীবন আমার অন্ধকার হয়ে যাবে। ওকে নিয়েই আমি ফুটে থাকতে চাই শুকতারার পাশে সন্ধ্যাতারার মত।

[প্রস্থান

কাতল (নেপথ্যে)। কল্পনা—কল্পনা আছ?

কল্পনা। হ্যাঁ আছি। এসো—

কাতলচাঁদের প্রবেশ

কাতল। কি ব্যাপার! তুমি এখানে, আর আমি তোমাকে খুঁজে খুঁজে হায়রান। ঐ গাধাটার সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল শুনি?

কল্পনা। বিশেষ কিছু নয়। তবে শেষ পর্য্যন্ত যে আমাকেই ...ন্দদূতী সাজতে হবে—এ জানা ছিল না।

কাজল। তুমি যেন কিসের ইঙ্গিত করছো! স্পষ্ট করে বল—কি বলতে চাও?

কল্পনা। বলছি এই—কেশব রায়ের মেয়েকে কা'রও যদি বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়, সে কথা তো সরাসরি তার দাদাকেই জানালে পারে। তা না করে এই অবলা কল্পনাকে উকিল ধরতে আসা কেন! আর আমার কাছে নাকিসুরে প্যানপ্যানিয়ে, 'সুলেখাকে না পেলে জীবন আমার অন্ধকার হয়ে যাবে'—এ কথা বলার অর্থ কি?

কাজল। (হাসিতে হাসিতে) বুঝি—সব বুঝি। বুদ্ধি কিছুটা কম হলেও তোমাদের বৌউদি-দেবরের প্যাঁচ বুঝবার মত বুদ্ধিটা আমার আছে। কিন্তু এ যে অসবর্ণ বিবাহ!

কল্পনা। অসবর্ণ বিবাহ আজকের সমাজে অচল নয়।

কাজল। তা ঠিক। কিন্তু কেশব রায় যদি সম্মত না হন?

রামরতনের প্রবেশ

রামরতন। সে ভারটা আমাকে দাও না দাদাভাই। দেখি, বুড়ো হাড়ে এখনও ভেল্কি দেখাতে পারি কিনা। (তামাক সেবন)

কাজল। তুমি বুঝতে পারছ না রামরতন! আমরা বৈশ্য, আর ওঁরা ক্ষত্রিয়। অসবর্ণ বিবাহের এই প্রস্তাব যদি কেশব রায় প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে সমাজে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যাবে। সে আমি সইতে পারব না।

রামরতন। তোমার চিন্তা নেই। আমি বলছি—প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা ঐ ব্যাটা ক্ষত্রিয়ের পোর হবে না। প্রস্তাব শুনলেইতো

আনন্দে ব্যাটার চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গেই রাজ
হয়ে যাবে।

কল্পনা। বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে কেশব রায়ের বাড়ীতে তাহলে কবে
যাবে রামরতন ?

রামরতন। এখুনি যাব। তবে যদি বড়দাদুর আদেশ পাই।

কাতল। তোমাদের ইচ্ছায় বাধা দেব, এতবড় নির্ব্বোধ আমি
নই। তবে পাঠাতে মন চাইছে না। তবুও আমি আদেশ দিচ্ছি—
তুমি যাও রামরতন !

দুলালের প্রবেশ

দুলাল। জ্যাঠামণিকে কোথায় পাঠাচ্ছ বাবা ?

কাতল। কেশব রায়ের বাড়ীতে।

দুলাল। কেশব রায়ের বাড়ীতে কেন ? ব্যাপার কি জ্যাঠামণি ?

রামরতন। (দুলালের চিবুক ধরিয়া) তোমার কাকুমণির জন্যে
কনে আনতে যাচ্ছি খোকন !

দুলাল। কবে আসবে কাকীমা ? কবে খাওয়াবে আমাকে
সন্দেশ ? কবে কাকীমা আমাকে কোলে নেবে ? কবে নহবত বাজবে
আমাদের ঘরে জ্যাঠামণি ?

রামরতন। বাজবে তোমার কাকীমাকে ঘরে আনার দিন। হ্যাঁ,
আমি এখন চলি। তুমি এস বউমা—

[প্রস্থানোদ্যত

কল্পনা। আমি কি করবো ?

রামরতন। ঘটক হয়ে যাচ্ছি যে। তাই সাজবার জন্যে বড়দাদুর
পোষাকগুলো দিতে হবে। সোনা বাঁধানো ছড়িগাছটা দিতে হবে।
আর—

দুলাল। আর কি জ্যাঠামণি ?

রামরতন। চটি জোড়াটাও লাগবে।

দুলাল। সে কি জ্যাঠামণি! শেষে চটি—

রামরতন। চটির গুণ তুমি বুঝবে না। এস বউমা! আমার আর দেরী করার সময় নেই। আজই শুভযাত্রার একটা লগ্ন আছে। আজই আমাকে যেতে হবে।

[প্রস্থান

কল্পনা। রামরতন সত্যই রত্ন। আমাদের সৌভাগ্য যে, রামরতনের মত ভৃত্যকে আমরা পেয়েছি।

[প্রস্থান

কাতল। এস খোকন! তুমি পড়তে বসবে এস।

[প্রস্থান

দুলাল। কাকুমনির বিয়ে হবে। কিন্তু কবে হবে! কবে হবে মিষ্টির ছড়াছড়ি! কবে পেটভরে খাব আমি পানতোয়া, কালোজাম আর রাজভোগ! বলতে পারবে তোমরা, কবে বিয়ে হবে। কি বলছো —পারবে না! তবে বসে আর লাভ কি! বাড়ী যাও। আর আমি গিয়ে মিষ্টির হাঁড়ি খুঁজি। কেমন ?

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কেশবনাথের বৈঠকখানা

কেশবনাথ ও কাদম্বিনীর প্রবেশ

কাদম্বিনী। আমার অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে। সুলেখার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে রায়মশায়ের বাড়ীতে আজই তোমাকে লোক পাঠাতে হবে।

কেশব। পাঠাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ব্রজকিশোর রায় হচ্ছে রাজার আত্মীয়। আমার মত গরীবের মেয়েকে ওরা যদি গ্রহণ না করে ?

কাদম্বিনী। তুমি ভুল করছো! লোকমুখে শুনেছি রায়মশায় অর্থ চান না, চান আদর্শ মেয়ে।

কেশব। রাজারাজড়াদের কাছে আদর্শ বলতে যা বোঝায়—সেরূপ আদর্শ সুলেখার মধ্যে তো নাও থাকতে পারে।

কাদম্বিনী। তুমি অন্ধ। তাই সুলেখার স্বরূপ তুমি দেখতে পাও না। মা আমার গুণে লক্ষ্মী, রূপে সরস্বতী। সুলেখার মত মেয়ে কৈলাসগড়ে আর একটিও নেই।

কেশব। প্রত্যেক মা তার মেয়েকে সুন্দরীই দেখে।

কাদম্বিনী। এ তোমার একচোখো বিচার! আমি জানি—তুমি সুলেখাকে ভালবাসনি। দেবাশীষই তোমার কাছে প্রিয়।

কেশব। তুমি অনেক কিছু জান—যেগুলো সত্য নয়।

কাদম্বিনী। আমি জানতে চাই—আমার অনুরোধ তুমি রাখবে কি না ?

কেশব। রাখতে চেষ্টা করব। তবে কথা কি জান—সমানে সমানে আত্মীয়তা সুখের হয়। অসমান সঙ্গ সুখের হয় না।

কাদম্বিনী। তাহলে এক কাজ কর। একটা দীনমজুর এনে তার হাতে তোমার ঐ লক্ষ্মীপ্রতিমা মেয়েকে তুলে দাও। আমি আর একটি কথাও বলব না।

কেশব। দীনমজুর হলেও আমার আপত্তি নেই কাদু—যদি সে মানুষ হয়।

কাদম্বিনী। দীনমজুরের মধ্যে তুমি মানুষের খোঁজ করছ! আশ্চর্য্য!

কেশব। হয় গো হয়। দীনদুঃখী রুইদাসও একদিন ভগবানের দেখা পেয়েছিলেন।

কাদম্বিনী। ওমা, কি ঘেন্নার কথা! শেষ পর্য্যন্ত আমার মেয়ের জন্য তুমি চামার-ছুতোর ধরে আনবে নাকি?

কেশব। ভয় নেই কাদম্বিনী! মানুষকে আমি ভালবাসি সত্য, কিন্তু জাতি ধর্ম্ম অস্বীকার করি না। জাতিভেদের মাথায় পদাঘাত করে সুলেখাকে আমি অন্যজাতের হাতে তুলে দেব না।

দেবাশীষের প্রবেশ

দেবাশীষ। বাবা! বণিক বাড়ী থেকে রামরতন ঘোষ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

কেশব। কোথায় তিনি?

দেবাশীষ। ঐ যে আসছেন।

[রামরতনকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন]

কেশব। এই যে ঘোষমশায়—আসুন—আসুন—

রামরতনের প্রবেশ

রামরতন। নমস্কার রায়মশায়।

কেশব। (প্রতি নমস্কার করিলেন] নমস্কার!

[রামরতনের হাত ধরিয়া আসনে বসাইলেন]

তারপর, খবর কি বলুন?

রামরতন। খবর ভালই। আর আপনার জন্যও একটা ভাল সংবাদ আমি নিয়ে এসেছি।

কেশব। শুনে আনন্দিত হলুম।

রামরতন। হবারই কথা। যে সে বাড়ী নয় বাবা! কাতলচাঁদের বাড়ী। কত ঐশ্বর্য্য—কত মান! অমন বাড়ী থেকে যদি বিয়ের প্রস্তাব আসে—তাহলে সে তো সৌভাগ্যেরই কথা।

কেশব। আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

কাদম্বিনী। স্পষ্ট করে বলুন—কি বলতে চাইছেন?

রামরতন। জলের মত এই স্পষ্ট কথাটা বুঝতে পারছেন না মা-ঠাকরুন! কাতলচাঁদের ভাইয়ের সঙ্গে সুলেখা দিদিমনির বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আমি এসেছি।

কেশব। }
কাদম্বিনী। } (চমকাইয়া এবং অস্ফুট স্বরে) বিয়ের প্রস্তাব!!

রামরতন। হ্যাঁ রায়মশায়—হ্যাঁ। আপনার মেয়ে ভাগ্যবতী যে অমন পাত্রের গলায় সে মালা দিতে পারবে। মদন সুপাত্র। লেখাপড়ায়ও তার জোড়া কৈলাসগড়ে আর নেই। কাতলচাঁদের ঐশ্বর্য্যের কথাও তো আপনি জানেন। তাই আশা করি—আপনি অমত করবেন না।

কেশব। সবই আমি জানি ঘোষমশায়। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি

—এই অসবর্ণ বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে কাজলচাঁদ আপনাকে পাঠালো কোন্ সাহসে? তার এই স্পর্দ্ধা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।

রামরতন। অসবর্ণ বিবাহ তো আজকের সমাজে অচল নয় রায়মশায়! তবে স্পর্দ্ধা বলছেন কেন?

কাদম্বিনী। কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল যুবকের কাছে তা সচল হলেও—আমরা তাকে স্বীকার করি না। আমরা জীবন দিতে পারি, তবু জাতিভেদ অস্বীকার করতে পারি না।

কেশব। দরিদ্র হলেও আমরা ক্ষত্রিয়। ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে আমরা বৈশ্যের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে পারি না।

রামরতন! বৈশ্যজাতটা কি হীন রায়মশায়?

কেশব। একশোবার হীন। ব্রাহ্মণের স্থান সবার উপরে। তারপর ক্ষত্রিয়। বৈশ্য আর শূদ্র থাকবে তাদের পায়ের তলায়।

দেবাশীষ। এ আপনার অন্যায় অহঙ্কার বাবা! বড় ছোট হয়ে পৃথিবীতে কেউ জন্মায়নি। সুদূর অতীতে আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ম্মপন্থা সহজ করবার জন্যই এই জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সেসব কথা ভুলে গিয়ে সঙ্কীর্ণতার নিম্নস্তরে আমরা নেমে গেছি। জাতিভেদ প্রথাকে আজ ঈশ্বরের দান বলে মিথ্যা প্রচার করতেও আমরা কুণ্ঠিত নই। তাই তো মানুষের মনুষ্যত্ব আজ অবহেলিত। তাই তো দিকে দিকে জমে উঠেছে পুঞ্জীভূত বেদনার জঞ্জাল।

কেশব। তোমার কথা আমি শুনব না দেবাশীষ! তোমাদের অনুরোধে আমার সঙ্কল্প টলবে না।

রামরতন। ভেবে দেখুন রায়মশায়—এতে মঙ্গল হবে।

কেশব। চাই না মঙ্গল। সূর্য্য পশ্চিমে উঠবে—তবু কেশব রায়ের কথা নড়বে না।

দেবাশীষ। মদন আমার বন্ধু। আমি তাকে চিনি। সুলেখার প্রতি তার অনুরাগ আমি লক্ষ্য করেছি। সুলেখাও মদনকে ভালবাসে। তাদের আবাল্য সঞ্চিত ভালবাসাকে বিভেদ প্রাচীর তুলে আপনি ব্যর্থ করে দেবেন না বাবা!

কেশব। অভিভাবকের অজ্ঞাতে যুবক যুবতীর মধ্যে যে ঘৃণ্য প্রেম গড়ে ওঠে—অঙ্কুরেই তার বিনাশ হওয়া ভাল।

রামরতন। সুলেখার সঙ্গে ছোট দাদাবাবুর বিয়ে হলে ভালই হ'তো রায়মশায়!

কাদম্বিনী। বারবার একই কথা বলে কেন লজ্জা দিচ্ছেন আপনি! এ বিয়ে হবে না।

কেশব। বলবেন আপনার প্রভুকে—ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে তিনি অন্য কাউকে প্রলুব্ধ করতে পারেন, কিন্তু আমাকে পারবেন না।

কাদম্বিনী। ঐ সঙ্গে আরও বলবেন—টাকা দিয়ে বাঁদী কেনা যায়—

কেশব। কিন্তু কেশব রায়ের মেয়েকে কেনা যায় না।

রামরতন। আমার প্রভুকে এতবড় কথা বলতে আপনার সাহস হয়?

কেশব। আপনার প্রভুও কি আমাকে কম অপমান করেছেন?

রামরতন। একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি—এতেই আপনার অপমান হয়ে গেল?

কেশব। বৈশ্য যদি ক্ষত্রিয়ের মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব করে—তাহলে সে যে কতবড় অপমান—তা আপনার মাথায় ঢুকবে না।

রামরতন। রায়মশায়! এখনও ভেবে দেখুন—

কেশব। আপনি যান আমার বাড়ী থেকে। এতবড় অপমান করে এখনো যে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন—এই যথেষ্ট। আর বেশীক্ষণ

দাঁড়ালে আপনার সম্মান রাখতে পারব না। হয়তো অপমান করতে বাধ্য হবো।

দেবাশীষ। অপমানিত হতে আর আপনি দাঁড়াবেন না ঘোষমশাই! আপনি ফিরে যান। মদনকে বলবেন—তার সুলেখাকে রাহু গ্রাস করে ফেলেছে। রাহুর গ্রাস থেকে সুলেখাকে সে উদ্ধার করতে পারবে না। বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে রাহু সুলেখার সর্ব্বস্ব গ্রাস করবে। তার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার মুখে সুলেখার সর্ব্বস্ব হারিয়ে যাবে। হারিয়ে যাবে হারিয়ে যাবে তার জীবন, যৌবন। সব হারিয়ে দীনা ভিখারিণীর মত তাকে হাহাকার করে ফিরতে হবে।

রামরতন। বড় আশায় বুক বেঁধে আমি এখানে ছুটে এসেছিলাম। কিন্তু নিষ্ঠুর আঘাতে আমার আশাতরুর মূল আপনি ছিন্ন করে দিয়েছেন। তবে যাওয়ার সময় বলে যাই রায়মশায়—সত্যই যদি আমি আজীবন ন্যায় পথে চলে থাকি—তাহলে এই বুকের দীর্ঘশ্বাস ব্যর্থ হবে না। যে আভিজাত্যের অহঙ্কারে আপনি আমায় অপমান করছেন—সেই আভিজাত্যই আপনার মেয়ের সমাধি রচনা করবে।

[প্রস্থান

দেবাশীষ। ফিরিয়ে আনুন বাবা—ফিরিয়ে আনুন। অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে সুলেখাকে অভিশাপ দিয়ে ঐ বৃদ্ধ চলে যাচ্ছেন। আপনি ওঁকে ফিরিয়ে আনুন।

কেশব। মানুষের অভিশাপকে আমরা ভয় করি না। তুমি শান্ত হও পুত্র।

কাদম্বিনী। ঐ বৃদ্ধের কথা ভুলে গিয়ে তুমি এই মুহূর্তেই ব্রজকিশোর রায়ের প্রাসাদে যাত্রা কর দেবাশীষ।

দেবাশীষ। আপনারও কি ঐ মত বাবা?

কেশব। আমি ঐশ্বর্য্যের পূজারী নই। আমি মানুষ চাই দেবাশীষ। ব্রজকিশোর রায়ের পুত্র যদি ভদ্রসন্তান হয়—তাহলে তার হাতে আমার সুলেখাকে হাসিমুখে তুলে দেব।

কাদম্বিনী। রায়মশায়ের অতুল ঐশ্বর্য্য। সুলেখা সেখানে সুখেই থাকবে।

কেশব। ঐশ্বর্য্যের কথা থাক দেবাশীষ। তুমি দেখে আসবে—ব্রজকিশোরের পুত্র সত্যই ভদ্রসন্তান কি না।

কাদম্বিনী। সেই সঙ্গে এও দেখে আসবে—তারা ঐশ্বর্য্যশালী কিনা।

দেবাশীষ। পিতামাতার আদেশ শিরোধার্য্য। আজই আমি ব্রজকিশোর রায়ের প্রাসাদে যাত্রা করবো। কিন্তু যাত্রার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে একটা কথা কেন বারবার আমার মনের কোণে উঁকি মারে—এ আমি বুঝতে পারি না।

কাদম্বিনী। কি কথা দেবাশীষ ?

দেবাশীষ। যেন দেবতাকে বাদ দিয়ে দানবকে বরণ করতে যাচ্ছি।

[প্রস্থানোদ্যত

কেশব। দেবাশীষ!

দেবাশীষ। (ফিরিয়া) মনশ্চক্ষু দিয়ে মদন আর সূর্য্যকান্তের মাঝে একটা ব্যবধান দেখতে পাচ্ছি। সে ব্যবধান—যেন স্বর্গ আর নরক।

[প্রস্থান

কেশব। এ কি, বুকটা দুরদুর করে উঠল কেন! বুকের মধ্যে কি যেন একটা যন্ত্রণা অনুভব করছি। বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আমি ভুল করিনি তো কাদু ?

কাদম্বিনী। না-না—ভুল কিসের ? তুমি আভিজাত্যগর্ব্বী ক্ষত্রিয়। আভিজাত্যের মর্য্যাদাই রেখেছ।

কেশব। তবুও রক্তে দোলা লাগে কেন? বুকের মধ্যে কে যেন চীৎকার করে বলছে—ওরে, আভিজাত্যের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। কান পেতে শোন কানু—কান পেতে শোন।

কাদম্বিনী। তুমি কি পাগল হলে? মনে রেখো—তুমি ক্ষত্রিয়। দুর্ব্বলতা তোমার সাজে না।

কেশব। (সংযত হইয়া) হ্যা—হ্যা—আমি ক্ষত্রিয়। আমি আভিজাত্যগর্ব্বী ক্ষত্রিয়। হীন বৈশ্যের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে আমি পারি না। না—না—পারি না—পারি না।

[চীৎকার করিতে করিতে প্রস্থান

কাদম্বিনী। নারায়ণ! আমার সুলেখাকে তুমি সুখী কর। ব্রজকিশোর রায়ের পুত্রের সঙ্গে আমার সুলেখার জীবন তুমি গাঁটছড়া দিয়ে বেঁধে দাও।

[কপালে হাত ঠেকাইয়া প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

কাজলদীঘির পাড়ের আম্রকানন

শূন্য কলসী লইয়া গাহিতে গাহিতে সুলেখার প্রবেশ

সুলেখা। গীত

কাজল-দীঘির কালো জল,
ছলছলিয়ে করে ছল,
পাগল করে আনল মোরে তাহার পানে টেনে।
কানায় ভরা কুম্ভ জল,
ফেলে দিলাম ক'রে ছল,
কেন বঁধু শুধাও তুমি (?) কি হবে তা জেনে!
ফুলশরে বিদ্ধ হিয়ে,
তোমার পরশ পাব প্রিয়ে,
দিও না ফিরায়ে নিঠুর, কঠিন আঘাত হেনে।

গানের শেষে হাসিমুখে মদনের প্রবেশ

মদন। গান থামিয়ে দিলে তো চলবে না সুলেখা! আবার গাও।

সুলেখা। কি গাইব?

মদন। একটা গান। এমন গান—যার সুরের মূর্চ্ছনায় বসন্তের কোকিল ডেকে উঠবে। যার তালে তালে পাপিয়ার কলকণ্ঠ বাতাসে ভেসে বেড়াবে।

সুলেখা। অমন গান তো আমি জানি না মদনদা।

মদন। তবে যেটা গাইছিলে, সেটাই গাও।

সুলেখা। কোন্‌টা মদনদা?

মদন। ঐ যে ঐ গানটা—'কাজলদীঘির কালো জল, ছলছলিয়ে করে ছল, পাগল করে আনল মোরে তাহার পানে টেনে।'

[সুলেখা হাসিয়া ফেলিল, সুলেখার হাসির সহিত যোগ দিয়া মদনও হাসিয়া ফেলিল]

সুলেখা। (অভিমানভরে) যাও মদনদা—তুমি ভারী দুষ্টু!

মদন। প্রেমের দেবতা মদনদেব আমি। দুষ্টুমি করাই তো আমার স্বভাব।

সুলেখা। আম্রকুঞ্জের মধ্য থেকে কিসের শব্দ ভেসে আসছে—শুনতে পাচ্ছ মদনদা?

মদন। শুনেছি, মধুপানরত মধুমক্ষিকার গুণ গুণ শব্দ।

সুলেখা। এত মৌমাছি কোথা থেকে এল মদনদা?

মদন। বসন্তের ছোঁয়া লেগে আম্রকুঞ্জে মুকুল ধরেছে। বাতাসে ভেসে চলেছে তার গন্ধ। মধুর সৌগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে মধুকর ছুটে এসেছে তার প্রিয়ার পাশে। ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে অধর চুম্বন করে মধুকর তার প্রিয়ার মধুপান করতে চায়।

সুলেখা। বসন্তের মন্দানিল যেন এক যাদুকর। ওর যাদুমন্ত্রে মনকে উদাস করে দেয়।

মদন। তুমিও কি উদাসিনী হবে নাকি?

সুলেখা। এতে আর আশ্চর্য্য কি। কাজলদীঘির কালো জল যার আবাল্য ভালবাসার সাক্ষী—বসন্তের উদাস হাওয়ায় তার মন তো উদাসী হওয়াই স্বাভাবিক মদনদা।

মদন। সত্যই সুলেখা, কাজলদীঘির জলকে আমি আজও ভুলতে পারিনি। মনে পড়ে বাল্যের সেই জলকেলী—সেই ডুবের

প্রতিযোগিতা। এখনও ভুলতে পারিনি সেই আমের মুকুলকে। লুকোচুরি খেলার কথা মনে হলে দেহে রোমাঞ্চ জাগে।

সুলেখা। মদনদা!

মদন। ঐখানে টুনটুনি পাখী বাসা বেঁধেছিল—মনে পড়ে? ঐ ঝোপের মধ্যে কে থাকতো, বলতো সুলেখা?

সুলেখা। থাকতো সেই কালো কোকিলটা। সে কুহু কুহু করে তার সাথীকে খুঁজত।

মদন। আর আমি খুঁজতাম তোমাকে, তাই নয়?

সুলেখা। হ্যাঁ।

মদন। সুলেখা—

সুলেখা। ছেলেখেলার মধ্য দিয়ে কখন যে যৌবন এসেছে, কখন যে পঞ্চশরে ক্ষতবিক্ষত হয়েছি, আমি তা ঘুণাক্ষরে টের পাইনি। কিন্তু তুমি বুঝতে পেরেছিলে সব। তাই তুমি আমাকে সজাগ করে দিয়েছ। তুমিই দিয়েছ প্রেমের প্রথম পরশ।

মদন। তারই মর্য্যাদা রাখতে কাজলদীঘির জল ছুঁয়ে তুমিও আমাকে বিবাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ সুলেখা।

সুলেখা। সে প্রতিশ্রুতি আমি ভুলিনি মদনদা। তাই প্রতিদিন জল আনবার অছিলায় পূর্ণকুম্ভ শূন্য করে এই কাজলদীঘির ধারে ছুটে আসি।

মদন। কাজলদীঘি যেন এক যাদুমন্ত্রে আমাকেও আকর্ষণ করে। তাই তো আমিও প্রতিদিন এখানে ছুটে আসি।

সুলেখা। মদনদা! আমি তোমাকে কোনদিন ভুলব না—ভুলতে পারব না। আমার দেহ মন সব তোমার।

মদন। আমিও তাই নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে নাই সুলেখা। আমাদের

ই স্বপ্নকে সত্য করতে বুড়ো রামরতন গেছে তোমার বাবার কাছে আমাদের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে।

সুলেখা। কবে আমাদের স্বপ্ন সত্য হবে? কবে আসবে সে শুভদিন? কবে মিলন-বাঁশী বাজবে মদনদা?

কেশবনাথের প্রবেশ

কেশব। কোনদিন বাজবে না।

সুলেখা। (ভীত কণ্ঠে) বাবা! তুমি!

মদন। (বিস্মিত কণ্ঠে) কাকাবাবু! আপনি!

কেশব। হ্যাঁ, আমি মদন! আমি তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি!

মদন। বলুন।

কেশব। সুলেখাকে তুমি ভুলে যাও। ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না।

সুলেখা। (বজ্রাহতের ন্যায়) বাবা!

মদন। আপনি বলছেন কি কাকাবাবু?

কাদম্বিনীর প্রবেশ

কাদম্বিনী। উনি ঠিকই বলছেন। বৈশ্যের সঙ্গে ক্ষত্রিয়কন্যার বিয়ে হতে পারে না। তুমি ভদ্রসন্তান! এর পর সুলেখার সঙ্গে আর মেলামেশা করবে না—এই আমাদের আদেশ।

সুলেখা। মা! মদনদাকে তুমি অসম্মান করছো?

কাদম্বিনী। (কঠোর কণ্ঠে) মদনদার কথা থাক্। তুমি তোমার কথা ভাবো। তুমি এখন কচি খুকী নও। নিজের ভাবনা ভাববার মতো তোমার বয়স হয়েছে।

মদন। কিন্তু কাকীমা, সুলেখা যে আমার বাক্‌দত্তা। ওকে আমি ভুলব কেমন করে?

কেশব। (রূঢ়স্বরে) ভুলতে হবে। তুমি শিক্ষিত। এই অসবর্ণ বিবাহের কল্পনাকে মনে স্থান দেওয়ার পূর্ব্বে তোমার চিন্তা করা উচিত ছিল।

মদন। কেন, অসবর্ণ বিবাহ কি অন্যায় কাকাবাবু?

কাদম্বিনী। একশোবার অন্যায়। হীনজাতির সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে মেয়ে অধঃপতিতা হয়।

মদন। এ আপনাদের স্বরচিত বিধান, ঈশ্বরের বিধান নয়।

কেশব। (কর্কশকণ্ঠে) মদন!

মদন। উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ নীচবর্ণা জাম্ববতীকে বিবাহ করেছিলেন কোন্ বিধানে? গীতার স্রষ্টা কি সমাজবিধান জানতেন না? সমাজ-বিধান তখন শিথিল হয়ে গিয়েছিল কি বশীকরণ মন্ত্রের মোহিনী স্পর্শে?

কেশব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমরা নই মদন! আমরা মাটির মানুষ। পূর্ব্বপুরুষের রচিত বিধানকে আমরা মানতে বাধ্য।

মদন। ব্রাহ্মণের বিধানকে যে ঈশ্বরের বিধান বলে মেনে নিতে হবে, এরকম কোন যুক্তিই নাই। বৈশ্যের চেয়ে যে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ—একথা যদি আমরা স্বীকার না করি?

কেশব। তুমি অস্বীকার করলে সমাজ-বিধান বদলে যাবে না। শেষবারের মত তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি—সুলেখার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নাই।

[প্রস্থানোদ্যত

সুলেখা। বাবা—

কেশব। (ফিরিয়া) ও ডাকে অন্য পিতার হৃদয় গলে যেতে পারে, কিন্তু কেশব রায়ের হৃদয় গলবে না।

মদন। কাকাবাবু !

কেশব। আমি বধির। আমার কাছে অনুরোধ বৃথা।

[প্রস্থান

মদন। কাকীমা !

কাদম্বিনী। মরুভূমির কাছে জল চাইলে জল মেলে না। প্রয়োজন হলে মেয়েকে গলা টিপে মারব—তবু বৈশ্যের হাতে দেব না।

[প্রস্থানোদ্যত

সুলেখা। মা! কাজলদীঘির জল ছুঁয়ে আমি যে মদনদাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। তা কি রক্ষা হবে না ?

কাদম্বিনী। (ফিরিয়া) না। সে প্রতিশ্রুতি তোমাকে ভাঙতে হবে। আর তা না হলে পিতামাতার স্নেহদুর্গ থেকে তোমাকে বঞ্চিত হতে হবে।

সুলেখা। ক্ষত্রিয়নন্দিনী হয়ে প্রতিশ্রুতি আমি ভাঙতে পারব না মা ! তুমি আমাকে অন্য আদেশ দাও।

কাদম্বিনী। আমার এক কথা। এ-বিয়ে হবে না। আর আমাদের অমতে যদি তুমি বিয়ে করতে চাও—তাহলে অমাবস্যার গোধূলিলগ্নে আমি তোমাকে অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি—বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যেন তোমাকে বিধবা হতে হয়।

[প্রস্থান

সুলেখা। (আবেগে চীৎকার করিয়া) তুমি মা নও—তুমি রাক্ষসী !

[ছুটিয়া গিয়া মদনের হাত দুইটি ধরিয়া ঝাঁকুনি দিতে দিতে]

কি হবে মদনদা—কি হবে ?

[মদন নিরুত্তর। মদনের বক্ষলগ্না হইয়া বুকের কাছে ঝাঁকুনি দিতে দিতে]

পাথরের মত চুপ করে থেকো না মদনদা! বল—কি হবে ?

মদন। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) কি আর বলবো সুলেখা! কণ্ঠ আমার রুদ্ধ—ভাষা সঙ্গীতহারা !

সুলেখা। তোমার জিনিস অন্যে ছিনিয়ে নেবে, আর তুমি চুপ করে থাকবে ?

মদন। কি আর করবো! মা যেখানে মেয়ের বৈধব্য চায়—সেখানে আর বলবার কিছু নেই।

সুলেখা। তাই হবে। তোমাকে পেয়ে আমি বিধবাই হবো। তবু তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারব না।

মদন। তা কি হয় সুলেখা! জেনে শুনে আমি কি তোমাকে বিধবা সাজাতে পারি ? না, তুমি আমাকে বিদায় দাও।

সুলেখা! মদনদা! তাহলে কি সব শেষ হয়ে গেল ? আমাদের মিলন-বাসর—

গীতকণ্ঠে সদানন্দের প্রবেশ

সদানন্দ। গীত

মিলন-বাসর ধুলায় মিলাল, ভেঙে গেল খেলাঘর।
বিরহ-স্রোতে ছিঁড়ে গেল মালা, পড়িল ধুলির পর।

মদন। সদানন্দ !

সদানন্দ। দূরে দাঁড়িয়ে সব কথা আমি শুনেছি। সবই তোমাদের অদৃষ্ট, মদন !

সুলেখা। কি হবে সদানন্দদা—আমাদের কি হবে ?

গীতাংশ

অশ্রুজলে তটিনী ছুটিবে

মরম ব্যথায় কাঁদিয়া লুটিবে,

এই ধরণীর রূপ-রস মিশে, ব্যর্থ পঞ্চশর।

মদন। সত্যই সদানন্দ! ধরণীর রূপ, রস, গন্ধ—সবই আজ মিথ্যা। পঞ্চশর ব্যর্থ!

গীতাংশ

ভাগ্য-গগনে উঠেছে ঝটিকা,

জীবনে তোদের শুধু কুহেলিকা,

তোদের বিরহে কাজলদীঘি কাঁপে আজ থর থর।

মদন। সদানন্দ!

সদানন্দ। দুঃখ করে কোন লাভ নেই মদন! বিরহের জ্বালা তোমাকে সইতেই হবে।

মদন। সুলেখার বিরহ আমি সইতে পারব না। আমি বুঝি পাগল হয়ে যাব সদানন্দ!

সদানন্দ। পাগল হলেতো চলবে না ভাই! গরল কণ্ঠে ধারণ করে মহাদেব যেমন নীলকণ্ঠ—তেমনি সুলেখাকে ভুলে গিয়ে তোমাকেও কামজয়ী মদনদেব হতে হবে।

[প্রস্থানোদ্যত

সুলেখা। কিন্তু আমি কি করবো—তা তো বলে গেলে না সদানন্দদা?

সদানন্দ। (ফিরিয়া) পার্ব্বতী যেমন মহাদেবকে পাওয়ার জন্য বহুযুগ ধরে তপস্যা করেছিলেন—মদনকে পাবার জন্য তুমিও তেমনি তপস্যা কর। জন্মান্তরে তাহলে ওর সঙ্গে তোমার মিলন হবে।

[প্রস্থান

সুলেখা। আমাদের স্বপ্নের খেলাঘর কি স্বপ্নই হয়ে যাবে মদনদা ?

মদন। হয়তো তাই !

[সহসা ঝটিকার শব্দ উত্থিত হইল]

দেখছো না সুলেখা—আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাতে রাক্ষসী কাজলদীঘি প্রলয় তুফানে নেচে উঠেছে। যৌবনের লীলাক্ষেত্র আম্রকুঞ্জও আজ ছিন্নভিন্ন ! বিদায় সুলেখা—বিদায়—

সুলেখা। ওগো, কাজলদীঘির জল ছুঁয়ে আমি যে তোমাকে কথা দিয়েছিলাম—

মদন। সে দায় থেকে আমি তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি। বিদায়—

[প্রস্থানোদ্যত

সুলেখা। আমাকে ছেড়ে কোথায় যাবে মদনদা ?

মদন। জানি না। তবে এইটুকু শুধু জানি—যেতে আমাকে হবেই। এবার আমার যাওয়া দরকার।

সুলেখা। কোথায় যাবে ?

মদন। 'নীড়হারা পাখী যেখানে পাইবে নীড়। সাথীহারা পাখী যেথায় পাইবে সাথী ; সেইখানে যাব আমি হাতে তার বেঁধে দিতে রাখী।'

[প্রস্থানোদ্যত

সুলেখা। (করুণস্বরে) মদনদা !

মদন। (ফিরিয়া) 'ডেকো না সুলেখা—পিছনে ডেকো না আর। কাজলদীঘিতে উঠেছে তুফান, হৃদয়ে জেগেছে প্রলয় তুফান ! সাঙ্গ হয়েছে সকল খেলা, রক্তে দিয়েছে প্রবল দোলা। শেষ হয়ে গেছে অমৃত মেলা—বিষের খেলা যে সুরু ! চলিলাম এবে অসীমের বুকে খুঁজিতে কল্পতরু।'

[প্রস্থানোদ্যত

সুলেখা। যেওনা মদনদা! তুমি শুনে যাও—শুনে যাও—

মদন। (ফিরিয়া) আর নয় সুলেখা, আর তুমি ডেকো না, লক্ষ্মী! ভুলে যাও কাজলদীঘির জলকেলি, ভুলে যাও মুকুলিত আম্রকানন। কোকিলের কুহু শব্দে আর রোমাঞ্চিত হয়ো না। টুনটুনি পাখীর বাসা বাঁধা দেখে আর বাসা বাঁধতে চেয়ো না। এ পৃথিবী বড় নির্মম। বড় নিষ্ঠুর এর মাটি। সমাজ এখানে রক্তচক্ষু দেখায়। ভালবাসা এখানে পদ্মপত্রের উপর জলবিন্দুর মত ক্ষণস্থায়ী। প্রেম আর প্রেম নেই। সে কাঁটা হয়ে বিদ্ধ করতে চাইছে। পিতৃস্নেহ চাবুক হয়ে শাসন করতে আসছে। মা চাইছে সিঁথির সিঁদুর মুছে দিতে। না সুলেখা, আর নয়। ভুলে যাও সব কথা। তোমার বাপমায়ের জন্যই আজ থেকে আমি পর হয়ে গেলাম। আর তুমি আমার প্রিয়া নও, আজ থেকে শুধু বোন—বোন!

[প্রস্থান

সুলেখা। মানুষ গড়ে, আর দেবতা ভাঙে! কালের কুটিল গতিতে কত সুখের সংসার এমনি করে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ভগবান! তুমি আমাকে পথ বলে দাও! বলে দাও—এখন আমার কর্ত্তব্য কি!

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

ব্রজকিশোরের অট্টালিকা

কথা বলিতে বলিতে সূর্য্যকান্ত ও পাঁচুগোপালের প্রবেশ

সূর্য্যকান্ত। কি বললি! তোর মুখের উপর সবিতার মা বললে—যে, সে মেয়ের বিয়ে দেবে না?

পাঁচু। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার নাম শুনেই তো সে মাগী ক্ষেপে গেল।

সূর্য্যকান্ত। সবিতা কিছু বললে না?

পাঁচু। মা-ঠাকরুন তার মায়ের কাছে বিয়ের জন্য সাধ্যিসাধনা করেছিল। কিন্তু সে মাগী কি কারো কথা শোনে! মাগী যে গোকুলের ষাঁড়।

সূর্য্যকান্ত। আঃ! তোর মুখ বড় আল্‌গা পাঁচুগোপাল! ভদ্র-মহিলা—তার সম্মান রেখে কথা বলা উচিত।

পাঁচু। আমার দোষটাই আপনি দেখছেন খোকাবাবু! আর সে মাগী যে—

সূর্য্যকান্ত। (বিরক্তি ভরে) আবার!

পাঁচু। (মুখে আঙুল দিয়া) বেশ, এই মুখে চাবি ঠুকলুম। আর একটি কথাও কইব না।

সূর্য্যকান্ত। রাগ করিস নে পাঁচুগোপাল! তুই বল—বিয়ের প্রস্তাব শুনে কি বললে সবিতার মা?

পাঁচু। বললে, 'এমন কুপাত্র আর অন্—জাতের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব না।'

সূর্য্যকান্ত। এ কথা শুনে তুই চুপ করে রইলি ? কিছু বললি না ?

পাঁচু। কিছু বললে যদি কামড়ে দেয় ! এই ভয়েই কিছু বলিনি।

সূর্য্যকান্ত। কি যে বলিস পাঁচুগোপাল—

পাঁচু। বিশ্বাস নেই খোকাবাবু ! ভীমের মত যা চেহারা মাগীর—

সূর্য্যকান্ত। তুই বলিস নি, 'খোকাবাবু কুপাত্র কিসে ?'

পাঁচু। বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু মাগী ফস করে বলে ফেললে, 'একটা মাতাল পাত্রের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছ আমার মেয়ের জন্যে ? ছোটলোক কোথাকার !'

সূর্য্যকান্ত। পাঁচুগোপাল ! কি বলছিস তুই ?

পাঁচু। কি জানি বাবু, আপনি যে মদ খান, কি করে সে মাগী টের পেয়েছে।

সূর্য্যকান্ত। (ক্রুদ্ধভাবে) যত সব ছোটলোক ! চাবকে পিঠের ছাল তুলে দেব।

[চাবুক আস্ফালন]

পাঁচু। আজ্ঞে, আমাকে চোখ পাকাচ্ছেন কেন ? আমি তো কিছু বলিনি। সেই মাগীই তো এই কথা বলেছে।

সূর্য্যকান্ত। ক্ষত্রিয় হয়ে যে বৈশ্যের মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছি, ঐ তাদের সৌভাগ্য। এই সৌভাগ্যে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে না করে, যে নারী আমাকে অন্-জাতের ছেলে বলে ব্যঙ্গ করে—তার স্পর্দ্ধা অসহ্য !

পাঁচু। সত্যি খোকাবাবু, মাগীর কি স্পর্দ্ধা দেখুন ! মুখখানা পেঁচার মত করে আমার নাকের উপর আঙুল ঘুরিয়ে বললে, 'রাজার সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে রাজবাড়ীর পরগাছাগুলোর সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে দেয়, সে গর্দ্দভ।'

সূর্য্যকান্ত। (ক্রুদ্ধভাবে চাবুক উত্তোলন করিয়া) চাবকে তোর ছাল তুলে নেব শয়তান !

পাঁচু। (সভয়ে) আজ্ঞে, আমার কি দোষ! একথা তো বললে সেই মাগী।

সূর্য্যকান্ত। একটা নগণ্যা মেয়ের মুখে আমার মদ খাওয়ার সমালোচনা শুনতে হবে, এ আমি কল্পনা করিনি। তুই বলে এলি না কেন পাঁচুগোপাল—মদ খাওয়াই আভিজাত্যের লক্ষণ ?

পাঁচু। চাকর-বাকর মানুষ। অত বড় বড় কথা মাথায় আসে নি বাবু !

সূর্য্যকান্ত। ত্রিপুরা রাজবংশের সঙ্গে আমাদের কিসের সম্পর্ক—তা কি সেই অহঙ্কারী মেয়েটাকে জানিয়েছিলি ?

পাঁচু। সে কথা আর বলতে। বুক ফুলিয়ে বলে এলাম—খোকাবাবুর ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদা ছিলেন ত্রিপুরা রাজার সেনাপতি। সুতরাং যা-তা বংশের ছেলে নয় খোকাবাবু।

সূর্য্যকান্ত। শুনে কি বললে মেয়েটা ?

পাঁচু। কিছুই বললে না। শুধু মুখ টিপে হাসতে লাগল।

সূর্য্যকান্ত। হাসতে লাগল !

পাঁচু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সূর্য্যকান্ত। সবিতার সঙ্গে যে আমার অনেকদিনের ভালবাসা—একথা সেই মেয়েটাকে জানিয়েছিলি ?

পাঁচু। আজ্ঞে হ্যাঁ খোকাবাবু !

সূর্য্যকান্ত। শুনে কি বললে ?

পাঁচু। বললে, 'ঝরণার ধারে সেই মাতাল ছোঁড়াটাকে যদি আর বাঁশী বাজাতে দেখি—তাহলে তারই একদিন কি আমারই একদিন।'

সূর্য্যকান্ত। (চিৎকার করিয়া) পাঁচুগোপাল !

পাঁচু। এই বলে আবার শাসিয়েছে, 'তাকে যদি ঝাঁটাপেটা করতে না পারি—তবে বৃথাই আমার নাম ক্ষেমঙ্করী।'

সূর্য্যকান্ত। (ক্ষিপ্তের ন্যায়) এতদূর!

পাঁচু। আমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম। মাগী ছুটে এসে আমার কান দু'টি ধরে বললে, 'তুই যেমন ঘটক, তোর তেমনই পুরস্কার! যা—এবার বিদায় হ'!'

সূর্য্যকান্ত। (উত্তেজিত ভাবে) এত স্পর্দ্ধা একটা বৈশ্যের মেয়ের। সবিতাকে না পাই ক্ষতি নেই। কিন্তু এই মেয়েটাকে আমি দেশছাড়া করবো। নইলে বৃথাই আমি ব্রজকিশোর রায়ের পুত্র—বৃথাই আমি ক্ষত্রিয় সন্তান।

[প্রস্থানোদ্যত

দেবাশীষের প্রবেশ

[সূর্য্যকান্তকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল]

দেবাশীষ। এইটাই কি ব্রজকিশোর রায় মশায়ের বাড়ী?

সূর্য্যকান্ত। হ্যাঁ। কে আপনি? কোথা থেকে আসছেন?

দেবাশীষ। আমি কৈলাসগড় থেকে আসছি। নাম আমার দেবাশীষ রায়।

পাঁচু। কার সঙ্গে দেখা করতে চান? কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে, না খোকাবাবুর সঙ্গে?

দেবাশীষ। দু'জনের সঙ্গেই দেখা করতে চাই।

সূর্য্যকান্ত। কি দরকার বলুন?

দেবাশীষ। ব্রজকিশোর বাবুর ছেলের জন্য আমি একটি বিয়ের সম্বন্ধ এনেছি। তাই ব্রজকিশোর বাবুর ছেলের মতামত জানতে এলাম।

সূর্য্যকান্ত। আমিই ব্রজকিশোর বাবুর ছেলে।

দেবাশীষ। (হাসিমুখে) ওঃ, তাই নাকি! জানতাম না তো! নমস্কার!

[সূর্য্যকান্তকে নমস্কার করিল এবং সূর্য্যকান্তও দেবাশীষকে প্রতিনমস্কার করিল]

আপনারই নাম সূর্য্যকান্ত রায়?

সূর্য্যকান্ত। হ্যাঁ।

দেবাশীষ। কর্ত্তাবাবুর একবার সাক্ষাৎ পাই না?

সূর্য্যকান্ত। সাক্ষাতের দরকার নেই। আপনি ফিরে যান।

দেবাশীষ। কেন ভাই?

সূর্য্যকান্ত। যে প্রয়োজনে এসেছেন, তা নিষ্ফল।

পাঁচু। (সাশ্চর্য্যে) কি বলছেন খোকাবাবু?

সূর্য্যকান্ত। এ জীবনে আমি আর বিয়ে করব না পাঁচু!

ছড়িহাতে ব্রজকিশোরের প্রবেশ

ব্রজকিশোর। না সূর্য্যকান্ত, বিয়ে তোমাকে করতেই হবে।

সূর্য্যকান্ত। পারব না বাবা!

ব্রজকিশোর। পারব না বললে আমি তো শুনব না। তোমার মা মরে গিয়ে ঘর আমার শ্রীহীন হয়ে গেছে। তাই বউমাকে ঘরে এনে ঘরের শ্রী আবার আমি ফিরিয়ে আনব।

দেবাশীষ। প্রণাম রায়মশায়।

[প্রণাম করিল]

ব্রজকিশোর। থাক্ বাবা, থাক্। তা পাত্রীটি কে বাবা? তোমার ভগ্নী বুঝি?

দেবাশীষ। (হাসিমুখে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

ব্রজকিশোর। পাত্রীটি দেখতে কেমন? ভালতো বাবা?

দেবাশীষ। আজ্ঞে হ্যাঁ। কৈলাসগড়ের সুন্দরীশ্রেষ্ঠা আমার ভগ্নী। নিজের মুখে কি বলবো। চোখে না দেখলে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না। সুলেখা, সত্যই সুলেখা।

ব্রজকিশোর। নামটিও বেশ সুন্দর—সুলেখা! সূর্য্যকান্তের সঙ্গে সুলেখা নামের মিল যেন হরপার্ব্বতীর মিল বলে মনে হচ্ছে।

পাঁচু। আমাদের কর্ত্তাবাবু অর্থ চান না। চান—ভাল মেয়ে!

দেবাশীষ। সুলেখাকে আমরাও ভাল করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছি।

ব্রজকিশোর। তবে আমার আপত্তি নেই। একটা শুভদিন দেখে কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করে এলেই হয়।

সূর্য্যকান্ত। কিন্তু আমার আপত্তি আছে। আমার পক্ষে বিয়ে করা অসম্ভব।

দেবাশীষ। সুলেখা কোন অংশেই অযোগ্যা নয় ভাই! বোনটি আমার রূপে-গুণে অদ্বিতীয়া। সুলেখাকে বোনরূপে পেয়ে আমি কৃতার্থ।

সূর্য্যকান্ত। সবাই কৃতার্থ হলেও আমি হতে পারব না। আমি জানি—বিবাহ মানুষের জীবনে আনন্দের বন্যা বয়ে আনে। কিন্তু আমার জীবনে আনবে না। আমি সৃষ্টির এক অভিশাপ! তাই বিয়ে আমি করব না।

ব্রজকিশোর। মাতৃবিয়োগে তুমি ব্যথা পেয়েছ। তাই বলে আত্মভোলা হলে চলবে না। তোমাকে সংসারী হতে হবে। বিশাল জমিদারী রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। আমার আর ক'দিন। আমি মরে গেলে সংসার তো তোমাকেই দেখতে হবে সূর্য্যকান্ত!

সূর্য্যকান্ত। কোন দায়িত্ব আমার মাথায় দিও না বাবা! বন্যার প্রবল স্রোতে ভেসে চলেছি আমি। কূল নেই—কিনারা নেই। জল—শুধু অথৈ জল চারিদিকে! জলের তরঙ্গাঘাতে তলিয়ে যাব আমি অন্ধকারে।

দেবাশীষ। সূর্য্যকান্ত! ভাই—

সূর্য্যকান্ত। অভিশাপ—জীবন আমার অভিশাপে ভরা। এখানে আকাশ নাই—এখানে বাতাস নাই। এখানে জল নাই—শান্তি নাই! এখানে লুকিয়ে আছে শুধু সাহারার মরু! এ মরুর উত্তাপে তোমাদের সুলেখা শুকিয়ে যাবে। মিথ্যা মোহে তাকে ঠেলে দিও না ভাই—ঘূর্ণাবর্ত্তের মাঝখানে।

[প্রস্থানোদ্যত

ব্রজকিশোর। সূর্য্যকান্ত!

সূর্য্যকান্ত। (ফিরিয়া) বিয়ে আমি করব না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর বাবা!

[প্রস্থান

দেবাশীষ। সূর্য্যকান্তের মনের ভাষা আমি বুঝতে পারলাম না। ও যেন কি বলতে চায়, অথচ বলতে পারছে না। কি এক চাপা উত্তেজনায় ও যেন উন্মাদ।

ব্রজকিশোর। মাতৃভক্ত সন্তান মাকে হারিয়ে উন্মাদ! তুমি চিন্তা করো না বাবাজী! বুঝিয়ে ঠিক সময়ে আমরা ওকে রাজী করাবো।

দেবাশীষ। সুলেখার বিবাহ—

ব্রজকিশোর। সূর্য্যকান্তের সঙ্গেই হবে—আমি কথা দিচ্ছি।

দেবাশীষ। দিন স্থির করবার জন্য—

ব্রজকিশোর। তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। পুরোহিত মশায়কে ডেকে পাঠাচ্ছি। তিনিই এসে দিন স্থির করবেন।

দেবাশীষ। এখন তাহলে—

ব্রজকিশোর। সানন্দে বিবাহের আয়োজন করতে পার।

দেবাশীষ। আমি তাহলে এখন আসতে পারি?

ব্রজকিশোর। তাও কি কখনো হয়! এসেছ যখন—আতিথ্য-গ্রহণ করতে হবে। তারপর পুরোহিত এলে দিন ক্ষণ জেনে বাড়ী ফিরে যাবে।

দেবাশীষ। রায়মশায়! আপনি মহানুভব।

ব্রজকিশোর। আমরা যে রাজার আত্মীয় বাবা! সব পারি, কিন্তু আমরা আভিজাত্য ছাড়তে পারি না। তোমরা দরিদ্র হলেও ভদ্র। তাই তোমার বাবার সম্মান রাখতে তোমার ভগ্নীকে কুললক্ষ্মী করে, আমরা যে অভিজাত সেটা প্রমাণ করতে চাই।

[প্রস্থানোদ্যত

পাঁচু। কর্তাবাবু!

ব্রজকিশোর। (ফিরিয়া) দেখছিস্ কি পাঁচুগোপাল! প্রাসাদকে সাজাবার ব্যবস্থা কর্। একপক্ষের মধ্যে আমি দুর্গাকান্তের বিয়ে দেব। এসো বাবাজী!

[প্রস্থান

পাঁচু। বিয়ে দেওয়া ভাল। নইলে বিস্ফোরণ হবে।

দেবাশীষ। কি বলছো পাঁচুগোপাল?

পাঁচু। আজ্ঞে না, এই ভূমিকম্পের কথা বলছি।

দেবাশীষ। (বিস্মিত কণ্ঠে) ভূমিকম্প!

পাঁচু। আজ্ঞে হ্যাঁ। আগে হ'তো, কিন্তু এখন আর হয় না। কিন্তু তাই বলে যে হ'বে না, একথা বলা যায় না। কারণ ভিসুভিয়াস ঘুমিয়ে আছে।

দেবাশীষ। ভিয়ুভায়া নয়, ভিষুভিশ্বাস।

পাঁচু। ঐ হলো। ঘুমিয়েতো আছে!

দেবাশীষ। তা আছে। আচ্ছা পাঁচুগোপাল, পাত্র হিসেবে সূর্য্যকান্ত কেমন হবে?

পাঁচু। আমার প্রভুপুত্র। আমরা কি খারাপ বলবো?

দেবাশীষ। তবু চরিত্র-টরিত্র ভালতো?

পাঁচু। চোখ আছে দেখে নিন, কান আছে শুনে নিন। আমি যার চাকর, সে বেশ্যামাগী হলেও আমার কাছে সতী।

দেবাশীষ। তুমি বেশ রসিক। আচ্ছা, আসি এখন। পরে আবার আলাপ হবে।

[প্রস্থান

পাঁচু। (দেবাশীষের উদ্দেশে) বোকা ছেলে! চোখ আছে, কান আছে, কিন্তু বুদ্ধি এতটুকুও নেই! পাত্রের বাড়ীর চাকরের কাছে পাত্রের চরিত্রের খোঁজ নিতে এসেছে। ওরে বোকা ছেলে! পাড়ায় একবার খোঁজ নিয়ে দেখ্—গুণধর খোকাবাবুর জন্যে পাড়ায় যে মেয়েরা রাত্রে ঘুমুতে পারে না।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাতলচাঁদের অট্টালিকা

[দূরে সানাইয়ের শব্দ শোনা যাইতেছে]

কাতলচাঁদ ও কল্পনার প্রবেশ

কাতল। কেশব রায়ের ঔদ্ধত্য আমি আজও ভুলতে পারিনি কল্পনা!

কল্পনা। মন্দলোকের মন্দ কথায় আমাদের কি যায় আসে। এই নিয়ে এই শুভদিনে তুমি মন খারাপ ক'রো না।

কাতল। রামরতনের মুখের উপর আমাকে বৈশ্য বলে ব্যঙ্গ করেছে। এ কি সহ্য করা যায় কল্পনা!

কল্পনা। হীনচেতা ব্যক্তি ভদ্রসন্তানকে অপমান করলেও, মানীর মান যায় না। এ নিয়ে তুমি আর মাথা খারাপ ক'রো না। আর একটু পরেই ঠাকুরপো বাড়ী ফিরে আসবে। উৎসব আয়োজন এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। অসম্পূর্ণ কাজ তুমি শীঘ্রই সম্পূর্ণ কর।

কাতল। সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। কাতলচাঁদের লোকের অভাব নেই। গিয়ে দেখ—অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

নববধূর সাজে সুসজ্জিতা সবিতাকে সঙ্গে লইয়া

বৃদ্ধ রামরতনের প্রবেশ

রামরতন। এসো দিদিমনি—এসো। এখানে লজ্জা করবার কিছুই নেই। এখানে সবাই তোমার আপনজন। তুমি তোমার দাদা

আর বড়দিকে প্রণাম কর। আমি এখন আসি। আমার অনেক কাজ।

[প্রস্থানোদ্যত

কাতল। কুটুম্বদের সম্মান ঠিকমত হচ্ছে তো রামরতন?

রামরতন। তোমার কোন চিন্তা নাই দাদাবাবু। রামরতন ঘোষ বেঁচে থাকতে কোন সুমুন্দিকেই না খেয়ে যেতে দেবে না, এ তুমি দেখে নিও।

[প্রস্থান

কাতল। কাজের বাড়ীতে রামরতনের জুড়ি নেই। ও যেন একাই একশো।

সবিতা। আমাকে আশীর্ব্বাদ করবেনা দিদি!

[কল্পনার পায়ের ধূলো নিতে গেলে কল্পনা সবিতার হাত ধরিয়া]

কল্পনা। থাক্ বোন! আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও।

সবিতা। না, দিদি। অভিশাপ দাও, যেন আমি মরে যাই।

কল্পনা। ছিঃ সবিতা। এই শুভদিনে এ কি কথা।

সবিতা। আমার কথা ঐরকমই দিদি।

কাতল। বউমা!

সবিতা। আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করবেন না?

[কাতলচাঁদের পায়ের ধূলো মাথায় লইল]

কাতল। আশীর্ব্বাদ করি—তোমাদের দাম্পত্য জীবন মধুময় হোক্।

সবিতা। না, অভিশাপ দিন—যেন মধুহীন হয়।

কাতল। বউমা!

[আঁতকাইয়া উঠিল]

কল্পনা। (বিস্মিত কণ্ঠে) সবিতা!

দুলালকে কাঁধে লইয়া বরবেশে মদনের প্রবেশ

[দুলাল কাঁধের উপর বসিয়া মিষ্টি খাইতে খাইতে]

দুলাল। মা—মা! দেখ, কাকামণির কাঁধে চেপে আমি কেমন সহিস হয়েছি।

[হাসিতে হাসিতে]

কল্পনা। ওমা, ছেলের কাণ্ড দেখেছ। কাকামণি বিয়ে ক'রে এল —কোথায় কাকামণি কাকীমাকে সম্মান করবে, তা না করে উনি কাকামণির কাঁধে চেপে সহিস হয়েছেন। নেমে আয় দুষ্টু ছেলে—

[দুলালের হাত ধরিয়া টান দিল]

মদন। আ-হা-হা, করছো কি বউদি। কাঁধে আছে, থাক্ না। টানছ কেন?

কাতল। মিষ্টির রসে জামাটা নষ্ট হয়ে গেল যে। খোকন! নেমে আয় বলছি।

[মিষ্টি খাইতে খাইতে]

দুলাল। যাচ্ছি বাবা—

[কাঁধ হইতে নামিয়া আসিল]

কল্পনা। খোকন! তুমি ভারী দুষ্টু হয়েছ!

দুলাল। (অভিমানভরে) বাঃ রে! কাকামণি তো চড়তে বলল, তাই তো চড়লাম। আমাকে বকছ কেন?

মদন। থাক না বউদি। ওকে আর ক্ষ্যাপাচ্ছ কেন?

[দুলাল সবিতার কাছে গিয়া]

দুলাল। হ্যাঁ গা মেয়ে! তুমি কি আমার কাকীমা?

সবিতা। হ্যাঁ।

দুলাল। কোলে নিয়ে তুমি আমাকে রোজ রোজ মিষ্টি খাওয়াবে তো?

সবিতা। ওটি পারবো না বাপু! তোমার মা রয়েছেন। ও ভারটা ওঁরই ওপর থাক।

দুলাল। কেন কাকীমা?

সবিতা। ছোটছেলেকে আমি ভালবাসি না।

কল্পনা। (বিস্মিত কণ্ঠে) কি বলছো সবিতা?

সবিতা। (হাসিতে হাসিতে) সত্যি বলছি দিদি, ছোটছেলের জ্যাঠামি আমার বড়ই বিরক্তিকর।

কাজল। পাগলের মত কি বলছো বউমা?

সবিতা। ঠিকই বলছি। শুনলে আপনারা আশ্চর্য্য হবেন, আমার সামনেই পাড়ার একটা ছেলে একদিন জলে পড়ে গিয়েছিল। নিজের চোখে দেখেও আমি তাকে টেনে তুলিনি।

মদন। কেন তোলনি? তুমি রাক্ষসী না কি!

সবিতা। যা খুশী বলতে পার। কিন্তু ছোটছেলেকে আমি ভালবাসব না, এ আমি জানিয়ে দিলাম।

একগুচ্ছ ফুলের তোড়া লইয়া রামরতনের প্রবেশ

রামরতন। ছোট দিদিমণি! দাদাবাবুর এক বন্ধু এই ফুলের তোড়াটা তোমায় উপহার দিয়েছে। নাও দিদিমণি—এটা তুমি নাও!

[সবিতাকে ফুলের তোড়া দিতে গেল]

সবিতা। ফুল আমার দু'চোখের বিষ। তুমি যাও রামরতন—ফুলের তোড়াটা আস্তাকুঁড়ে ফেলে দাও।

রামরতন। (বিস্মিত কণ্ঠে) দিদিমণি! তুমি কি রহস্য করছো?

সবিতা। যার তার সঙ্গে রহস্য করার প্রবৃত্তি আমার নেই।

রামরতন। তা না থাকা ভাল। কিন্তু ফুলগুলো আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেব কি গো!

সবিতা। হ্যাঁ, দাও। কারণ, ফুল আমি ভালবাসি না।

কল্পনা। (বিচলিত কণ্ঠে) সবিতা! কি বলছো তুমি?

সবিতা। সত্যি বলছি দিদি, ফুল আমার ভাল লাগে না। দেখছো না, বিয়ের একটিও মালা আমার গলায় নেই! সব আমি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

মদন। ফুল আর শিশুদের যারা ভালবাসে না, তারা মানুষ খুন করতে পারে।

দুলাল। হ্যাঁ কাকামণি, তা পারে।

সবিতা। আমিও কি তাই করব ভাবছ?

মদন। কিছুই বিচিত্র নয়। বউদি! তুমি চুপ করে কেন? উত্তর দাও, এ তুমি কাকে এনে দিলে? বাড়ীতে পা দিয়েই এ কি সব বলছে।

কল্পনা। সবই যেন রূপকথার মত মনে হচ্ছে। পিসীমা যা বলে গিয়েছিল, এখন দেখছি সবই উল্টো।

[কাজলচাঁদকে বলিল]

ওগো, তুমি চুপ করে আছ কেন? কিছু বল, ভাল-মন্দ যা হোক্ কিছু।

কাজল। ভাষা যে খুঁজে পাচ্ছিনা কল্পনা। শীতল জল পান করতে গিয়ে কি মরীচিকার পেছনে ছুটে মরলাম। আমি বুঝতে পারছি না—কি বলছে বউমা! কি বলতে চায় ও। বাড়ীতে পা দিয়েই কেন ও এসব কথা বলছে।

কল্পনা। ওগো, কি বলছো তুমি?

কাজল। সব না জেনে আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়তা করে আমরা ভুল করিনি তো কল্পনা। পিসীমার কথায় ভুলে আমরা ভুল করে ফেললাম না তো।

মদন। দাদা!

কাজল। ভয় নেই ভাই। পরশমনির স্পর্শে লোহা সোনা হয়। আর তোর স্পর্শে বউমা কি সোনা হবে না?

সবিতা। কি বলছেন আপনি?

কাজল। বলছি এই—গরল না এনে অমৃত নিয়ে এস বউমা। আমরা তোমার কাছে গরল চাই না, অমৃত চাই। এস খোকন।

[দুলালসহ প্রস্থান

সবিতা। (অভিমানের সুরে) ওঃ, আমি তাহলে গরল নিয়ে এলাম, অমৃত নয়।

রামরতন। না—না, তুমি অমৃতই নিয়ে এস দিদিভাই। বিশ্বেশ্বরের কৃপায় এ সংসারে লক্ষ্মীর ঝাঁপি আজ পূর্ণ। তুমি অমৃতের বন্যা এনে সে ঝাঁপিকে সুন্দর করে তোল। তুমি ভালবাসা দিয়ে আমাদের জয় করে নাও। করুণা বিলিয়ে কাছে টেনে নাও। দেখবে—তোমাকে আমরা মাথায় করে রাখব। আর পূজো করবো শুধু 'মা-মা' বলে।

[প্রস্থান

কল্পনা। আমিও তাই চাই সবিতা। পিসীমার অনুরোধে কোন বিচার না করে তোমাকে যেমন ঘরে এনেছি, তুমিও তেমনি নির্বিচারে আমার বোন হও।

সবিতা। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না। কি বলছো তুমি দিদি?

কল্পনা। অহঙ্কারকে অঙ্গভূষণ না করে, মিষ্ট ব্যবহারে সকলের চিত্ত জয় কর। দেখবে, পরিবারের সকলে তোমাকে মাথায় করে রাখবে।

সবিতা। এ কথার মানে ?

কল্পনা। স্বামীর ভিটাই হিন্দুনারী স্বর্গ। স্বামী শ্বশুরের সেবার মধ্য দিয়েই হিন্দুনারীর বৈকুণ্ঠ লাভ হয়। সীতা-সাবিত্রীর দেশ এই ভারতবর্ষ। এদেশের ধূলিকণায় তাদের আদর্শ মিশে আছে। আয় বোন, আমরা দু'জনে আজ এই প্রতিজ্ঞা করি—সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ অনুসরণ করে যেন আমরা অমর হতে পারি। কিন্তু বেঁচে থেকে যেন মানুষের অপ্রিয় না হই।

[প্রস্থান

[ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া]

সবিতা। সীতা—সাবিত্রীর আদর্শ। ওসব কবির কল্পনা। সূর্য্যকান্তদা বলে, এসব মিথ্যা।

মদন। (আগ্রহভরে) সূর্য্যকান্ত ! কে সূর্য্যকান্ত ?

সবিতা। আমার প্রাণের দেবতা। মায়ের গোঁড়ামীর জন্যে তার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'ল না। কিন্তু বিয়ে না হলেও আমার দেহ মন সব তার। সূর্য্যকান্তদা-ই আমার স্বামী।

মদন। (উত্তেজিতভাবে) সবিতা !

সবিতা। মন্ত্রপাঠ করিয়ে আমার দেহটাকে বেঁধে আনলেও, মনটাকে বাঁধতে পারবে না। সূর্য্যকান্তদার সঙ্গে আমার মন যে এক সূতোয় বাঁধা।

মদন। ওঃ, বাড়ীতে পা দিয়েই কেন তোমার এই বিষোদ্গার— তা এতক্ষণে বুঝলাম। বিয়ে করতে বসে তুমি কেন কেঁদেছিলে—তা এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু কেন ? আমি তো জোর করে তোমাকে বিয়ে করতে চাইনি। তোমার মায়ের অনুরোধেই তো এই

বিয়ে হয়েছে। দেশে পাত্রীর অভাব ছিল না। তোমার মা এসে বউদির হাতে ধরে অনুরোধ করেছিলেন, তাই আমি রাজী হয়েছিলাম। কিন্তু যদি আগে জানতাম যে তুমি অন্যের বাকদত্তা, তাহলে বিয়ে না করে তোমাকে ডাকতাম আমি 'বোন' বলে।

সবিতা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তাই তো বলছি। তোমাদের কোন দোষ নেই। মায়ের জন্যেই জীবনটা আমার ব্যর্থ হয়ে গেল। সূর্য্যকান্তদাকে আমি স্বামীরূপে পেলাম না।

মদন। তোমার জীবনকে তুমি সার্থক করে নাও। আমি তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি সবিতা।

সবিতা। তুমি মুক্তি দিলেও বিবাহের মন্ত্র তো মুক্তি দেবে না। সে যে আমাকে নাগপাশে বেঁধে ফেলেছে। তাই মুক্তি আমার নেই।

মদন। তুমি তাহলে কি করতে চাও?

সবিতা। অম্বাকে হরণ করে ভীষ্মদেব যেমন নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছিলেন, আমিও তেমনি এই সংসারের মৃত্যুবাণ রচনা করব।

মদন। না, তুমি তা ক'রো না সবিতা। কৈলাসগড়ের এই নিভৃতপ্রান্তে বড় সুখের সংসার পেতেছি আমরা। এখানে হিংসা নাই, কলহ নাই। বিশ্বেশ্বরের কৃপায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পূর্ণ। চিরশান্তি বিরাজ করছে এখানে। কত দীন দুঃখী এখানে আশ্রয় পায়। কত সর্ব্বহারা দুঃখ ভুলে যায়। বিষোদ্গার করে আমাদের সেই শান্তিকে তুমি কেড়ে নিও না সবিতা—কেড়ে নিও না।

সবিতা। কি বলছো তুমি?

মদন। ভুল যদি করে থাকি, তুমি আমাকে হত্যা কর। কিন্তু কাজলচাঁদের সোনার সংসারে তুমি আগুন জেলো না, লক্ষ্মী।

[প্রস্থানোদ্যত

সবিতা। যদি জ্বালি, তাহলে কি হবে?

মদন। (ফিরিয়া) কাজলচাঁদের কিছু হবে না। শুধু সেই আগুনে পুড়ে মরব আমি, মরবে তুমি, আর সেই পক্ষ বাঁধা পিপীলিকা সূর্য্যকান্ত।

[পুনঃ প্রস্থানোদ্যত

সবিতা। শোন—

মদন। স্বামীর মর্য্যাদা দিয়ে যদি ডাক, তাহলে শুনব। আর তা যদি না ডাক, তাহলে সূর্য্যকান্তের কাছেই যাও। আমি তোমার কেউ নই।

[প্রস্থান

সবিতা। হাঃ হাঃ হাঃ! এই তো আরম্ভ। এখনো অনেক বাকী। সূর্য্যকান্তদাকে যখন পেলাম না, তখন সবই আমার কাছে অর্থহীন। নিষ্ঠুর সমাজ আমাকে কাঙ্গালিনী সাজিয়েছে। আমি এর প্রতিশোধ দেব। ফুলশয্যার রাত্রিকে আজ আমি কণ্টক শয্যায় পরিণত করব। আমি যে ব্যর্থ প্রেমিকা সবিতা—ব্যর্থ প্রেমিকা সবিতা! হাঃ হাঃ হাঃ!

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

সূর্য্যকান্তের কক্ষ

ফুলের সাজে সজ্জিতা সুলেখার প্রবেশ

সুলেখা। আজ ফুলশয্যার রাত্রি। জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন আমার। কিন্তু যার স্পর্শে সার্থক হবে দিনটি, সে কোথায়? সে এখনো এল না কেন? তবে কি আমার কথা তার মনে নেই? দূর—এ আমি কি ভাবছি। আমি তার স্ত্রী; আমাকে ভুলে সে থাকতেই পারে না।

[দূরে পাখী ডাকিতেছে শোনা গেল]

এ কি, ভোর হয়ে এল নাকি! পাখী ডাকছে মনে হচ্ছে। হাঁ, পাখীই তো। তবে কি সে এল না? আমার ফুলশয্যার রাত্রি কি বৃথাই গেল?

মাতাল সূর্য্যকান্তের প্রবেশ

[এক হাতে চাবুক ও অন্য হাতে মদের বোতল]

সূর্য্যকান্ত। বৃথা যাবে না পেয়ারী, আমি এসে গেছি।

সুলেখা। এসেছ! (কাছে গিয়া) কিন্তু এত দেরী করে এলে কেন?

সূর্য্যকান্ত। আমি কি করবো বল। আমি তো ফিরতেই চেয়েছিলাম শীগ্‌গীর। কিন্তু শুঁড়ী শালা যে ছাড়লো না। সে ঢালতেই লাগলো বোতলের পর বোতল। আর তার বউ—

সুলেখা। (বিস্মিত কণ্ঠে) বউ!

সূর্য্যকান্ত। হ্যাঁ বউ। সে শালী পা টিপতে লাগল, আর পেয়ার করতে লাগল প্রাণেশ্বর বলে।

সুলেখা। কি বলছো তুমি?

সূর্য্যকান্ত। ঠিকই বলছি। আমি যতই বলি—পা ছেড়ে দাও তুমি, আজ আমার ফুলশয্যা হবে; সে শালী ততই আমাকে জড়িয়ে বলে—আজ এখানেই ফুলশয্যা হোক্‌। বউকে একাদশী করতে বল। পরে একদিন হবে তার ফুলশয্যা।

সুলেখা। তুমি কি পাগল হয়েছ? কি সব বলছো তুমি?

সূর্য্যকান্ত। না না, আমি পাগল হইনি। ঠিকই বলছি আমি। মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে শুঁড়ীবউয়ের ফুলশয্যায় শুয়ে ছিলাম শেষরাত্রি পর্য্যন্ত; তারপর এসেছি তোমার কাছে। তবে ভোর হয়ে এসেছে—এই যা আপশোষ। কিন্তু বিশ্বাস কর—কথার খেলাপ আমি করিনি। ভোর হয়ে এলেও এসেছি তো তোমার কুঞ্জে।

সুলেখা। তবে আর কি, আমি ধন্য হয়ে গেছি। কিন্তু কেন এলে? না এলেও পারতে।

সূর্য্যকান্ত। ভেবেছিলাম আসব না। ঠাকুরদার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাড়ী ফিরব ফুলশয্যার একপক্ষ পরে; কিন্তু তোমার কথা মনে হতেই প্রাণটা ছ্যাঁক করে উঠল। তাই তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম তোমার চাঁদমুখ দেখতে।

সুলেখা। আমার মুখ দেখতে হবে না। তুমি শুঁড়ী বউয়ের কাছেই যাও।

সূর্য্যকান্ত। তুমি রাগ ক'রো না সুলেখা। মাইরি বলছি—শুঁড়ীবউ সত্যই সুন্দরী। বিয়ের আগে ওকেই তো আমি ভালবেসেছিলাম।

সুলেখা। আর সবিতা, সবিতা তোমার কে ছিল শুনি?

সূর্য্যকান্ত। সে ছিল আমার বাঁশীর সুর, সে ছিল আমার কবিতার উৎস। কিন্তু তার আগে আরও অনেকে ছিল।

সুলেখা। কে তারা, শুনি ?

সূর্য্যকান্ত। শুঁড়ীবউয়ের পর জেলে বউ, তারপর মুচীবউ, তারপর ললিতা, কাবেরী, মৃণালিনী। তারপর সবিতা।

সুলেখা। তারপর কে ?

সূর্য্যকান্ত। তারপর তুমি। তুমি হচ্ছ আমার আট নম্বরের প্রেয়সী।

সুলেখা। এত মেয়েকে তুমি ভালবাস কি করে ? হৃদয় বলতে কি তোমার কিছুই নেই ? বলতে পার, তুমি কি ?

সূর্য্যকান্ত। আমি চরিত্রহীন। কিন্তু তুমি বলতে পার—এই পৃথিবীতে ক'জন চরিত্রবান আছে ?

সুলেখা। আছে অনেকে।

সূর্য্যকান্ত। না, কেউ নেই। মেয়ের সঙ্গে যারা প্রেম করে, তারা যেমন চরিত্রহীন—জনসাধারণের অর্থ যারা আত্মসাৎ করে, তারাও চরিত্রহীন। মিথ্যার বেসাতি করে যে উকিল, সেও চরিত্রহীন। ঔষধের নামে জল মিশিয়ে যে ওষুধে ভেজাল দেয়, সে বদ্যিও চরিত্রহীন। আর যে নেতা গরীবী হটাতে না পেরে গরীবকে হঠায়, সে নেতাও চরিত্রহীন। চরিত্রের অনেকগুলি দিক আছে সুলেখা! সে বিচারে আমরা সবাই চরিত্রহীন।

সুলেখা। এত যদি বোঝ, তবে মদ খেয়েছ কেন ? ফুলশয্যার রাত্রিতে মদ খাওয়া কি তোমার উচিত হয়েছে ?

সূর্য্যকান্ত। একশোবার হয়েছে। মদেই তো মধুযামিনী জমে ভাল। (মদ্যপান)

সুলেখা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, তুমি যে এমন মাতাল, তা আমি আগে জানতাম না।

সূর্যকান্ত। এখন জেনেছ যখন—তখন এক চুমুক খাও। খাও বলছি!

[সুলেখাকে মদ খাওয়াইতে গেল]

সুলেখা। না, আমি খাব না।

সূর্য্যকান্ত। খাবে না কেন? আমার ঠাকুর্দার অনুরোধে ঠাকুরমা খেতেন, বাবার অনুরোধে মা খেতেন। আর তুমি খাবে না কেন? তুমি কি তাঁদের চেয়েও বড়?

সুলেখা। বড় না হলেও আমি ছোট নই। আর তোমার মত—

সূর্য্যকান্ত। আমার মত কি?

সুলেখা। চরিত্রহীন নই আমি।

সূর্য্যকান্ত। এঁ্যা! বাসী ফুল হয়ে আবার চরিত্রের বড়াই করছো। বলিহারী—বলিহারী!

[মদ্যপান]

সুলেখা। কি বললে, আমি বাসী ফুল?

সূর্য্যকান্ত। কেন বলবো না? মদনকে কি তুমি মধু নিংড়ে দাওনি পেয়ারী? পাড়ার লোক কি সব মিথ্যাকথা বলে? বাসী ফুলের ডালা কেন আমাকে উপহার দিতে এসেছ? বলি, ফুল কি আমি পাইনি যে, বাসী ফুল আমি উপহার নেব?

সুলেখা। না গো না, নিন্দুকদের কথা তুমি বিশ্বাস ক'রো না। মদনদা ছিল আমার ছেলেবেলার সাথী। তাই তাকে ভালবাসতাম। বিয়েও করতে চেয়েছিলাম তাকে। কিন্তু তাই বলে কলুষতা ছিল না সেখানে। আমি পাপী নই গো। এই আমি তোমার পা ছুঁয়ে শপথ করছি—

সূর্য্যকান্ত। শপথ করলেও আমি বিশ্বাস করব না। ফোটা ফুলে

ভরে রয়েছে মধু। ভ্রমর সে মধু না খেয়ে চলে গেছে—এ আমি বিশ্বাস করি না, করবো না কোনদিন। পা ছেড়ে দাও সুলেখা।

সুলেখা। না, ছাড়ব না। বিশ্বাস কর—

সূর্য্যকান্ত। না, করব না। সবিতাও ছিল তোমার মত ফোটা ফুল। তারও অন্তরে ছিল মধু। সে মধু আমি পান করেছি! আর আমার সঙ্গে বিয়ে হবে জেনেও মদন তোমার মধু পান করেনি, এ আমি বিশ্বাস করি না। পা ছেড়ে দাও সুলেখা, আমি চলে যাই। বাসা ফুলের মালা আমি গলায় পরব না।

সুলেখা। তবে কেন এসেছ শেষরাতে? কে ডেকেছিল তোমায়? আমিতো তোমাকে ডাকি নি?

সূর্য্যকান্ত। তা ডাকবে কেন? মদন তো সব আশা মিটিয়ে দিয়েছে। আর আমাকে দরকার কি!

সুলেখা। খবরদার, মদনদার নিন্দা তুমি করবে না। মদনদা দেবতা, আর তুমি—

সূর্য্যকান্ত। পশু। কিন্তু পশুর সবিতাকে যখন তোমার মদনদা সাদী করেছে, তখন তোমার মদনদাও পশু। আমি উচ্চকণ্ঠে বলব—মদন জানোয়ার, সে নেমকহারাম। আর তুমি সুলেখা টাটকা নয়, বাসী ফুল।

সুলেখা। আর আমিও বলব, সবিতা কলঙ্কিনী, সে এঁটো কাঁটা।

সূর্য্যকান্ত। তবে জাহান্নমে যা—

[সুলেখাকে পদাঘাত]

সুলেখা। আঃ—

[মেঝেতে পড়িয়া গেল]

সূর্য্যকান্ত। হাঃ হাঃ হাঃ। (মদ্যপান) হয়েছে তো! সবিতার নিন্দা করলে এই রকম শাস্তিই পেতে হবে।

সুলেখা। ফুলশয্যার রাত্রিতে তুমি আমাকে লাথি মারলে?

সূর্য্যকান্ত। সারাজীবন যা চলবে, ফুলশয্যার রাত্রিতে তার সূচনা করে গেলাম। আর তাছাড়া রাত্রিও আর নেই। সকাল হয়ে গেছে। যাও, হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খাও গে। তবে মনে রেখ পেয়ারী—আমার নাম সূর্য্যকান্ত রায়। তুমি যদি ডালে ডালে ঘোর, আমিও পাতায় পাতায় ঘুরতে জানি। তার কারণ—আমি শুধু সূর্য্যকান্ত নই, নিশিচোরা সূর্য্যকান্ত রায়।

[প্রস্থানোদ্যত

গম্ভীরমুখে ব্রজকিশোর রায়ের প্রবেশ

ব্রজকিশোর। দাঁড়াও!

সূর্য্যকান্ত। বাবা, তুমি!

[মদের বোতল ও চাবুক লুকাইয়া ফেলিল]

ব্রজকিশোর। হ্যাঁ। সূর্য্যকান্ত! তোমার ঘরে এত চীৎকার হচ্ছিল কেন? কি হয়েছে তোমাদের?

সূর্য্যকান্ত। কিছুইতো হয় নি বাবা? সুলেখা একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, এই যা! ও এখন সুস্থ হয়েছে। আমি চলি।

[প্রস্থানোদ্যত

ব্রজকিশোর। (গম্ভীরস্বরে) না, দাঁড়াও।

সূর্য্যকান্ত। কেন বাবা?

ব্রজকিশোর। আমি দেখেছি—বউমাকে তুমি লাথি মেরেছ! কিন্তু কেন মেরেছ? কি এর কারণ?

সূর্য্যকান্ত। ও কিছুই নয় বাবা! স্ত্রী যখন স্বামীর সহধর্ম্মিনী, তখন স্বামীর পদাঘাত স্ত্রীর কাছে পুষ্পবৃষ্টি।

ব্রজকিশোর। তাতো বুঝলাম। কিন্তু শুধু শুধু পুষ্পবৃষ্টি হবে কেন? তোমাকে জবাব দিতে হবে, আমার লক্ষ্মীমাকে তুমি অসম্মান করেছ কেন?

সূর্য্যকান্ত। এর জবাব তো আগেই দিয়েছি বাবা! আমি শুষ্ক মরুভূমি। আমার কাছে জল নাই। আছে শুধু ধূ-ধূ করা বালি—বালি।

ব্রজকিশোর। কি বলছো তুমি সূর্য্যকান্ত?

সূর্য্যকান্ত। সমাজ সবিতাকে পেতে দেয়নি। তাই আমি পশু হয়ে গেছি বাবা! যদি সবিতাকে পেতাম, তাহলে আমি মানুষ হতাম। তা যখন পাইনি, তখন মানুষ আমি আর হব না। আমি পশু হতে চাই বাবা—পশু হতে চাই। তুমি আমাকে আর মানুষ করতে চেয়ো না। কারণ—মানুষ আর আমি হব না।

[প্রস্থানোদ্যত

ব্রজকিশোর। সূর্য্যকান্ত!

সূর্য্যকান্ত। সূর্য্যকান্ত আজ রাহুগ্রস্থ বাবা! তার কাছে সমস্ত ক্রন্দন নিষ্ফল।

[প্রস্থান

ব্রজকিশোর। বউমা!

সুলেখা। বলুন বাবা!

ব্রজকিশোর। না বুঝে তোমার মাথায় একটা পাষাণভার চাপিয়ে দিয়েছি। এ ভার বইতে তোমার কষ্ট হচ্ছে, না মা?

সুলেখা। না বাবা, আমার কোন কষ্ট হয় নি।

ব্রজকিশোর। এ ভার কি তুই সারাজীবন বইতে পারবি মা?

সুলেখা। পারব, নিশ্চয়ই পারব।

ব্রজকিশোর। হ্যাঁ হ্যাঁ, পারতে তোকে হবে। তুই যে ক্ষত্রিয়ের

মেয়ে। তোকে ধরিত্রীর মত সহিষ্ণু হতে হবে। সীতার মত সংযমী হতে হবে। আর হৃদয়কে গড়তে হবে লৌহ দিয়ে।

সুলেখা। বলুন বাবা, এখন কি করবো আমি!

ব্রজকিশোর। প্রস্তুত হ' মা পরীক্ষা দিতে। ভীষণ পরীক্ষা তোর সামনে।

সুলেখা। (বিস্মিত কণ্ঠে) পরীক্ষা!

ব্রজকিশোর। হ্যাঁ, অগ্নিপরীক্ষা। সবিতার স্মৃতি ঝড় তুলেছে কুমারের মনে। সে স্মৃতি মুছে দিতে হবে। তোমার সতীত্বের দীপ্তিতে ওকে জয় করে, টেনে তুলতে হবে ওকে পঙ্কিল নরক থেকে।

সুলেখা। বাবা!

ব্রজকিশোর। তা যদি পারিস, তাহলে আমি তোকে আশীর্ব্বাদ করব—তোর শাশুড়ীর আত্মা তৃপ্তি পাবে—আর স্বর্গ থেকে পূর্ব্বপুরুষগণ তোর মাথায় শান্তিবারি সিঞ্চন করবে মা!

[প্রস্থান

সুলেখা। এতদিন আলোকে ছিলাম, তাই অন্ধকারের নগ্নতা কল্পনা করিনি। আজ অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয়েছি, তাই খুঁজছি আমি আলো। ভগবান! তুমি আমাকে আলো দেখাও, পথ দেখাও—

গীত

জীবনে আমার আলো দাও ওগো—আলো দাও তুমি হরি।
রাতের আঁধারে হারাইয়া পথ, তোমার চরণ স্মরি।
মধুযামিনীতে জীবন-সন্ধ্যা ঘনায়ে আসিল মোর,
দীপ না জ্বলিতে নিভে গেল দীপ, আমার রজনী ভোর;
শান্ত নদীতে ঝটিকা উঠিয়া ডুবাইল মোর তরী।
মোর জীবনের ফুল-বাগিচায় বৃথাই ফুটিল ফুল,
ভ্রমর ফিরিল, কুসুম ঝরিল, কাঁদিয়া পাই না কূল;
বিফল জনম লইয়া ধরায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরি।

খাবারের পাত্রহস্তে পাঁচুগোপালের প্রবেশ

পাঁচু। মা-মণি! খাবার এনেছি, খেয়ে নাও।

সুলেখা। খাবার আর খাব না পাঁচু! তুমি যাও।

পাঁচু। কাল রাত থেকে কিছু খাওনি। না খেলে পেটে যে পিত্তি পড়বে মা।

সুলেখা। পড়ুক, তুমি যাও।

পাঁচু। আমি জানতাম, এ হবে। তোমার ভাইটাইতো বোকা। চোখ থেকেও কিছু দেখতে পেলে না। এখন আর দুঃখ করে কি হবে!

সুলেখা। তুমিও তাহলে সব জানতে পাঁচু?

পাঁচু। জানতাম। কিন্তু বলার তো কোন উপায় ছিল না মা-মণি!

সুলেখা। কেন পাঁচুগোপাল?

পাঁচু। আমরা যে চাকর মা-মণি! আমরা যে শুধু অভিশাপ নিয়ে জন্মেছি, তা নয়। ভগবান আমাদের মানুষ করেও সৃষ্টি করেনি।

[চোখে জল আসিল]

সুলেখা। পাঁচুগোপাল! তুমি কাঁদছ?

পাঁচু। কাঁদছি। কিন্তু কেন জান? এই চামারের বংশে তোমার মত লক্ষ্মীপ্রতিমার বিয়ে হয়েছে দেখে।

সুলেখা। পাঁচুগোপাল!

পাঁচু। সবিতার মা যেভাবে খোকাবাবুকে অপমান করেছিল, তারপরে ও যে সবিতার কথাও মনে করে, এই আশ্চর্য্য!

সুলেখা। পাঁচু!

পাঁচু। আর আশ্চর্য্যের বা কি আছে! চরিত্র যার ঠিক নেই, তার সঙ্গে নষ্টা মেয়ের মিল তো স্বাভাবিক।

সুলেখা। তুমি ওকথা বলো না পাঁচু! এখুনি শুনতে পেলে তোমাকে আস্ত রাখবে না।

পাঁচু। জানি মা-মনি, জানি। রাজার আত্মীয় বলে এতই এদের অহঙ্কার যে, মানুষকে এরা মানুষ মনে করে না। তবু যদি রাজা হত, তাহলে তো রক্ষা ছিল না।

সুলেখা। পাঁচু!

পাঁচু। না খেয়ে অনর্থক শরীরটা নষ্ট করো না মা! খাও-দাও, আরাম কর। আর শক্ত হাতে চাবুক ধরে খোকাবাবুকে শাসন কর। তাতে যদি না হয়, কানে ধর। আর তাতেও যদি পোষ না মানে, তাহলে জুতো দিয়ে গাধাটার চামড়া তুলে নাও। তবেই বুঝবো তুমি ক্ষত্রিয়ের মেয়ে, হ্যাঁ।

[প্রস্থান

সুলেখা। শেষ হয়ে গেল। মায়ের অন্যায় জিদের জন্য শেষ হয়ে গেল আমার জীবন-যৌবন, শেষ হয়ে গেল সব আশা-আকাঙ্খা। জীবনে নেমে এল অভিশাপ। বুড়ো রামরতনের দীর্ঘশ্বাস বিষাক্ত সাপ হয়ে দংশন করছে। না না, আমি পারছি না। সইতে পারছি না এই জ্বালা। ভগবান! তুমি আমাকে মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও!

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

কেশবনাথের বাটী

কথা বলিতে বলিতে কেশবনাথ ও কাদম্বিনীর প্রবেশ

কাদম্বিনী। রায়মশায় যে এত সহজে সুলেখাকে গ্রহণ করবেন, এ স্বপ্নেও ভাবি নি।

কেশব। আমার কিন্তু একটা সন্দেহ হচ্ছে কাদু! একমাত্র পুত্রের বিবাহ ব্রজকিশোর রায় এমন অনাড়ম্বরভাবে দিলেন কেন! ওঁর তো টাকার অভাব ছিল না। তাহলে ছেলের বিয়েতে কেন এই অহেতুক কৃপণতা!

কাদম্বিনী। তোমার সব কিছুতেই সন্দেহ। দেবাশীষের মুখেই তো শুনলে—রায়মশায়ের কাছে ধনী দরিদ্রের প্রভেদ নেই। তিনি চেয়েছিলেন একটি আদর্শ মেয়ে।

কেশব। সুলেখা সুখে থাকলেই আনন্দ। কিন্তু বিবাহের দিন সূর্য্যকান্তের মনের অবস্থা লক্ষ্য করেছ কি?

কাদম্বিনী। সর্ব্বনাশ! তুমি যেভাবে সন্দেহ করতে সুরু করেছ—আমার ভয় হয়, কোনদিন বা আমাকেই সন্দেহ করে বসবে।

কেশব। (রহস্যের ভান করিয়া) সন্দেহ করার মত বয়স তোমার নেই এখন কাদু!

কাদম্বিনী। (অভিমানভরে) যাও, তোমার মুখ বড় আলগা!

কেশব। বিবাহবাসরে সূর্য্যকান্তের বিমর্ষতা আমি লক্ষ্য করেছি। কম কথা কয়েছে। ভাল করে হাসেন নি। কি এক অব্যক্ত ব্যথায় সে যেন মর্ম্মাহত।

কাদম্বিনী। এ তোমার দেখার ভুল। সূর্য্যকান্তকে জামাই হিসেবে পেয়ে আমরা কৃতার্থ।

কেশব। তুমি তাহলে বলতে চাও—

কাদম্বিনী। আমি বলতে চাই—তোমার এ সন্দেহ অলীক।

ভবানন্দের প্রবেশ

ভবানন্দ। না, এ সন্দেহ সত্য।

কাদম্বিনী। কি বলছো তুমি ভবানন্দ?

ভবানন্দ। ঠিকই বলছি কাকীমা!

কেশব। ভবানন্দ! তুমি কোথা থেকে আসছ?

ভবানন্দ। সুলেখার শ্বশুরবাড়ী থেকে।

কাদম্বিনী। কেমন আছে আমার সুলেখা? সে ভাল আছে তো?

ভবানন্দ। না কাকীমা! সুলেখা ভাল নেই। সে চোখের জলে ভাসছে।

কেশব। }
কাদম্বিনী। } কি বলছো ভবানন্দ?

গীতকণ্ঠে সদানন্দের প্রবেশ

গীত

ফুলের বিছানা গিয়াছে ভাসিয়া আজিকে অশ্রুজলে।
কণ্টক আজ হয়েছে ছড়ানো তাহার পায়ের তলে?

কাদম্বিনী। সদানন্দ! একথা কি সত্য?

সদানন্দ। হ্যাঁ কাকীমা!

কেশব। সদানন্দ! কি বলছো তুমি পাগলের মত? সুলেখার চোখের জলে ভাসার কারণ কি? কি হয়েছে তার?

গীতাংশ

মণিহার আজ হইয়াছে সাপ,
জীবনে তাহার শুধু অভিশাপ,
দংশনজ্বালা হইবে সহিতে, মণিহার যবে গলে।

কেশব। এতদূর! না সদানন্দ! আমার কন্যাকে অপমান করে সূর্য্যকান্ত রেহাই পাবে না। আমি এর প্রতিশোধ নেব।

গীতাংশ

শুভমণি তার পর হইয়াছে,
সুরার সাগরে ভাসিয়া গিয়াছে,
বোধনে তাহার হইল বিজয়া; প্রতিমা পড়িল জলে।

[প্রস্থান

কাদম্বিনী। বড় সুখের আশায় বড় ঘরে কন্যাদান করেছিলাম। তার কি এই ফল ভবানন্দ?

ভবানন্দ। সূর্য্যকান্ত যে মদ খায়, একথা সকলে জানে। জেনে শুনে তোমরা কি করে সুলেখাকে সেই মদ্যপায়ীর হাতে তুলে দিলে কাকীমা?

কেশব। দেবাশীষ ফিরে এসে একথা বলেনি। সৎপাত্র ভেবেই আমরা সূর্য্যকান্তকে কন্যাদান করেছিলাম ভবানন্দ।

ভবানন্দ। দেবাশীষ নিজের ভগ্নীকে একটা মাতালের হাতে তুলে দিলে? সে পাগল নাকি?

দেবাশীষের প্রবেশ

দেবাশীষ। না ভবানন্দ, আমি পাগল নই। সূর্য্যকান্তের চরিত্র সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। ব্রজকিশোর রায় আমাকে প্রতারণা করেছে।

কেশব। দেবাশীষ! তোমারই ভুলে এই সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।

দেবাশীষ। জানি বাবা, আমারই ভুলে সুলেখা আজ সর্ব্বহারা।

কাদম্বিনী। সুলেখার জীবনটা তুমি ব্যর্থ করে দিলে দেবাশীষ?

দেবাশীষ। কি করবো মা! এ নিয়তির পরিহাস। ব্রজকিশোর রায় যে আমাকে যাদুমন্ত্রে বশীভূত করেছিল।

ভবানন্দ। তোমারই ভুলে সুলেখাকে জীবনভোর কাঁদতে হবে দেবাশীষ।

দেবাশীষ। তা আমি জানি ভাই। লোকমুখে শুনলাম—দুঃখের সাগর বুকে নিয়ে সে পাষাণী নিশ্চল হয়ে বসে আছে। মুখে ভাষা নেই, চোখে জল নেই। আমার ভয় হচ্ছে মা—অভিমানে সে হতভাগিনী না আত্মহত্যা করে।

কেশব। তোমার মায়ের জন্যই সুলেখার আজ এই অবস্থা। আমি তখনই বলেছিলাম, সমানে সমানে আত্মীয়তা ভাল। বড় ঘরের সঙ্গে আমাদের খাপ খাবে না। কিন্তু ঐ ভদ্রমহিমা আমার কথায় কান দেয়নি।

কাদম্বিনী। ওগো, তুমি আমাকে আর ব'কো না।

কেশব। তোমারই জন্য সুলেখা আজ চোখের জলে ভাসছে। তোমারই ভুলে সুলেখা আজ বিষের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। কূল পাচ্ছে না। কিনারা পাচ্ছে না। বিষের জ্বালায় জীবন আজ তার ওষ্ঠাগত। আমি বুঝেছি—তুমি মা নও, রাক্ষসী।

দেবাশীষ। মায়ের কোন দোষ নাই বাবা! নিষ্ঠুর সমাজ সুলেখাকে কাঙালিনী সাজিয়েছে। বৃদ্ধ রামরতনের অভিশাপ সুলেখার জীবনে সত্য হয়ে গেল।

ভবানন্দ। তাই বলে ঘরের কোনে বসে থাকলে তো কিছু হবে না ভাই। এর প্রতিবিধান দরকার।

কাদম্বিনী। (সহসা উত্তেজিত হইয়া) হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রতিবিধান দরকার। দেবাশীষ—ঘরের কোণে ক্রন্দন না করে তুমি এই মুহূর্তেই সূর্যাকান্তের কাছে যাও। তার সামনে দাঁড়িয়ে এই অন্যায়ের কৈফিয়ৎ চাও।

দেবাশীষ। কৈফিয়ৎ চাইবো ?

কেশব। হ্যাঁ হ্যাঁ, কৈফিয়ৎ চাইবে। তাকে জিজ্ঞাসা করবে তার পেয়ারের খোরাক যোগাতেই কি সুলেখাকে আমরা তার হাতে তুলে দিয়েছি ?

দেবাশীষ। কিন্তু কৈফিয়ৎ যদি সে না দেয় ?

কাদম্বিনী। তাহলে তুমি তাকে শাসন করে আসবে। আর জোর গলায় বলে আসবে—

কেশব। সুলেখা ক্ষত্রিয়ের মেয়ে। ভবিষ্যতে আবার তাকে অপমান করলে তার পিতা সহ্য করবে না। প্রয়োজন হলে কেশব রায় তার পিতা পুত্রকে সমাধি দেবে।

[প্রস্থানোদ্যত

দেবাশীষ। বাবা !

কেশব। দরিদ্র হলেও ক্ষত্রিয় আমি। ক্ষত্রিয়ের পণ বড় ভীষণ, বড় মর্মান্তিক—এ কথাটা সূর্যাকান্ত রায়ের পিতা পুত্রকে স্মরণ করিয়ে দিও।

[প্রস্থান

কাদম্বিনী। আরও একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিও যে, ক্ষত্রিয়াণীর প্রতিহিংসাও বড় নির্মম। পদ্মিনী, দুর্গাবতীর নাম রায়মশায় ইতিহাসেই শুনেছেন। কিন্তু প্রয়োজন হলে ক্ষত্রিয়া বীরাঙ্গনাকে এবার তাঁর সম্মুখেই দেখতে পাবেন।

[প্রস্থান

দেবাশীষ। আগুন জলে উঠল ভবানন্দ—সংসারে আগুন জলে উঠল। কি করে এ আগুন নেভানো যায়, বলতে পারিস্ ভাই?

ভবানন্দ। আগুন অনির্ব্বাণ। যুগ যুগ ধরে এ আগুনে কত প্রাণ বলি হবে। কত সুখের সংসার মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। অসবর্ণ প্রেমের ব্যর্থতার মধ্য থেকেই এ আগুনের সৃষ্টি। এ আগুন নিভবে না।

[প্রস্থান

দেবাশীষ। ওগো প্রেমের দেবতা! তুমি কি অন্ধ? তোমার আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে কত যুবককে প্রাণ বলি দিতে হয়েছে। কত যুবতী চোখের জলে বিদায় নিয়েছে। তবু কি তোমার আহ্বান শিথিল হবে না? ওগো দেবতা! তোমার রথচক্রের গতি এবার রুদ্ধ কর। নইলে প্রেম যে অভিশাপ হয়ে গ্রাস করবে প্রেমের দুনিয়াকে। তুমি ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

সবিতার কক্ষ

দুলালের প্রবেশ

দুলাল। কাকামণি—কাকামণি! এ কি, কাকামণি কোথায় গেল? এলাম একটা গান শোনাতে। কিন্তু কাকামণিকে দেখছি না এখানে। গানটা তাহলে শোনাই কাকে? যাক্, কাকামণি যখন নেই, তখন আমি নিজেই গাইব, আর নিজেই শুনব।

সবিতার প্রবেশ

সবিতা। কিরে খোকন, এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস? কি দরকার তোর এখানে?

দুলাল। এসেছিলাম কাকামণিকে একটা গান শোনাতে। কিন্তু দেখলাম—কাকামণি নেই। তাই ভাবলাম—আমি নিজেই গাইব, আর নিজেই শুনব।

সবিতা। তা তো শুনবি। কিন্তু আমি যে গান ভালবাসি না। তাই আমার ঘরে না গেয়ে তুই তোর মায়ের ঘরে যা। এখানে ওসব গান-টান চলবে না।

দুলাল। চলবে না কেন, একশোবার চলবে। একখানা ভজন গান শুনলে তুমি পাগল হয়ে যাবে।

সবিতা। ভজন আমি ভালবাসি না।

দুলাল। তবে কি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমগান গাইব কাকীমা?

সবিতা। প্রেম আজ আমার কাছে অভিশাপ।

দুলাল। তবে কি গাইব?

সবিতা প্রতিহিংসার গান জানিস, প্রতিহিংসার?

দুলাল। উঁহু, তাতো জানি না।

সবিতা। তবে দূর হয়ে যা আমার ঘর থেকে।

দুলাল। কাকীমা, তুমি কি গো? কাকামণি কোনদিন আমাকে দূর-বাক্য বলেনি। আর তুমি বাড়ীতে এসেই আমাকে দূর দূর করছো। কাকীমা! তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে নও।

সবিতা। সাবধান খোকন। অভদ্রের মত কথা বললে আমি তোকে কান ধরে বের করে দেব। গুরুজনদের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয়, তা শিখিস্‌নি জানোয়ার?

দুলাল। আর ছোটছেলেকে কিভাবে ভালবাসতে হয়, তা তুমিও শেখনি কাকীমা। তুমি যদি আমাকে ভালবাস, আমিও তোমাকে শ্রদ্ধা করব। আর তুমি যদি অন্যরকম হও, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করব কেন?

সবিতা। তার মানে?

দুলাল। তোমাদের দেখেই তো আমরা শিখব। তুমি যদি ছেলের মত আমায় ভালবাস, আমিও মায়ের মত তোমায় শ্রদ্ধা করব। কিন্তু তুমি যদি দানবী হও, আমিও জানোয়ার হব কাকীমা।

সবিতা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি দানবী। তোদের সবাইকে আমি গিলে খাব। যা, আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যা।

দুলাল। না, আমি যাব না। আমার কাকামণির ঘর থেকে আমি কিছুতেই যাব না।

সবিতা। (ক্রোধভরে) অবাধ্যতা! যা, বেরিয়ে যা গাধা।

[দুলালের পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিল]

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই কল্পনার প্রবেশ

কল্পনা। (বিস্ময়ভরা কণ্ঠে) সবিতা! তুমি খোকনকে মারছ?

সবিতা। পাকাছেলের জ্যাঠামি তোমরা সইতে পার। কিন্তু আমার অসহ্য।

কল্পনা। কি করেছে ও, শুনি?

সবিতা। কিছুই করেনি। কিন্তু আমি চলে যেতে বলছি আমার ঘর থেকে। ও যাবে না কেন?

কল্পনা। শুধু এইজন্যেই খোকনকে তুমি মারলে?

সবিতা। হ্যাঁ মেরেছি। তোমাদের নাড়ুগোপালকে তোমরা

আলমারিতে সাজিয়ে রাখতে পার। কিন্তু আমার অবাধ্য হলে, আমি ওকে শাসন করব।

কল্পনা। যদি ছেলের মা হতিস্, তাহলে একথা বলতে পারতিস্ না রাক্ষসী। ছেলে দোষ করলে তাকে শাস্তি দিতে হয়। কিন্তু বিনা দোষে শাস্তি দিতে নেই। তাছাড়া—'শাসন করা তারই সাজে, যে সোহাগ করতে জানে।'

সবিতা। না, আমার কাছে সোহাগ নেই। আছে শাসন।

কল্পনা। নিজের ছেলে হলে শাসন করিস্, বলতে আসব না। কিন্তু অন্যের ছেলেকে বিনাদোষে শাসন করলে, ভাল হবে না।

সবিতা। দিদি!

কল্পনা। ঠাকুরপো কোনদিন খোকনকে কড়া কথা বলেনি। আর তুমি কাল এসে আজই খোকনকে মারতে সুরু করলে?

সবিতা। আদর দিয়ে ছেলেটাকে তোমরা মাথায় তুলেছ। চাবুক দিয়ে দু'দিনেই আমি ওকে শায়েস্তা করব।

কাতলচাঁদের প্রবেশ

কাতল। আর তার প্রয়োজন হবে না বউমা!

সবিতা। বড়ঠাকুর, আপনি!

কাতল। হ্যাঁ। কয়েকদিন ধরে আমি তোমার মতিগতি লক্ষ্য করছি। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি—তুমি আমাদের সহ্য করতে পারছ না। বলতো বউমা, কি চাও তুমি?

সবিতা। আপনাদের সঙ্গে থাকতে আমার ভাল লাগছে না। আমি আলাদা হতে চাই। আপনি আমাকে আলাদা করে দিন।

কাতল। তার অর্থ?

সবিতা। অর্থ এই—এক অন্নে আমি আর থাকব না।

কল্পনা। (বিচলিত ও বিস্মিতকণ্ঠে) কি বলছিস্ সবিতা ?

সবিতা। ঠিকই বলছি দিদি! আমি স্বাধীনভাবে থাকতে চাই। কারো চোখরাঙানি আর আদেশ মানতে আমি বাধ্য নই।

কাজল। মদনও কি এই চায় ?

সবিতা। জানি না।

কাজল। মদনের অংশের বিষয় সম্পত্তি বুঝে নেবে কে ?

সবিতা। আমি নেব।

কাজল। মদন যদি আপত্তি জানায় ?

সবিতা। না, জানাবে না। আর যদি জানায়, তাকে বুঝিয়ে নেবার ভার আমার।

কাজল। লোকে শুনলে ভাল বলবে না বউমা!

সবিতা। লোকনিন্দাকে আমি ভয় করি না।

কল্পনা। নিজের পিসতুতো বোন বলে এই জন্যেই কি তোকে ঘরে এনেছিলাম সবিতা ? এমন লক্ষীছাড়া তুই যে, বাড়ীতে পা দিয়েই আমার সুখের সংসার ভেঙ্গে দিলি ?

সবিতা। আমি অলক্ষ্মী দিদি! তুমি আমাকে চাবুক মার।

কল্পনা। তাই মারব। খোকন! একটা চাবুক নিয়ে আসতে পারিস ?

কাজল। উত্তেজিত হ'য়ো না কল্পনা! প্রকৃতিস্থ হও। এ সংসারে পরকে নিয়ে ঘর বাঁধা যায়, কিন্তু রক্তে গড়া ভাইকে নিয়ে যায় না কল্পনা! এ যে ঈশ্বরের অভিশাপ।

দুলাল। কাকামণির কাছে তাহলে আমি আর যেতে পাব না বাবা ?

কাজল। না রে বোকা, না। আজ থেকে আমিই হব তোর খেলার সাথী।

দুলাল। কিন্তু কাকামণির মত তুমিতো ঘোড়ায় চড়াবে না—গান শেখাবে না—গল্প বলবে না বাবা?

কাজল। তোর কাকামণির মত হতে আজ থেকে আমি চেষ্টা করব খোকন!

কল্পনা। হ্যাঁ রে সবিতা! তোর বড়দি আমি। আমার মুখ চেয়েও কি তুই এক ঘরে থাকতে পারবি না?

সবিতা। (দৃঢ়স্বরে) না।

রামরতনের প্রবেশ

রামরতন। কেনগো ছোট দিদিমণি, কেন; মায়ের পেটের বোন নয় বলে কি তাকে পর ভাবতে হয়? এ সংসারে লক্ষ্মীর ঝাঁপি কে মাথায় করে নিয়ে এসেছিল? তোমাকেই বা নিজের বোন বলে কে এ সংসারে টেনে নিয়ে এল? কথা শোন দিদিমণি—কথা শোন। আমি বলছি, তুমি আলাদা হ'য়ো না। যৌথ পরিবারে থেকেই তুমি সকলের মা হও।

সবিতা। (গম্ভীরভাবে) চাকরবাকরদের চাকরবাকরদেরই মতো থাকা উচিত! আমাদের কথায় তাদের মাথা না গলানোই ভাল।

কল্পনা। (বিরক্তিভরে) কি বলছিস্ তুই সবিতা?

কাজল। (বিরক্তিভরে) বউমা! রামরতনকে তুমি চাকর বলছো?

সবিতা। চাকর নয়তো কি, ও প্রভু নাকি!

রামরতন। সত্যি দিদিমণি, আমি চাকর—আজ চাকরই বটে। কিন্তু মাতৃহারা দু'টি শিশুকে এই চাকরই যে একদিন মানুষ করেছিল—

সে কথা আজ আর কা'রো মনে নেই। আমি যে ছোট দাদাবাবুকে মানুষ করেছিলাম, সেও মিথ্যা। তা যদি না হতো—তাহলে তুমি আমাকে আঘাত দিতে পারতে না।

দুলাল। জ্যাঠামণি! তুমি রাগ করো না জ্যাঠামণি! কাকীমা অবুঝ। তাই তোমাকে কটুকথা বলেছে। কিন্তু কাকামণি হলে তোমাকে মাথায় নিয়ে নাচতো।

রামরতন। গিন্নীমা মরার সময় তোমার বাপ-কাকুকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল খোকন! ওদের মানুষ করতেই আমার সারাটা জীবন কেটে গেছে। কোনদিকে চাইবার সময় পাই নি। সময় যখন পেলাম—দেখি, বিয়ের বয়স পার হয়ে গেছে। জীবনের গোধূলিবেলায় পৌছেচি।

কাজল। দাদু! আমাদের জন্যই তোমার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে। অথচ আমরাই দিচ্ছি তোমাকে আঘাত। তুমি আমাদের অভিশাপ দাও দাদু!

রামরতন। তোমাদের জন্যই কর্ত্তাবাবুকে আমি বিয়ে করতে দিই নি। তোমাদের জন্যই আমি আইবুড়ো থেকে গেলাম সারাজীবন। এই কি তার প্রতিদান? এই কি তার যোগ্য পুরস্কার?

কাজল। দাদু! তুমি স্থির হও দাদু!

রামরতন। ছোট দিদিমণির এই লাঞ্ছনা কেন আমি সইব বড়দাদু? কি এমন অপরাধ করেছি আমি, যার জন্য ছোট দিদিমণি আমাকে বারে বারে অপমান করবে?

সবিতা। (রূঢ়কণ্ঠে) ভৃত্য—ভৃত্যের মত থাক! আমার সমালোচনা করতে এসো না। সাবধান!

কাজল। (বিরক্তিভরে) আঃ, বউমা!

কল্পনা। (বিরক্তিভরে) সবিতা! চুপ কর্ সবিতা!

রামরতন। ভুলে যাই দিদিভাই—ভুলে যাই যে, সারাজীবন সেবা করেও রামরতন আজ চাকর। আর কালকের মেয়ে হয়ে, বউরাণীর দাবীতে তুমি প্রভু।

দুলাল। জ্যাঠামণি!

রামরতন। জ্যাঠামণি নয়, আমি চাকর। আজ থেকে আমাকে চাকর বলে ডেকো। আর কথার অবাধ্য হলে গালে মেরো জুতো।

[প্রস্থানোদ্যত

কল্পনা। দাদুভাই, শোন দাদুভাই—আমাদের উপর তুমি রাগ করো না।

রামরতন। ভয় নেই দিদিমণি! তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। তোমরা আলাদা হলে, আমি তোমার কাছেই থাকব। তুমি খেতে না দিলে আমি শুকিয়ে মরব, তবু ঐ অলক্ষীর দেওয়া রাজভোগ আমি মুখে তুলতে পারব না।

[প্রস্থান

সবিতা। আমারও রাজভোগ এত সস্তা নয় যে একটা চাকরকে ডেকে খাওয়াতে যাব।

কাতল। বউমা! তুমি চুপ কর বউমা। বড় দুঃখ পেয়েছে রামরতন।

সবিতা। আর আমাকে যে ও বড় বড় কথা বলে গেল, তাতে বুঝি আমার দুঃখ হয় না? একটা চাকর মুখের উপর বড় বড় কথা বলবে, এ আমি সইব না।

কাতল। তুমি না সইলেও, আমাদের সইতে হবে। কারণ—এই

চাকরের দয়াতেই আমরা দু'ভাই বড় হতে পেরেছি। এই চাকরেরই প্রাণপাত পরিশ্রমে লক্ষ্মী আজ ঘরে বাঁধা।

সবিতা। সেজন্য সে উপযুক্ত বেতন পেতে পারে। কিন্তু রত্ন সাজিয়ে তাকে মাথায় তুলে রাখা কেন?

কাতল। হায় নারী, এ রত্নের মর্য্যাদা তুমি বুঝবে না! অনেক পুণ্যফলে একে পাওয়া যায়, কিন্তু টাকা দিয়ে কেনা যায় না।

[প্রস্থানোদ্যত

সবিতা। বড়ঠাকুর! একটা চাকরের জন্যে আপনি আমাকে ভৎর্সনা করছেন?

কাতল। চাকর নয় বউমা, চাকর নয়। যে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে, সে পালক। তাকে পিতাও বলতে পার। আর তার কোলে পিঠে চড়ে মানুষ হয়েও আমরা যখন তাকে সম্মান দিতে পারছি না, তখন মানুষের চামড়া থাকলেও আমরা পশু—পশু।

[পুনঃ প্রস্থানোদ্যত

সবিতা। পৃথক হওয়ার ব্যবস্থাটা তাহলে কবে হচ্ছে বড়ঠাকুর?

কাতল। মদন ফিরে এলেই সমস্ত হয়ে যাবে বউমা! কারণ এরপর আর এক অন্নে থাকা চলে না।

[প্রস্থান

দুলাল। (স্বগতঃ) কাকামণি আজ থেকে তাহলে পর হয়ে গেল। দুত্তোর নিকুচি করেছে।

[প্রস্থান

কল্পনা। অনেক যত্নে ঘর বেঁধেছিলাম। তাহলে তুই ভেঙে দিলি? যাকে আপন ভেবে নিয়ে এলাম, সে যে শত্রু হবে—এ আমি কল্পনা

করিনি। ওরে রাক্ষসী, তুই মুখে রক্ত উঠে মর্! এ কলঙ্কের হাত থেকে আমি বাঁচি।

[প্রস্থানোদ্যত

সবিতা। আমি মরলেই তো তোমার মঙ্গল দিদি! মাথায় হাত বুলিয়ে যা গুছিয়ে নিয়েছ—

কল্পনা। সবিতা! এতদিন জানতাম তুই নীচ। কিন্তু আজ দেখছি—শুধু নীচ নয়, তুই অস্পৃশ্যা! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—তোর মৃত্যু হোক্।

[দ্রুত প্রস্থান

সবিতা। অভিশাপ! (পাগলিনীর মত অট্টহাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। তাই হোক্ দিদি! সূর্য্যকান্তকে যখন পেলাম না, তখন অভিশাপই যেন সফল হয়।

মদনের প্রবেশ

[হাতে মদের বোতল]

মদন। কি সফল হবে সবিতা?

সবিতা। অভিশাপ। একি, তুমি এতশীঘ্র রায়গড় থেকে ফিরে এলে?

মদন। হ্যাঁ।

সবিতা। ব্যবসায় কাজ মিটে গেল তোমার?

মদন। গেল।

সবিতা। তোমার হাতে ও কি?

মদন। মদের বোতল।

সবিতা। তুমি মদ খাচ্ছ?

মদন। না, খাই নি। এইবার খাব।

সবিতা। কেন, মদ খাবে কেন?

মদন। জ্বালা ভুলতে।

সবিতা। (বিস্মিতকণ্ঠে) জ্বালা!

মদন। হ্যাঁ জ্বালা। একটা হারানোর জ্বালা, আর একটা দংশনের জ্বালা।

সবিতা। কি বলছো তুমি?

মদন। দু'টো জ্বালা যে আমাকে অস্থির করে তুলেছে সবিতা! তাই মদ না খাওয়া ছাড়া আমার উপায় নাই। তাই শুঁড়ির দোকান থেকে আমি মদ কিনে এনেছি।

সবিতা। এতবড় বংশের ছেলে হয়ে তুমি মদ খাবে? তোমার লজ্জা করবে না?

মদন। এতবড় বংশের বধূ হয়ে, অভিনয় করতে তোমারও লজ্জা করছে না?

সবিতা। (বিস্মিতকণ্ঠে) কি—আমি অভিনয় করছি?

মদন। করনি! স্ত্রীয়ের ভূমিকায় তুমি অভিনয় করনি? বুকে হাত দিয়ে বল দেখি—আজ পর্য্যন্ত তুমি কি আমাকে স্বামীর অধিকার দিয়েছ?

সবিতা। তুমি যদি স্বামী হতে, তাহলে অধিকার দিতাম।

মদন। আর তুমিও যদি স্ত্রী হতে, তাহলে আমিও মদ খেতাম না।

সবিতা। আমি যদি স্ত্রী নয়, তবে কি? লোকেতো তোমার স্ত্রী বলেই আমাকে জানে।

মদন। লোকে জানে স্ত্রী; কিন্তু আমি জানি স্ত্রী নও, তুমি ডাইনী।

সবিতা। ছিঃ ছিঃ, তুমি কি পাগল হলে? স্ত্রীকে তুমি ডাইনী বলছো?

মদন। যে স্ত্রী আমার শয্যাসঙ্গিনী নয়, যে স্ত্রী আমাকে স্বামীর অধিকার দেয় নি, আমার গৃহে বাস করেও যে নারী অন্য পুরুষকে ধ্যান করে—সে আমার স্ত্রী নয়, সে ডাইনী।

সবিতা। বিশ্বাস কর—সূর্য্যকান্তকে যদি ভাল না বাসতাম, তাহলে তোমার স্ত্রী হতাম।

মদন। তুমি যদি ভালবাসতে, তাহলে আমি মদ কিনে আনতাম না সবিতা!

সবিতা। লোকে বলছে—সুলেখাকে তুমি চিনতে। সুলেখা তোমার কে ছিল বলবে?

মদন। যারা সুলেখার কথা বলেছে, তাদের জিজ্ঞাসা কর। আমাকে প্রশ্ন করছ কেন?

সবিতা। তবু তুমি স্বামী। আমি তোমার মুখ থেকেই সত্য-কথা শুনতে চাই।

মদন। সত্যকথা শুনবে তুমি?

সবিতা। শুনব।

মদন। তাহলে শোন। সুলেখা ছিল আমার খেলার সাথী, বাল্যের সহচরী। আমরা একসঙ্গে কাজলদীঘির পাড়ে লুকোচুরি খেলেছি, জলে জলকেলি করেছি, আম পেড়ে খেয়েছি আমবাগানে। দীঘির পাড়ে যখন সেই বকুল গাছটায় ফুল ফুটতো, তখন সুলেখা মালা গেঁথে আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বলতো—'তুমি আমার স্বামী।' আর আমি বলতাম—'তুই আমার সই।'

সবিতা। তারপর?

মদন। অনেক বসন্ত পার হয়ে গেল, অনেক বছর কেটে গেল দেখতে দেখতে। সুলেখা বড় হয়ে উঠল। আমি পা দিলাম যৌবনে। কিন্তু তবুও আমরা মিশতাম। কেউ বাধা দিত না আমাদের মেলামেশায়।

সবিতা। কেন, বাধা দিত না কেন?

মদন। কারণ, সবাই জানত—পাপ নেই আমাদের মধ্যে। আমাদের ভালবাসা ফুলের মত পবিত্র, আমাদের প্রেম, নিষ্কাম প্রেম।

সবিতা। প্রেম আবার নিষ্কাম। বাঃ বাঃ, চমৎকার!

মদন। না না, তুমি বিশ্বাস কর সবিতা—সত্যিই আমরা পাপী নই। আমরা পরস্পরকে ভালবাসতাম; কিন্তু পাপ করিনি এতটুকু।

সবিতা। বিশ্বাস করি না আমি এ কথা।

মদন। আমি তোমার স্বামী, আমি বলছি, তুমি বিশ্বাস কর—

সবিতা। না, করি না।

মদন। ভগবানের নামে শপথ করছি—

সবিতা। তবুও করি না।

মদন। স্বর্গীয় বাবার নামে দিব্যি করছি—

সবিতা। তবুও না।

মদন। আমার মরা মায়ের নাম নিয়ে প্রতিজ্ঞা করছি—

সবিতা। তুমি মিথ্যাবাদী।

মদন। (বিস্মিত কণ্ঠে) আমি মিথ্যাবাদী?

সবিতা। (দৃঢ়কণ্ঠে) হ্যাঁ।

মদন। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

[মদের বোতল হইতে মদ গলায় ঢালিতে লাগিল]

সবিতা। এ কি, এসব কি হচ্ছে?

মদন। মিথ্যাবাদী মদ খাচ্ছে প্রিয়া।

সবিতা। না, তুমি মদ খেতে পাবে না।

[মদনের হাত ধরিল]

মদন। হাত ছেড়ে দাও সবিতা। চরিত্রহীনকে স্পর্শ করলে তোমার জাত যাবে। যাও, সরে যাও।

সবিতা। না, যাব না। আর তোমাকে মদ খেতেও আমি দেব না।

মদন। কেন দেবে না? স্ত্রী হয়ে স্বামীকে যখন তুমি বিশ্বাস করনি, তখন তোমার নিষেধ আমি শুনব কেন? আমি মদ খাব। মদ খেয়ে কৈলাসগড়ের পথে পথে ঘুরে বেড়াব। আর চীৎকার করে বলব—আমি মিথ্যাবাদী, আমি চরিত্রহীন। তোরা আমাকে চাবুক মার্—ঘৃনা কর্।

[প্রস্থানোদ্যত

সবিতা। দাঁড়াও, শোন—

[পুনরায় মদনের হাত ধরিল]

মদন। (ফিরিয়া) কি শুনব? আমি বললে কি তুমি বিশ্বাস করবে, সুলেখাকে আমি ভালবাসতাম, বিয়েও করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু পাপ ছিল না সেখানে। সুলেখার বাবা-মা যখন বললেন—সুলেখার সঙ্গে বিয়ে হবে না, তখন সুলেখাকে আমি 'বোন' সম্বোধন করে চলে এসেছি—একি তোমার বিশ্বাস হবে সবিতা?

সবিতা। কি করে হবে বল? জগৎ যে উল্টোদিকে ঘুরছে। নারী পুরুষের সম্পর্ক যে খাদ্য খাদকের।

মদন। তাহলে নিশ্চিন্তে মেয়েরা রাজপথ দিয়ে চলছে কি করে? পৃথিবীতে দিনরাত্রি হচ্ছে কেন? সব নারীকে যদি আমরা খাদ্য মনে করি, তাহলে মা দিদিকে আমরা প্রণাম জানাই কেন?

সবিতা। তা জানি না। তবে ভালবেসে সূর্য্যকান্তদাকে দেহ দিয়েছি। তাই জানি, প্রেম মানেই পাপ।

মদন। জানি—জানি। তুমি এঁটো কাটা। তাই কালো কাচ দিয়ে পৃথিবীকে কালো দেখছ। সেখানে যে আলো থাকতে পারে, এ তুমি বোঝনি।

সবিতা। কি বলছ তুমি?

মদন। কিছু না, আমি চলি।

[পুনঃ প্রস্থানোদ্যত

সবিতা। কোথায় যাচ্ছ?

মদন। (ফিরিয়া) বোতলের জলটুকু শেষ করতে।

সবিতা। এখনো মদ খাবে?

মদন। কেন খাব না? যাকে ভালবাসতাম, তাকে পাইনি। তোমাকে পেয়েছি, তুমি আমাকে ঘৃণা কর। এ কি কম জ্বালা। এ জ্বালা ভুলতে মদ আমাকে খেতেই হবে।

[মদ্যপান]

সবিতা। তুমি রাগ করছো কেন? এই অপবিত্র দেহ তোমাকে উপহার দিতে চাইনি। এজন্য তুমি রাগ ক'রো না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

মদন। বেশ, ক্ষমা করে গেলাম।

[পুনঃ প্রস্থানোদ্যত

সবিতা। দাঁড়াও—

মদন। (ফিরিয়া) আবার কেন?

সবিতা। তোমার দাদার সঙ্গে সম্পত্তি ভাগ করার ব্যবস্থা করেছি। তাই অনুরোধ—ভাগের সময় তোমাকে থাকতে হবে।

মদন। এঁ্যা! ভেতরে ভেতরে এতদূর এগিয়েছ? বাঃ—বাঃ, চমৎকার। বয়সে ছোট হলে কি হবে, অভিজ্ঞতায় তুমি আমার গুরুজন। অতএব হে দেবী—দয়া করে পায়ের ধূলো দাও।

[সবিতার পদধূলি নিতে গেল]

সবিতা। (পিছাইয়া) ছিঃ ছিঃ, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?

মদন। মাথা যে আর ভাল থাকছে না।

[মদ্যপান]

সবিতা। আবার মদ খাচ্ছ?

মদন। হঁ্যা।

সবিতা। কেন খাচ্ছ?

মদন। প্রতিবেশীদের কথাগুলো সত্য কিনা যাচাই করতে।

সবিতা। কি বলছে প্রতিবেশীরা?

মদন। তারা বলছে—দাদা বউদির সংসারটাকে তুমি নাকি ভেঙে দিচ্ছ। তারা বলছে—বিধাতার তুমি নাকি এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তুমি মরে গেলে তোমার মাথাটা তারা আলমারিতে সাজিয়ে রাখবে।

[মদ্যপান]

সবিতা। ছোটলোকদের এত স্পর্দ্ধা। শুনে তুমি কিছু বললে না?

মদন। কি আর বলবো প্রিয়া। কথাটা নির্ম্মম হলেও তো মিথ্যা নয়।

সবিতা। পাড়ার লোক এমনি করে আমাকে অপমান করবে, আর তুমি চুপ করে থাকবে?

মদন। অপমান যার প্রাপ্য, মান দেওয়া যে তাকে যায় না সবিতা।

সবিতা। তোমার দাদার কাছে তোমার অংশ তোমাকে বুঝে নিতে হবে। সেদিন যেন বাড়ীর বাইরে যেও না।

মদন। ক্ষমা কর সবিতা। আজীবন যে দাদা গড়ার স্বপ্ন দেখেছে, তার কাছে আমি ভাঙ্গার প্রস্তাব পেশ করতে পারব না।

[পুনঃ প্রস্থানোদ্যত

সবিতা। তুমি কি আমার কোন কথাই শুনবে না ?

মদন। (ফিরিয়া) শুনবো তখন—যখন তোমার মোহিনী মন্ত্রে বশীভূত হয়ে আমার মাথায় শিং বেরুবে, আর পেছনে বেরুবে একটি লেজ।

সবিতা। কিন্তু পৃথক না করে দিলে আমি সংসারে আগুন জেলে দেব।

মদন। তার চেয়ে তুমিই সংসার থেকে বিদায় হও।

সবিতা। না, হব না। সমাজ যখন আমাকে টেনে এনেছে এখানে, তখন আমি এই সংসারকে ধ্বংস করবো।

মদন। কি চাও তুমি আমার কাছে ?

সবিতা। স্ত্রীর মর্য্যাদা নিয়ে থাকতে চাই। কিন্তু স্ত্রী হব না কোনদিন।

মদন। আমিও তোমাকে আর স্ত্রীরূপে চাই না সবিতা। লোকনিন্দা এড়াতে তোমাকে স্ত্রী সাজিয়ে রাখব, কিন্তু অন্তরে পূজো করব দেবী বলে।

[পুনঃ প্রস্থানোদ্যত

সবিতা। শোন—

মদন। (ফিরিয়া) শোনার আর কিছুই নেই। দাদাকে গিয়ে বলব আমাদের পৃথক করে দিতে। আরও বলব—তাঁদের নির্ব্বাচিত

অমৃতকন্যা আজ বিষকন্যায় পরিণত হয়েছে। তার বিষের জ্বালায় শুধু আমি মরব না—মরবে দাদা, বউদি আর বণিক পরিবার। এই বিষের প্রবাহ একদিন ছড়িয়ে পড়বে সারা দেশে। তাতে দেশ ধ্বংস হবে, জাতি ধ্বংস হবে, ধ্বংস হবে হিন্দু সমাজ। আর এই বিষের বন্যায় অবগাহন করে বিষকন্যা সৃষ্টি করবে—দেশে মড়ক, মহামারী, বিভীষিকা।

[পুনঃ প্রস্থানোদ্যত

সবিতা। ওগো শোন—

মদন। (ফিরিয়া) আমাকে নয় প্রিয়া—আমাকে নয়। সূর্য্য-কান্তকে ডাক, সে তোমার ডাক শুনবে। আমি তোমার শত্রু।

[প্রস্থান

সবিতা। অপদার্থ। জীবনে কেবল দাদা বউদিকেই চিনেছে। এমন অপদার্থকে শাসন করা চলে। কিন্তু ভালবাসা যায় না। সূর্য্যকান্তের সঙ্গে এর কত ব্যবধান। সে আকাশের চাঁদ, আর এ নরকের কীট। কিন্তু আমার প্রাপ্য আমি ছাড়বো না। বড়ঠাকুরের কাছ থেকে কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেব।

[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ব্রজকিশোরের অট্টালিকা

ব্রজকিশোরের প্রবেশ

ব্রজকিশোর। পাঁচুগোপাল—পাঁচুগোপাল—

পাঁচু (নেপথ্যে)। যাই কর্ত্তাবাবু—

পাঁচুগোপালের প্রবেশ

ব্রজকিশোর। কোথায় থাকিস্ হতভাগা? দশবার ডাকলে একবার সাড়া পাওয়া যায় না কেন?

পাঁচু। আজ্ঞে বাবু, বুঝিয়ে সুঝিয়ে বউরাণীকে খাওয়াতে আমার সারাটা দিন কেটে যায়। অন্য কাজ করি কখন বলুন?

ব্রজকিশোর। হ্যা রে পাঁচুগোপাল! বউরাণী খুব কাঁদে, নারে?

পাঁচু। তা আর কাঁদে না, চোখের জলে বালিশ ভিজে যায়।

ব্রজকিশোর। কেন কাঁদে, জিজ্ঞাসা করেছিলি?

পাঁচু। জিজ্ঞাসা আর কি করবো! প্রতিরাত্রে তো আপনার পাঠা ছেলেটা বউরাণীকে শাসন করে, দেখতে পাই।

ব্রজকিশোর। তোর মুখের খিস্তিগুলো বড় বেয়াড়া। রাজার আত্মীয় আমি। আর তুই আমার ছেলেকে বলিস্ কিনা পাঠা।

পাঁচু। সাধে কি আর বলি বাবু! প্রতিরাত্রেই যে খোকাবাবু বউরাণীকে শাসন করে।

ব্রজকিশোর। কি রকম শাসন?

পাঁচু। কিল, চড়, লাথি···যা খুশী।

ব্রজকিশোর। তাহলেও, আমরা রাজার আত্মীয়। আভিজাত্যের জন্য আমারই পূর্ব্বপুরুষ একদিন রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। তিনি একদিন সেনাপতির আসনও লাভ করেছিলেন। সুতরাং খোকাবাবুর গর্ব্ব করার মত বংশপরিচয় আছে।

পাঁচু। তা আছে। তবে সেনাপতির বংশ যখন, তখন তো যুদ্ধক্ষেত্রেই বীরত্ব দেখালে ভাল হয়। কিন্তু তা না করে বউরাণীর পিঠের উপর বীরত্ব দেখাচ্ছেন কেন ?

ব্রজকিশোর। খোকাবাবু যে রাজার আত্মীয়। সব সময় তার মেজাজের ঠিক নাও থাকতে পারে।

পাঁচু। সে কথা একশোবার। মেজাজ বিগড়ে গিয়ে তিনি মাঝে মাঝে ঘাসও খেতে পারেন। রাজার আত্মীয় কিনা!

ব্রজকিশোর। চাবকে তোর ছাল তুলে নেব বেয়াদব!

পাঁচু। ঐতো আপনাদের দোষ বাবু! উচিত কথা বললে অমনি খিঁচিয়ে ওঠেন।

ব্রজকিশোর। অকালে মাকে হারিয়েই সূর্য্যকান্ত আজ দিশেহারা।

পাঁচু। তাইতো দিশে খুঁজে পাওয়ার জন্যই বোতল বোতল মদ ঢোকাচ্ছেন।

ব্রজকিশোর। তুই কি বুঝবি উল্লুক! মদ খাওয়াই আভিজাত্যের লক্ষণ।

পাঁচু। আভিজাত্য উচ্ছন্নে যাক্।

ব্রজকিশোর। চুপ কর বেয়াদব! জানিস্—আভিজাত্য বজায় রাখবার জন্যে যৌবনে কত ভূসম্পত্তি আমি উড়িয়ে দিয়েছি!

পাঁচু। জানি প্রভু, আপনার গুণের অন্ত ছিল না। তাইতো আপনার এমন গুণধর পুত্র জন্মেছে।

ব্রজকিশোর। মাতৃবিয়োগে ছেলেটা ব্যথা পেয়েছিল। ভাবলাম, একটি সুন্দরী বউমা এলে দিলে ওর মতিগতি ফিরে যেতে পারে।

পাঁচু। সম্পূর্ণ ফিরে গেছে হুজুর! তাইতো এক বোতলের জায়গায় দিনে দশ বোতল ঢোকাচ্ছেন। আর স্ত্রীকে সম্ভাষণ করছেন লাথি দিয়ে।

ব্রজকিশোর। কেশব রায়ের সৌভাগ্য যে, তার মেয়েকে আমি প্রাসাদে স্থান দিয়েছি।

পাঁচু। সৌভাগ্য বলে সৌভাগ্য। চোখের জলে বালিশ ভেজার সৌভাগ্য আর ক'জনের হয় বলুন!

ব্রজকিশোর। তোর স্পর্দ্ধা বেড়ে যাচ্ছে পাঁচুগোপাল! আমার সামনে আমার বংশের অপমান করলে আমি তোকে পুঁতে ফেলব।

পাঁচু। তা পারেন। কারণ—আমি চাকর। তবে আর কা'রো মুখ বন্ধ হবে না কর্ত্তাবাবু!

ব্রজকিশোর। তার মানে?

পাঁচু। আভিজাত্য আপনাদের চলে গেছে বাবু! বৃথা আর তার খোলস বয়ে লাভ কি! কর্ত্তাবাবু! এখনো সময় আছে। অহঙ্কার ত্যাগ করে মানুষকে ভালবাসুন। চাবুকের আঘাত দিয়ে খোকাবাবুর চৈতন্য ফিরিয়ে এনে সোনার সংসার প্রতিষ্ঠা করুন।

[প্রস্থানোদ্যত

ব্রজকিশোর। পাঁচুগোপাল—

পাঁচু। তা না হলে আপন পর হয়ে যাবে। গৃহের শান্তি চলে যাবে। জীবনে নেমে আসবে আপনার অন্ধকার! সাবধান কর্ত্তাবাবু, সাবধান!

ব্রজকিশোর। এত বড় বড় কথা তুই কোথা থেকে শিখলি পাঁচু-গোপাল? এত কথা তো তুই জানতিস্ না?

পাঁচু। বউরাণীর দুঃখ দেখে আমার হৃদয় থেকে কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে কর্ত্তাবাবু! বিবেক আমাদেরও আছে। চাকর হলেও আমরা মানুষ।

ব্রজকিশোর। মানুষ হলেও তুই চাকর। একটা চাকরের উপদেশ ব্রজকিশোর রায় শুনতে চায় না। অভিজাত বংশে আমার জন্ম। আভিজাত্যই আমাদের গৌরব। আমরা যা বলব, সবাইকে তা মানতে হবে।

[ঘরের ভিতর সূর্য্যকান্ত সুলেখাকে চাবুক মারিতেছিল]

সূর্য্যকান্ত। (নেপথ্যে) বল্, বল্ শয়তানি, কোথায় রেখেছিস্ বল্?

আলুলায়িতা বেশে ছুটিয়া সুলেখার প্রবেশ

সুলেখা। না না, আমি বলবো না। কিছুতেই বলব না।

চাবুকহস্তে মত্ত অবস্থায় সূর্য্যকান্তের প্রবেশ

সূর্য্যকান্ত। না বললে তোর ছাল তুলে নেব শয়তানি।

[সুলেখাকে চাবুক মারিল। চাবুকহস্তে পিশাচবেশী সূর্য্যকান্তকে দেখাইয়া পাঁচু ব্রজকিশোরকে বলিল]

পাঁচু। ওগো আভিজাত্যগর্ব্বী কর্ত্তাবাবু। চেয়ে দেখুন—আপনার আভিজাত্যের কি সুন্দর নমুনা।

[প্রস্থান

ব্রজকিশোর। (বজ্রকণ্ঠে) এসব কি সূর্য্যকান্ত?

সূর্য্যকান্ত। নব-দম্পতীর প্রেমালাপ বাবা। ওদিকে তুমি কান দিও না। নিজের কাজে যাও।

ব্রজকিশোর। অকালে ঝরিয়ে দেওয়ার জন্যই কি এই ফুল তোমাকে উপহার দিয়েছি কুলাঙ্গার ?

সূর্য্যকান্ত। আমি যে দুষ্ট কীট বাবা। তাই ফুলের মর্য্যাদা আমি বুঝি না।

ব্রজকিশোর। তুমি অকারণে বউমাকে প্রহার করছ কেন ?

সূর্য্যকান্ত। আমার জিনিস ও শয়তানি লুকিয়ে রাখবে কেন ? ও লুকিয়ে না রাখলে তো আমি কিছুই বলতাম না।

সুলেখা। মদ খেলে তুমি অমানুষ হও। তাই মদ খেতে আমি তোমাকে দেব না।

সূর্য্যকান্ত। মদ না খেলে আমিও বাঁচব না।

ব্রজকিশোর। আবার মদ খেলে আমি তোমাকে হত্যা করব কুলাঙ্গার।

সূর্য্যকান্ত। সে কি বাবা, উল্টো গাইছ কেন ? সূর্য্য কি আজ পশ্চিমে উঠল ?

ব্রজকিশোর। (ক্রোধভরে) সূর্য্যকান্ত !

সূর্য্যকান্ত। তুমিই তো একদিন শিখিয়েছ যে, মদ খাওয়া আভিজাত্যের লক্ষণ। আজ আবার অন্য কথা কেন ?

ব্রজকিশোর। সে যুগ আর নেই। এখন যুগের পরিবর্ত্তন হয়েছে।

সূর্য্যকান্ত। যুগ ঠিকই আছে। শুধু বউমার চোখের জল দেখে শ্বশুরঠাকুর বিচলিত হয়েছেন।

ব্রজকিশোর। ঠিক তাই। লক্ষ্মীপ্রতিমা আমার বউমা। তার গায়ে আবার যদি হাত দাও, ছেলে বলে আমি তোমাকে ক্ষমা করব না।

সূর্য্যকান্ত। ক্ষমা করা না করা তোমার ইচ্ছা। কিন্তু ভাগ্যদোষে যখন বামন হয়ে জন্মেছি এবং চাঁদকে ধরতে পারব না কোনদিন— সুতরাং চাঁদের আলোও আমি আর দেখব না জীবনে।

ব্রজকিশোর। সবিতার মা যদি তোমাকে কন্যা না দেয়, সেজন্য কি দায়ী আমার বউমা, হতভাগা ?

সূর্য্যকান্ত। দায়ী শুধু তোমার বউমা নয় বাবা, দায়ী সমস্ত নারীসমাজ—দায়ী তোমাদের সমাজ ব্যবস্থা। তাই সারাজীবন আমি নারীসমাজের উপর অত্যাচার করে যাবো।

দেবাশীষের প্রবেশ

দেবাশীষ। এই অত্যাচার তোমাকে বন্ধ করতে হবে।

সুলেখা। (বিস্মিত কণ্ঠে) দাদা, এসেছ তুমি ?

দেবাশীষ। হ্যাঁ।

ব্রজকিশোর। বাবাজী! এতদিনে এলে ?

দেবাশীষ। হ্যাঁ। সূর্য্যকান্ত! তুমি নিরুত্তর কেন ? জবাব দাও—এ অত্যাচার তুমি বন্ধ করবে কি না ?

সূর্য্যকান্ত। সূর্য্যকান্ত তার কাজের জবাবদিহি করেনি, আজও করবে না।

দেবাশীষ। সূর্য্যকান্ত! আমি তোমার আত্মীয়। আমি কৈফিয়ৎ চাইছি—

সূর্য্যকান্ত। আত্মীয়, আত্মীয়ের মত থাক। কৈফিয়ৎ চাইতে এসো না।

দেবাশীষ। অকারণ আমার ভগ্নীর উপর এই নির্য্যাতন আমি সইব না সূর্য্যকান্ত।

সূর্য্যকান্ত। নিজের সুবুদ্ধি বলে তোমার ঔদ্ধত্যই কি আমি সইব মনে করেছ ?

দেবাশীষ। আমার ভগ্নীকে আবার চাবুক মারলে, আমিও চাবুক মেরে প্রতিবিধান করব।

সূর্য্যকান্ত। তার পূর্ব্বে সূর্য্যকান্তের চাবুক তুমি সহ্য কর।

[দেবাশীষকে চাবুক মারিল]

দেবাশীষ। এ কি ! তুমি আমাকে চাবুক মারলে ?

সূর্য্যকান্ত। হ্যাঁ মারলুম।

সুলেখা। (সাশ্চর্য্যে) ছিঃ ছিঃ, দাদাকে তুমি অপমান করলে ?

সূর্য্যকান্ত। বেশ করেছি, আমার খুশী।

ব্রজকিশোর। দেবাশীষকে চাবুক মারতে তোমার বুকে একটু বাজলো না সূর্য্যকান্ত ?

সূর্য্যকান্ত। আত্মীয়ের যোগ্য সম্ভাষণই করেছি বাবা।

ব্রজকিশোর। কুলাঙ্গার। দেবাশীষের পায়ে ধরে তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে।

সূর্য্যকান্ত। আমি অক্ষম বাবা। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

ব্রজকিশোর। (কঠোরকণ্ঠে) সূর্য্যকান্ত। আমি ক্ষত্রিয়।

সূর্য্যকান্ত। আমিও ক্ষত্রিয়সন্তান বাবা।

দেবাশীষ। আর আমিও ক্ষত্রিয়প্রধান কেশব রায়ের পুত্র। ক্ষত্রিয়ের পণ ছেলেখেলা নয়। সূর্য্যকান্ত ! তোমার সামনে দাঁড়িয়েই আমি উচ্চকণ্ঠে বলে যাচ্ছি—এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে আমি আবার আসব। যেভাবে তুমি আমাকে অপমান করেছ, সেইভাবে আমিও তোমাকে অপমান করব। নইলে বৃথাই আমি দেবাশীষ রায়।

[প্রস্থানোদ্যত

ব্রজকিশোর। দেবাশীষ! সূর্য্যকান্ত তোমার ক্রোধের পাত্র নয়। ওকে তুমি ক্ষমা কর বাবা।

দেবাশীষ। পারব না রায়মশায়—পারব না। সূর্য্যকান্তের মতিগতি ফিরিয়ে সুলেখাকে সুখী করতেই আমি এসেছিলাম। কিন্তু ও দেখলাম—তা হবার নয়। তাই আমি প্রতিশোধ চাই। প্রতিশোধ নিতে গিয়ে যদি আমার ভগিনীকে বিধবা সাজাতে হয়—তাতেও আমি পশ্চাদপদ হব না।

[পুনঃ প্রস্থানোদ্যত

সুলেখা। উন্মাদের মত তুমি কি বলছো দাদা! তুমি আমাকে বিধবা সাজাবে?

দেবাশীষ। তাই সাজাবো। তোর এই অপমান আমি কিছুতেই সইব না। ঐ লম্পট সূর্য্যকান্তকে হত্যা করে আমি তোকে বিধবার সাজেই সাজিয়ে রাখবো, তবু ঐ লম্পটের কাছে রেখে আর লাথি খেতে দেব না।

[পুনঃ প্রস্থানোদ্যত

ব্রজকিশোর। দেবাশীষ—

দেবাশীষ। ডাকবেন না রায়মশায়—পিছু ডাকবেন না। আপনার কথায় ভুলে এখানে ভগিনীকে সম্প্রদান করে যে ভুল করেছি, ঐ পাপীষ্ঠ সূর্য্যকান্তকে হত্যা করে সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবো। নইলে বৃথাই আমি কেশব রায়ের পুত্র—বৃথাই আমি ক্ষত্রিয়সন্তান।

[প্রস্থান

সূর্য্যকান্ত। (উত্তেজিতভাবে) আমাকে হত্যা করবার পূর্ব্বে তোমাকেই ধরাশায়ী হতে হবে শয়তান!

[চাবুক লইয়া দেবাশীষের পশ্চাৎধাবনে উদ্যত]

ব্রজকিশোর। (সূর্য্যকান্তের হাত ধরিয়া) সূর্য্যকান্ত! শান্ত হও—

সূর্য্যকান্ত। (উত্তেজিতভাবে) ছেড়ে দাও বাবা—হাত ছেড়ে দাও। আমিও ক্ষত্রিয়সন্তান। আমার সামনে দেবাশীষ ঔদ্ধত্য দেখিয়ে চলে যাবে—এ আমি সইব না। আমি ওকে শিক্ষা দেব।

[ব্রজকিশোরের হাত ছাড়াইয়া দ্রুত প্রস্থান

ব্রজকিশোর। সংসারে আমার আগুন জ্বলে উঠল। কি করি, বলতে পার বউমা ?

সুলেখা। আপনি চিন্তিত হবেন না বাবা! সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।

ব্রজকিশোর। কিন্তু তোমার ভাইয়ের প্রতিজ্ঞার কথা শুনলে তো ?

সুলেখা। শুনলাম বাবা। কিন্তু এজন্যে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না।

ব্রজকিশোর। কেন মা ?

সুলেখা। যে ভাই আমার বৈধব্য চায়—তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। সে আমার শত্রু।

ব্রজকিশোর। বউমা! কি বলছো বউমা ?

সুলেখা। হিন্দুনারী আমরা। বাপের বাড়ীর রাজভোগের চেয়ে শ্বশুরবাড়ীর লাথি-ঝাঁটা আমাদের কাছে সুখের। আর ভাইয়ের চেয়ে স্বামীই বড়।

ব্রজকিশোর। ওগো ভারতের নারী! এই জন্যেই তোমরা বিশ্বের নমস্যা। বয়সে বড় হয়েও তোমাদের এই আদর্শের কাছে আমি মাথা নত করছি।

সুলেখা। বাবা! ওকথা বলে মেয়েকে অপরাধী করবেন না।

ব্রজকিশোর। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ তুমি রাখবে কি মা ?

সুলেখা। (নতমুখে) আদেশ করুন বাবা!

ব্রজকিশোর। অত্যাচার সয়েও ঐ বিপথগামী ছেলেটার ভার তোমাকে নিতে হবে। বল বউমা, নেবে ?

সুলেখা। একথা কেন বলছেন বাবা ?

ব্রজকিশোর। দিন যে ঘনিয়ে এল মা, তাই বলছি। বল, নেবে ?

সুলেখা। নেব বাবা !

ব্রজকিশোর। তবে আমি নিশ্চিন্ত। ভগবান! এত দিনে মুক্তি পেয়েছি। আলো দেখাও শ্রীহরি—আলো দেখাও—

[প্রস্থান

সুলেখা। আমার জীবনটা যেন নাটক। *ওগো বিশ্বেশ্বর! তোমার চরণে বিল্বপত্র কি এই জন্যই* দিয়েছিলাম ? ওগো দয়াল ! এ জীবন আমি আর রাখতে চাই না। এইখানে এই নাটকের যবনিকাপাত কর।

সুলেখা। **গীত**

এই নাটকের যবনিকাপাত এইখানে কর প্রভু।
এই দুনিয়ায় যেন আর মোরে আসিতে হয় না কভু।
ফুরায়েছে মোর সকল খেলা,
হইয়াছে এবে যাওয়ার বেলা,
বিদায়বেলায় আঁখি কেন মোর জলে ভরে আসে তবু।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাতলচাঁদের গৃহ

ব্যস্ত রামরতনের প্রবেশ

রামরতন। খোকন—খোকন—

দুলাল (নেপথ্যে)। যাই জ্যাঠামণি—

দুলালের প্রবেশ

রামরতন। হ্যাঁ রে খোকন! বড় দিদিমণিকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? কোথায় গিয়েছে শুনি?

দুলাল। মা, ভোরে মঙ্গলচণ্ডীর পূজো দিতে গেছে! এখনো ফেরে নি তো!

রামরতন। সব কাজেই দেরী। বলি—আজ কি গল্পগুজব করবার দিন! একটু পরেই বড়দাদু বাণিজ্যে যাত্রা করবে। দিদিমণি এখনো আসছে না কেন?

প্রসাদের পাত্র হস্তে কল্পনার প্রবেশ

কল্পনা। আমি এসেছি রামরতন! চণ্ডীতলায় বেজায় ভীড়। তাই পূজো দিয়ে ফিরতে দেরী হয়ে গেল।

রামরতন। কিন্তু লগ্ন কি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবে?

কাতলচাঁদের প্রবেশ

কাতল। লগ্নের দেরী আছে। এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন দাদু?

রামরতন। ব্যস্ত হ'ব না! কাজ যত এগিয়ে রাখা যায়, ততই মঙ্গল। বিলম্বে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

কাতল। না না, কোন বিঘ্ন ঘটবে না। তোমার কোন চিন্তা নাই।

কল্পনা। মা মঙ্গলচণ্ডীর পুজো দিয়ে এসেছি। প্রসাদ নাও।

কাতল। মা মঙ্গলচণ্ডীর প্রসাদ! দাও কল্পনা, মাথায় দাও।

[কল্পনা নির্মাল্য লইয়া কাতলচাঁদের মাথায় দিতে যাইবে, এমন সময় হাত ফসকাইয়া নির্মাল্যের পাত্র মাটিতে পড়িয়া গেল]

কাতল।
রামরতন। } (সভয়ে) কি হল!
দুলাল।

কল্পনা। প্রসাদ মাটিতে পড়ে গেল।

দুলাল। পুজোর প্রসাদ মাটিতে ফেলে দিলে মা?

কল্পনা। আমি ইচ্ছে করে ফেলে দিইনি বাবা! হাত থেকে হঠাৎ পড়ে গেছে।

রামরতন। শুভদিনে অমঙ্গল ঘটে গেল! মা মঙ্গলচণ্ডী! তোমার মনে কি আছে কে জানে?

কাতল। শুভদিনে এই কুলক্ষণ ভাল নয় দাদু!

কল্পনা। আমার অনুরোধ—আজ যাওয়া বন্ধ কর তুমি!

কাতল। তা হয়না কল্পনা! যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ। বাণিজ্যের ডিঙা ঘাটে বাঁধা। মাঝি মাল্লারা যাত্রার জন্য অপেক্ষা করছে। এ সময় যাত্রা বন্ধ রাখা যায় না।

কল্পনা। গত তিনরাত্রি ধরে আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি। পাছে তোমার বিঘ্ন হয়, সেই ভয়ে কিছু বলিনি। আজ এই বাধা দেখে বড় ভয় করছে।

কাতল। দুঃস্বপ্ন! কি দুঃস্বপ্ন কল্পনা?

কল্পনা। তন্দ্রাঘোরে যেন দেখলাম—তুমি দেশ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মড়ক-মহামারীতে দেশ শ্মশান হতে লাগল।

দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে আমরা সবাই হারিয়ে গেলাম। তুমি এসে দেখলে, ঘর শূন্য।

কাতল। (বিচলিতকণ্ঠে) তারপর, তারপর ?

কল্পনা। কি একটা দীঘি যেন সব গ্রাস করল। সে দীঘির নাম আমি ঠিক স্মরণ করতে পারছি না। কিন্তু আমি যেন তাকে চিনি। দেখলে আমি তাকে চিনতে পারব।

দুলাল। তুমি কি পাগল হলে মা ? কি সব যা-তা বলছো ?

রামরতন। শুভদিনে এই অমঙ্গলে কথাগুলো কি না বললেই হ'তো না দিদিমণি ?

কল্পনা। স্বপ্নের ঘোরে আমি যে দেখলাম রামরতন ! আজ আবার যাত্রার পূর্ব্বে এই কুলক্ষণ দেখে আমার মন স্থির থাকছে না। কেবলই মনে হচ্ছে—এই বুঝি শেষ দেখা।

রামরতন। ছিঃ ছিঃ, কি সব বলছো ? স্বপ্ন কোনদিন সত্য হয় ?

কল্পনা। হয় দাদু, হয়।

রামরতন। (ভেংচাইয়া) হয় দাদু, হয়। যতসব বাজে কথা। আমি তো প্রতিরাত্রে রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখি। কই, রাজাতো হই না কোনদিন ?

কল্পনা। কিন্তু এ যে শেষ রাতের স্বপ্ন ! একি মিথ্যা হবে ?

রামরতন। একশোবার হবে। আমি বলছি দিদিমণি, এ তোমার মনের ভুল—আর কিছুই নয়।

কাতল। সত্যই কল্পনা ! আমার অদর্শন চিন্তায় এ তোমার চিত্তচাঞ্চল্য। আমি বলছি, কিছুই হবে না আমাদের। অতিবৃষ্টিতে শস্য নষ্ট হয়ে ত্রিপুরায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, কিন্তু আমাদের ত অর্থের অভাব নেই। যার অর্থ আছে, তার আবার কিসের অভাব ?

কল্পনা। কিন্তু মন যে শুনছে না। কেবলই মনে হচ্ছে—শেষরাতের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না।

কাতল। দুর্ব্বলতা ত্যাগ করে মনকে শক্ত করে বাঁধ। আমরা বণিক। ঘরের কোণে বসে থাকতে আমাদের জন্ম নয়। সাগরের বুকে পাল তুলে দেশবিদেশে আমরা ঘুরে বেড়াব বাণিজ্যের পশরা নিয়ে। ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে লুটে আনব আমরা টাকা—অফুরন্ত টাকা। সেই টাকায় আমরা সুখের সংসার রচনা করব, গড়ে তুলব আকাশস্পর্শী সৌধ।

কল্পনা। তবে যাও, আর আমি বাধা দেব না। মা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে প্রার্থনা করি—স্বপ্ন যেন মিথ্যা হয়।

রামরতন। মিথ্যা হবে দিদিমণি, মিথ্যা হবে। তোমাকে আর ভাবতে হবে না। তুমি বড়দাদুকে হাসিমুখে বিদায় দাও।

কাতল। কিন্তু মদনের এত দেরী হচ্ছে কেন? দাদু! তুমি দেখতো ওর ব্যাপার কি?

রামরতন। আমি দেখছি দাদুভাই—

প্রস্থানোদ্যত

সবিতাকে টানিতে টানিতে মদনের প্রবেশ

মদন। আর দেখতে হবে না। আমি এসে গেছি।

কল্পনা। ঠাকুরপো, এসেছো?

মদন। হ্যাঁ। আর সঙ্গে করে কাকে এনেছি দেখ।

কল্পনা। (সবিতাকে দেখিয়া) ওঃ, সবিতা এসেছে?

সবিতা। হ্যাঁ দিদি!

রামরতন। তা দাদুভাই! ছোট দিদিমণিকে অমন টানাটানি করতে করতে নিয়ে আসছ কেন? কি ব্যাপার! হয়েছে কি?

মদন। ব্যাপার গুরুতর। তাই লঘুতর করবার জন্য ওকে টেনে আনছি। কারণ গাঁটছড়া দিতে হবে। গরজ যে আমারই। তাই টানাটানি না করলে চলবে কেন?

কল্পনা। তোমার কথা বুঝতে পারছিনা ঠাকুরপো!

মদন। বুঝবে কি করে বল? হাজার হোক্—মেয়ে মানুষ তো! মাথার ঘিটা যে একটু বেশী তরল। তাই ঝোল রাঁধতে গিয়ে ঝাল রাঁধ, আর টক রান্না করতে গিয়ে তেঁতো তৈরী কর।

কল্পনা। বাজে কথা রেখে কি বলবে বল?

মদন। বলছি এই—সীতার সঙ্গে উর্ম্মিলাকে গাঁটছড়া দিয়ে বাঁধবো।

কল্পনা। তার মানে?

মদন। তুমি একদিন বলেছ—দাদা নাকি কলিযুগের রাম। আর আমি হচ্ছি অনুজ লক্ষ্মণ।

কল্পনা। ওঃ, এই কথা! আমি ভাবলাম আর কিছু!

মদন। (রামরতনকে) হ্যাঁ হে মুরুব্বি! দাদা যদি রাম, তবে সীতা কে?

রামরতন। বড় দিদিমণি।

মদন। আর উর্ম্মিলা?

দুলাল। কাকীমা।

মদন। সাব্বাস! আয় খোকন, কোলে আয়!

[দুলালকে কোলে তুলিয়া লইল]

কল্পনা। (হাসিমুখে) ঠাকুরপো! সারাজীবন কি এই রকম ছেলেমানুষই থাকবে?

মদন। থাকব। কারণ বুড়োমানুষ হলে যে কুঁজো হয়ে চলতে হবে। সে আমি পারব না। বউদি, এখন একটা কাজ কর দেখি।

কল্পনা। কি কাজ ?

মদন। বিঘ্নকে ঘাড়ে নেওয়ায় আগে একবার বিঘ্ন-বিনাশন হরিকে ডেকে নাও।

কল্পনা। হরিকে ডাকব কেন ?

মদন। না ডাকবে কেন ? বিপদে পড়লে হরিকেই তো ডাকতে হয়। না কি বল মুরুব্বি ?

রামরতন। সে তো একশোবার।

কল্পনা। হেঁয়ালী রেখে কি বলবে বল। তোমার দেরী হলে লগ্ন তো আর দেরী করবে না।

মদন। তা করবে না।

[সবিতার হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া কল্পনার কাছে গেল]

বউদি ! আমি যতদিন ফিরে না আসব, সবিতার ভার তোমাকে নিতে হবে বউদি।

[সবিতার হাত কল্পনার হাতে তুলিয়া দিতে গেল]

কল্পনা। (পিছাইয়া গেল) না না, আমি পারব না ঠাকুরপো ; তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

মদন। যদি পারবে না, তাহলে আমার মুখে বিষের বাটী তুলে দিয়েছ কেন ? নিজের বোনকে যদি শাসন করতে না পারবে, তাহলে অন্যের ছেলের জীবন ব্যর্থ করে দিলে কেন ? বল, কি করেছি আমি তোমার, যার জন্য দাদার কাছ থেকে আমাকে দূরে সরে যেতে হয়েছে ? বল—কেন আজ পৃথক হাঁড়িতে ভাত রান্না হচ্ছে ? বল—খোকনকে নিয়ে কেন আমি আজ একসঙ্গে খেতে পারছি না ?

কল্পনা। ঠাকুরপো! সবই আমার অদৃষ্ট। তুমি আমাকে আর দোষ দিও না ভাই।

মদন। না না, তোমার দোষ নেই বউদি, আমিই দোষী। তোমার অনুরোধে তোমার পিসতুতো বোনকে বিয়ে করেছিলাম, সেও আমার দোষ। ঐ রাক্ষসীর জন্ত তোমার সংসার ভেঙ্গে গেছে, তার জন্ত আমি দায়ী। তুমি আমাকে চাবুক মার বউদি—চাবুক মার। আর তাতে যদি তৃপ্তি না হয়, লাথি মার আমার পিঠে।

কল্পনা। ছিঃ ছিঃ ঠাকুরপো, তুমি কি পাগল হলে?

মদন। পাগল হতে আরও কি বাকী আছে বউদি? একই অট্টালিকার ছু' প্রান্তে তোমরা ছু'বোন ভাত রাঁধছ পৃথক করে। আর আমরা ছু' ভাই খেতে বসি পৃথক হয়ে। ও-প্রান্তে খোকন যখন 'কাকামণি' বলে ডাকে, এ প্রান্তে রাক্ষসী তখন রক্তচক্ষু দেখিয়ে বলে —'যেতে পাবে না ওখানে।' দোটানায় পড়ে আমি তখন কি করি জান বউদি—সেই জিনিসটা খাই, যা কোনদিন আমার বাপ ঠাকুর্দা খেতো না।

কাতল। কি বলছিস্ তুই গাধা? তুই কি পাগল হলি?

মদন। দাদা! ছোটবেলা থেকে ছু'ভাই আমরা পাশাপাশি বসে খেয়েছি। ভাত খাওয়া শিখে খোকন খেয়েছে আমার পাতে। বউদি আমাদের পেটভরে খেতে দিয়েছে চিরদিন। কিন্তু আজ যখন তোমার বউমা আলাদা করে ভাত রাঁধে, তখন মনে হয় আমার মাথা সেদ্ধ হচ্ছে হাঁড়িতে। আর যখন ও আমাকে মাছের মুড়ো দিয়ে খেতে দেয়, তখন খোকনকে আমার পাশে না দেখে মনে হয়, আমি মুড়ো খাচ্ছি না দাদা, খাচ্ছি নিজের মাথা।

দুলাল। কাকু!

মদন। হ্যাঁ রে খোকন, তোকে বাদ দিয়ে আমায় যে খাওয়া—সে আমার খাওয়া নয় রে—পিণ্ডি গেলা।

[কাঁদিয়া ফেলিল]

রামরতন। দাদুভাই! তুমি কাঁদছো?

কাজল। তুই কাঁদছিস মদন?

মদন। বুকে যে কি ব্যথা—তা তুমি বুঝবে না দাদা। ছোটবেলায় মাকে হারিয়ে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। বাল্যে দাদুর স্নেহরসে মানুষ হচ্ছিলাম। এমন সময়ে ঘোমটা দেওয়া এক মহিমময়ী মা সামনে এসে দাঁড়াল। আমি তখন পাঁচবছরের শিশু। সেই মায়ের স্নেহরসে অবগাহন করে শাখা পল্লবে মুঞ্জরিত হলাম। ছোটবেলায় যে ছিল খেলার সাথী, আশৈশব যাকে মায়ের মত পূজো করেছি—সেই মা যদি পর হয়ে যায়, তাহলে বুকে কি ব্যথা লাগে, তুমি তা বুঝবে না দাদা।

[চোখ হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল]

কাজল। কল্পনা! তুমি আর পাষাণ প্রতিমার মত চুপ করে থেকো না। চেয়ে দেখ—যাত্রার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে তোমার স্নেহাপ্লুত মদন চোখের জল ফেলছে। মদনের অনুরোধ তুমি রক্ষা কর লক্ষ্মী।

কল্পনা। ওগো, মন যে আমার ভেঙ্গে গেছে। ঠাকুরপোর অনুরোধ রাখা আর সম্ভব নয়। তুমি আমাকে অন্য আদেশ কর।

রামরতন। অভিমান ত্যাগ কর দিদিমণি। আমিও অনুরোধ করছি—ছোটদাদুর কথা তুমি রাখ।

কল্পনা। আমি অক্ষম। তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।

দুলাল। মা! তুমি কি পাষাণ? দেখছো না—কাকামণি চোখের জল ফেলছে। তুমি কাকামণির সঙ্গে কথা বল মা।

[কল্পনা নিরুত্তর রহিল]

মদন। বউদি! এখনো নীরব? বেশ, তাহলে চোখের জলেই বিদায় নিচ্ছি। প্রণাম নাও পাষাণী।

[কল্পনাকে প্রণাম করিল]

কল্পনা। (মদনকে হাত ধরিয়া তুলিয়া) ঠাকুরপো! সবিতার ভার আমি নিলাম ভাই।

[মুখে হাতচাপা দিয়া কাঁদিয়া ফেলিল]

মদন। (মুগ্ধচিত্তে) বউদি! তুমি মানবী নও, দেবী। না না, দেবী নও—তুমি দেবীরও উর্দ্ধে। তোমাকে আমি আবার প্রণাম করি।

[পুনরায় কল্পনাকে প্রণাম করিল]

রামরতন। এই তো লক্ষ্মী সরস্বতীর ঝগড়া মিটে গেল। এ তো সোনায় সোহাগা হ'ল গো। না কি বল ছোট দিদিমণি?

সবিতা। (গম্ভীর স্বরে) হুঁ।

কাতল। যাত্রার লগ্ন উপস্থিত। এইবার আসি দাদু! বিদায় দাও—

রামরতন। এস। হাসিমুখে বিদায় দিলাম।

মদন। তোর জন্য কি আনব খোকন?

দুলাল। হীরের ঘোড়া, সোনার সহিস, আর মুক্তোর মালা।

মদন। ওগুলো পেলে তুই খুশী হবি তো?

দুলাল। হবো।

মদন। বেশ, তাই আনব।

কল্পনা। তোর বাপি আর কাকুকে প্রণাম কর খোকন।

দুলাল। করছি মা।

[কাতল ও মদনকে প্রণাম করিল]

মদন। থাক্—থাক্—হয়েছে।

[দুলালের মুখ চুম্বন করিল]

কাতল। তোমার জন্ত কি আনব কল্পনা?

কল্পনা। কিছু না। শুধু তোমরা ভালভাবে ফিরে এস, এই কামনা করি।

কাতল। দাদুর জন্যে কি আনতে হবে?

রামরতন। পার তো হরিণের চামড়া একজোড়া নিয়ে এস।

দুলাল। হরিণের চামড়া কি হবে জ্যাঠামণি?

রামরতন। বুড়ো হয়ে গেছি যে বাবা। তাই হরিণের চামড়ায় বসে রামায়ণ মহাভারত পড়বো।

কাতল। তাই হবে দাদু।

মদন। আর তোমার কি চাই, তা তো বললে না সবিতা?

সবিতা। আমার জন্যে ধান নিয়ে এসো।

মদন। ধান কি হবে?

সবিতা। গোলায় তুলে রাখবো। আমি গরীবের মেয়ে। তাই হীরে-পান্না-চুনীর চেয়ে, ধানকেই বেশী ভালবাসি। তাই ধান এনে দিতে হবে আমাকে।

মদন। যে ধান আছে, তাকেই তো পোকায় নষ্ট করে দিচ্ছে। আবার আনলে রাখবো কোথায়?

সবিতা। আরও গোলা তুলবো। কিন্তু ধান আনা চাই। না আনলে আমি কিন্তু রাগ করবো।

মদন। রাগ করতে হবে না। ধান আমি আনবো। কিন্তু ধান আবার প্রাণ হরণ করে না যেন।

সবিতা। তার মানে?

মদন। মানে—ধানের অহঙ্কারে মানুষের প্রাণ নিয়ে তুমি যেন ছিনিমিনি খেলো না সবিতা।

সবিতা। একথা কেন বলছো তুমি ?

মদন। দুর্ভিক্ষ আসন্ন কিনা। তাই কথাটা বলতে বাধ্য হলাম।

সবিতা। তার অর্থ ?

মদন। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। ধান চাল পাওয়া যাচ্ছে না। দেশের লোক না খেয়ে মরছে। তাই যাওয়ার সময় তোমাকে বলে যাচ্ছি—আমার গোলার ধান দেশবাসীদের ন্যায্যমূল্যে ছেড়ে দিও। তাহলে তারা খেয়ে বাঁচবে। আর দু'হাত তুলে আমাদের আশীর্ব্বাদ করবে।

সবিতা। চৌদ্দটা গোলার ধানে ত্রিপুরার ক্ষুধা ক'দিন মিটবে ? পারবে কি তুমি ত্রিপুরাবাসীর মুখে হাসি ফোটাতে ?

মদন। ত্রিপুরাবাসীর মুখে হাসি ফোটাতে না পারলেও, কৈলাস-গড়ের ভাইবোনদের বাঁচিয়ে রাখতে পারব। এই কৈলাসগড় আমার জন্মভূমি। এখানে ছড়িয়ে আছে আমার ভাই, বন্ধু, বোনেরা। আমার শৈশবের খেলাঘর, যৌবনের লীলানিকেতন এই কৈলাসগড়। এখানকার মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা আমার কর্ত্তব্য। তাই তোমাকে আমি আদেশ দিয়ে যাচ্ছি সবিতা—যারা দাম দিতে পারবে না, তাদের বিনামূল্যে বিলিয়ে দিও আমার গোলার ধান। আমার গোলায় একমুঠো ধান থাকতেও, আমার দেশের লোক যেন না খেয়ে মরে না যায়।

সবিতা। পাগলের মত কি বলছো তুমি ? বিনামূল্যে বিলিয়ে দেবে নিজের ধান ?

মদন। হ্যাঁ দেব। কারণ ঐ মহিমময়ী বউদি আমাকে শিখিয়েছেন—দরিদ্রকে দান করলে, দাতার ভাণ্ডার ভগবান পূর্ণ করে দেন।

সবিতা। ওগো, কি বলছ তুমি ? তুমি মানুষ, না দেবতা ?

মদন। দেবতা আমি নই সবিতা। বউদির আদর্শে গঠিত আমি এক সাধারণ মানুষ। বউদির কাছে তোমাকে রেখে গেলাম। বউদির আদর্শ অনুসরণ করে তুমি দেবী হওয়ার সাধনা কর, দানবী হতে যেও না।

[প্রস্থানোদ্যত

সবিতা। এসব কথার মানে ?

মদন। (ফিরিয়া) মানে— এই পৃথিবীতে দু'রকম নারী আছে। একদল কৌশল্যা, আর একদল কৈকেয়ী। আমাদের সামনে যেসব মা বোনেরা বসে আছেন, তাঁদের অনেকেই কৌশল্যা। তাঁরা আমার বউদির মত পবিত্রা। তাঁরা ভাঙ্গতে আসেন না, তাঁরা গড়তে আসেন ভাঙ্গা ঘর। আর একদল আছেন—যাঁরা ভাঙ্গতে ওস্তাদ। তাঁরা কৈকেয়ী। তাঁদের সংখ্যাই এযুগে বেশী। তাই তোমাকে বলছি সবিতা—আমার বউদির সঙ্গে ঐ সব কৌশল্যা মায়েদের পদরেণু গায়ে মেখে নিজেকে সীতা সাবিত্রী গড়বার চেষ্টা কর, কিন্তু ঘর ভেঙ্গে দিয়ে নিজেকে কৈকেয়ী গড়ে তুলো না।

[প্রস্থান

সবিতা। (স্বগতঃ) বউদি—বউদি ! সব সময় বউদির গুণগান। এ আমার অসহ্য।

কাতল। চলি দাদু। যতদিন না ফিরে আসি, এদের দেখাশোনার ভার তোমার উপর রইলো। তুমি এদের দেখো বউমা। মদন যা বলে গেল, সেই মত কাজ ক'রো। তার অবাধ্য হয়ো না। চিন্তা করো না কল্পনা, একবছর পরে ঠিক এমনি দিনে আমরা দু'ভাই বাড়ী ফিরে আসব। খোকন! দুষ্টুমি করিসনে বাবা। মন দিয়ে লেখাপড়া করিস্।

[কল্পনা ও দুলাল কাতলচাঁদকে প্রণাম করিল]

কাতল। কল্পনা, চলি—

কল্পনা। এসো।

কাতল। খোকন! মায়ের অবাধ্য হয়ো না।

দুলাল। হব না বাবা।

কাতল। বউমা! মিলেমিশে থেকো।

সবিতা। চেষ্টা করব।

কাতল। দাদু! আজ থেকে এদের অভিভাবক তুমি।

রামরতন। জানি দাদুভাই।

[কাতলচাঁদের প্রস্থান

কল্পনা। সবিতা। ওরা দু'ভাই চলে গেল। তুই তো ওদের প্রণাম করলি না? এতবড় ভুল হল তোর! তুই কি রে?

সবিতা। (কপট ভান করিয়া) ওঃ হ্যাঁ, তাই তো বটে। খেয়াল হয়নি তো অতটা। ভুল হয়ে গেল দেখছি।

রামরতন। কাজটা ভাল করলে না ছোট দিদিমণি। ওরা বিদেশে যাচ্ছে। বিশেষ করে জলপথে। কবে ফিরবে তার ঠিক নেই। প্রণাম করলে ভাল করতে।

সবিতা। ছোট দিদিমণি কোন্ কাজটা আজ পর্য্যন্ত ভাল করেছে শুনি? রামরতন! আমি যে অলক্ষী মেয়ে। আমি তো আর লক্ষীর ঝাঁপি মাথায় করে এ বাড়ীতে আসিনি। আমি এসেছি স্রোতে ভেসে। তাই ভুল তো আমার হবেই।

রামরতন। বড়দিদিমণি, তুমি আর একে চটিও না। এ বোধ হয় মেয়েছেলে নয়, অন্য কিছু। কারণ আঘাত না পেলেও, ছোবল দেয়।

[প্রস্থান

দুলাল। কথায় বলে—তেঁতুল গাছে আঙুর ফলে না।

[প্রস্থান

সবিতা। রামরতন বলে গেল আমি নাগিনী, খোকন বলে গেল তেঁতুল। তুমি কিছু বলবে না দিদি?

কল্পনা। বলবার ভাষা আমি হারিয়ে ফেলেছি। ঠাকুরপো যে আমার মাথায় পাষাণ ভার চাপিয়ে দিয়েছে সবিতা।

সবিতা। সে ভার থেকে আমি তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি দিদি। আমার ভার আমি নিজেই বইতে পারবো। কারও প্রয়োজন হবে না।

কল্পনা। সবিতা! তোর মনটা এত কুৎসিত? ঠাকুরপোর দেওয়া দায়িত্ব তুই আমাকে পালন করতে দিবি না?

সবিতা। সত্যি দিদি, আমি খুবই কুৎসিত। তোমার মত আমি সুন্দরী নই। আর তোমার মত আমার টাকাপয়সাও নেই। আমি যে অলক্ষ্মী মেয়ে। তাই সোনা-দানায় ঘর ভর্তি না করে, ধান কিনে গোলাভর্ত্তি করে রেখেছি। সত্যি দিদি, আমি খুবই কুৎসিত। তুমি আমার গায়ে থুথু দাও!

কল্পনা। সবিতা! তুই শুধু কুৎসিত নয়, তুই অভদ্র।

সবিতা। স্বীকার করছি দিদি, আমি অভদ্র। কিন্তু ভদ্র সেজে অভদ্রের মত আমাদের ফাঁকি দিয়ে গায়ে যে হীরা মুক্তোর গয়নাগুলো পরে রয়েছ, ও গুলোর দাম কত হবে দিদি?

কল্পনা। সবিতা! তুই পালিয়ে যা। তোর স্পর্শে মাটি কেঁপে উঠবে, ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, প্রবল ভূমিকম্প আমাদের গ্রাস করবে। যা রাক্ষসী, তুই পালিয়ে যা।

সবিতা। কেন দিদি! আমি কি এতই নিকৃষ্টা?

কল্পনা। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিকৃষ্টা তুই। যে গয়নার খোঁটা তুই আমাকে

আজ দিলি, সে গয়না তোদের ফাঁকি দিয়ে নিইনি। এ গয়না দিয়েছেন আমার বাবা। আমার বাবার দেওয়া যৌতুককে যখন তুই তোদের বলতে পেরেছিস্, তখন বুঝেছি—তুই শুধু নিকৃষ্টা নয়, তুই সংসারের আবর্জ্জনা। তোর স্পর্শে আগুন আছে, তোর নিঃশ্বাসে বিষ আছে, তোর দৃষ্টিতে সৃষ্টি ধ্বংস হতে পারে! এখনো সময় আছে, তুই পালিয়ে যা হতভাগী! নইলে মহাপ্রলয় তোকে গ্রাস করবে। প্রবল ভূমিকম্পে পৃথিবী নেমে যাবে পাতালের অন্ধকারে। সাবধান রাক্ষসী—সাবধান!

[প্রস্থান

সবিতা। (অট্টহাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ। আগুনের শিখা সবে ছড়িয়ে পড়ছে। এখনো অনেক বাকী। মা! তুমি দেখে যাও—কি আগুন জ্বেলেছি এখানে। সূর্য্যকান্তকে পাইনি বলেই এ আগুন জ্বেলেছি। সমাজপতিগণ! চেয়ে দেখুন—ব্যর্থপ্রেমের আগুন জ্বলছে কেমন করে। মা! তুমি আমাকে অভিশাপ দাও মা—অভিশাপ দাও। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

কেশবনাথের গৃহ

কাদম্বিনী ও দেবাশীষের প্রবেশ

কাদম্বিনী। কি বললে? সূর্য্যকান্ত তোমাকে চাবুক মেরেছে?

দেবাশীষ। হ্যাঁ মা! মদ খেয়ে খেয়ে সূর্য্যকান্ত আজ পশুতে পরিণত হয়েছে। মনুষ্যত্ব, বিবেক সব হারিয়ে সে আজ শয়তান সেজেছে।

কাদম্বিনী। সুলেখা কিছু বললে না? সে তোমার এই অপমান নীরবে সহ্য করলে?

দেবাশীষ। সুলেখার সেখানে কোন অধিকার নেই মা! সে প্রাসাদে তাকে দাসীর মত জীবনযাপন করতে হচ্ছে। কিল, চড়, লাথি তার নিত্য সহচর।

কাদম্বিনী। এই অপমান সহ্য করবার জন্যই কি সুলেখাকে বড়ঘরে বিয়ে দিয়েছিলাম দেবাশীষ?

দেবাশীষ। এ সুলেখার বিধিলিপি! আমরা কি করবো মা!

কাদম্বিনী। পুত্রের এই ব্যাভিচার দেখে রায়মশায় কিছু বলছে না?

দেবাশীষ। সূর্য্যকান্তের উপরে তাঁর একটি কথা বলবার ক্ষমতা নেই মা!

কাদম্বিনী। পুত্রের এই অবাধ্যতা রায়মশায় নীরবে সহ্য করছে?

দেবাশীষ। রায়মশায়কে যত সরল তুমি মনে করছো—তত সরল তিনি নন মা! ওঁরা রাজার আত্মীয়। শিরায় ওঁদের দম্ভের বীজ লুকিয়ে আছে।

কাদম্বিনী। না বুঝে বড়ঘরে মেয়ের বিয়ে দিয়ে তাহলে কি আমি ভুল করেছি দেবাশীষ?

কেশবনাথের প্রবেশ

কেশব। ওকথা দেবাশীষকে জিজ্ঞাসা করছো কেন? বুকে হাত দিয়ে নিজের অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর, সেখানে এর উত্তর পাবে।

কাদম্বিনী। ওগো, কি বলছো তুমি?

কেশব। লোকে বলে—'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।' বড়ঘরে সম্প্রদান করে কন্যাকে সুখী করবে ভেবেছিলে! কিন্তু দেখলে তো—তোমার সমস্ত আশা বালির বাঁধের মত ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল! তোমার মেয়ে সুখী হ'ল না। এ প্রকৃতির প্রতিশোধ কাদম্বিনী—প্রকৃতির প্রতিশোধ।

কাদম্বিনী। রায়মশায় যে এতবড় শয়তান, একি আমি আগে জানতাম?

দেবাশীষ। সত্যিই মা, চরিত্রহীন পুত্রের বিবাহ দেওয়ার জন্য ছলে ভুলিয়ে সুলেখার জীবনটা যে রায়মশায় এমনি করে ব্যর্থ করে দেবেন, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি!

কেশব। ওরে দেবাশীষ, ওরা যে রাজার আত্মীয়। চাকুরীর জাল দিয়ে বোনা রাজনীতির বেসাতি করে ওরা। ওদের বিশ্বাস করাই আমাদের ভুল হয়েছিল।

দেবাশীষ। সত্যি বাবা! রায়মশায়ের চাতুরীতে আমরা প্রতারিত হয়েছি।

কেশব। একটি চরিত্রবান গরীবের ছেলের সঙ্গে যদি মেয়ের বিয়ে দিতাম, তাহলে সুলেখা আজ সুখী হত।

কাদম্বিনী। সত্যই দেবাশীষ, আমরা ভুল করেছি।

কেশব। তোমারই জন্য—তোমারই জন্য কাদু, সুলেখা আজ

ভিখারিণী। তুমি ঐশ্বর্য্যপ্রয়াসী না হলে, সুলেখার জীবনটা এমনি ভাবে ব্যর্থ হতো না।

কাদম্বিনী। ওগো, আমার কি অপরাধ?

কেশব। তোমারই জন্য সুলেখা আজ চোখের জলে ভাসছে। তার কান্নায় বনের পশুপাখী কাঁদছে। গিয়ে দেখ—সুলেখার দুঃখে সুলেখার পোষা কাকাতুয়ার চোখেও জল!

দেবাশীষ। বাবা!

কেশব। ওরে দেবাশীষ, যার দুঃখে বনের পশুপাখী কাঁদে—তাকে বর্ব্বর সূর্য্যকান্ত চিনলো না। এযে কতবড় ব্যথা—তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

দেবাশীষ। রামরতনকে ফিরিয়ে না দিয়ে, যদি মদনের সঙ্গে সুলেখার বিয়ে দিতে, তাহলে এই অঘটন ঘটতো না বাবা!

কেশব। তা যে আমি পারি না দেবাশীষ! ক্ষত্রিয়সমাজের মুকুটমণি হয়ে আমি কি করে সমাজবিধান ভাঙ্গি, বল্?

দেবাশীষ। নিষ্ঠুর সমাজ! তোমার যূপকাষ্ঠে কত সুকুমার প্রাণ বলি হয়ে গেল, তবু কি তোমার বজ্রশাসন বন্ধ হবে না? ওগো রাক্ষস! তোমার অভিযান তুমি বন্ধ কর, নইলে দেশ শ্মশান হয়ে যাবে।

ভবানন্দের প্রবেশ

ভবানন্দ। শ্মশানের আর বাকী কি দেবাশীষ! সারা ত্রিপুরাতে আজ দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। দুর্ভিক্ষে খেতে না পেয়ে হাজারে হাজারে লোক মরছে। দেশে চাল নেই, শস্য নেই। মা সন্তানকে স্তন দিচ্ছে না। নারীর ইজ্জত কানাকড়ির দামে বিকিয়ে যাচ্ছে। দেশ কি শ্মশান হতে আরও বাকী আছে?

দেবাশীষ। পথে আসতে আসতে দেখেছি মৃতদেহের পাহাড় জমে আছে। পোড়াবার লোক নেই। শৃগাল-শকুনি গলিত মৃতদেহের মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। দেখে আমার দু'চোখ ফেটে জল এসেছিল। ভবানন্দ! ত্রিপুরা যে শ্মশান হয়ে গেল ভাই!

কেশব। দেশে চাল নেই। অথচ মদনের গোলায় হাজার হাজার মন ধান পোকায় নষ্ট করে দিচ্ছে তোমরা এর প্রতিকার করছ না কেন? সবিতাদেবীর কাছে তোমরা ধান চাইছ না কেন?

ভবানন্দ। প্রতিকার করতে আমরা আজ বদ্ধপরিকর কাকাবাবু! আমরা স্থির করেছি—মদনের গোলায় ধান থাকতে আমরা কৈলাসগড়ের অধিবাসীরা না খেয়ে মরব না। সবিতাদেবীর কাছে প্রথমে আমরা ন্যায্য মূল্যে ধান চাইব। যদি তিনি না দেন, তাহলে জোর করে আমরা কেড়ে নেব।

দেবাশীষ। ভবানন্দ! কি বলছিস তুই?

ভবানন্দ। ঠিকই বলছি। দেবাশীষ! আমাদের প্রতিভূ হয়ে সবিতাদেবীর কাছে যাওয়ার জন্য তোমাকে অনুরোধ করতে এসেছি। আমাদের অনুরোধ কি তুমি রাখবে না?

দেবাশীষ। কেন রাখবো না ভবানন্দ? ত্রিপুরা কি আমার মা নয়? হাজার হাজার মৃতদেহ দেখে আমার চোখ ফেটে কি জল আসে না?

ভবানন্দ। তাহলে সবিতাদেবীর প্রাসাদে তোমাকে এখুনি যেতে হবে। বল, যাবে?

দেবাশীষ। যাব।

কাদম্বিনী। কিন্তু আমার সুলেখার কি হবে দেবাশীষ?

দেবাশীষ। তুমি চিন্তা ক'রো না মা! আগে কৈলাসগড়ের বুভুক্ষু মানুষের মুখে হাসি ফোটাই, তারপর নেবো প্রতিশোধ।

কাদম্বিনী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রতিশোধ নিতে হবে। সুলেখার অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে।

দেবাশীষ। শুধু সুলেখার নয় মা! নিজের প্রাসাদে পেয়ে সূর্য্যকান্ত আমাকে অপমমান করেছে। সে অপমানেরও আমি প্রতিশোধ নেব।

কেশব। (বিস্মিত কণ্ঠে) কি বললে! সূর্য্যকান্ত তোমাকে অপমান করছে?

দেবাশীষ। হ্যাঁ বাবা!

ভবানন্দ। (সাশ্চর্য্যে) কি বলছো দেবাশীষ? তোমাকে অপমান করেছে সূর্য্যকান্ত?

কাদাম্বনী। হ্যাঁ ভবানন্দ! দেবাশীষকে সূর্য্যকান্ত চাবুক মেরেছে।

কেশব। (বাঘের মত চক্ষু দুইটি জ্বলিয়া উঠিল) কি, চাবুক মেরেছে? ক্ষত্রিপ্রধান কেশব রায়ের পুত্রকে চাবুক? দাঁড়াও সূর্য্যকান্ত রায়। তোমার মাথাকে আমি চিবিয়ে খাব। নইলে বৃথাই আমি কেশব রায়।

[দন্তে দন্ত ঘর্ষণ]

ভবানন্দ। কাকাবাবু! উত্তেজিত হবেন না।

[কেশবনাথের হস্তধারণ]

কেশব। (উত্তেজিতভাবে) না না, হাত ছেড়ে দে ভবানন্দ—হাত ছেড়ে দে। আমি ক্ষত্রিয়প্রধান কেশব রায়। ক্ষত্রয়ের রক্ত আমার শিরায় শিরায় বইছে। দরিদ্র হলেও সম্ভ্রান্ত বংশে আমার জন্ম। দেবাশীষকে কশাঘাত করে সূর্য্যকান্ত সেই বংশমর্য্যাদায় আঘাত করেছে। এই অপমানের আমি প্রতিশোধ নেব। সূর্য্যকান্তের পিতা-পুত্রকে তাদের প্রাসাদেই আগুন দিয়ে পোড়াবো। তারপর সেই আগুনের ভস্মরাশি প্রাসাদময় ছড়িয়ে দিয়ে আমি হাসবো পাগলের হাসি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

[উত্তেজিতভাবে প্রস্থান

ভবানন্দ। কাকাবাবু! ফিরে আসুন—ফিরে আসুন—

কাদম্বিনী। ও আর ফিরবে না। আর আমারও প্রতিজ্ঞা শোন ভবানন্দ। ছেলেমেয়ের এই অপমান আমিও সইব না। এই অন্যায়ের কৈফিয়ৎ চাইতে আমি সূর্য্যকান্তের প্রাসাদে যাব। প্রয়োজন হলে সুলেখাকে আমি হত্যা করব, তবু সূর্য্যকান্তের লাথি খেয়ে বেঁচে থাকতে দেব না।

[প্রস্থানোদ্যত।

দেবাশীষ। মা!

কাদম্বিনী। মা মরে গেছে দেবাশীষ। মেয়ের অপমানের চিতা-ভস্মের মধ্য থেকে উঠে এসেছি আমি দানবদলনী দশভূজা।

[প্রস্থান

দেবাশীষ। আমারও প্রতিজ্ঞা—ভগ্নীকে বিধবা সাজাবো, তবু সূর্য্যকান্তকে ক্ষমা করব না।

[প্রস্থানোদ্যত

ভবানন্দ। দেবাশীষ!

দেবাশীষ। বল ভবানন্দ।

ভবানন্দ। সবিতাদেবীর কাছে দাবী পেশ করবে তো?

দেবাশীষ। নিশ্চয়ই করব।

ভবানন্দ। যাক্—নিশ্চিন্ত।

[প্রস্থান

দেবাশীষ। (উত্তেজিতভাবে) সূর্য্যকান্ত! তুমি সিংহের মাথায় লাথি মেরেছ। কিছুতেই তোমার ক্ষমা নাই। আমি তোমার মাথা চাই, নইলে বৃথাই আমি ক্ষত্রিয় তনয়।

[প্রস্থানোদ্যত

ভবানন্দের পুনঃ প্রবেশ

ভবানন্দ। সর্ব্বনাশ হয়েছে দেবাশীষ—সর্ব্বনাশ হয়েছে।

দেবাশীষ। (বিচলিতভাবে) কি হয়েছে ভবানন্দ ?

ভবানন্দ। মানসিক উত্তেজনায় কাকাবাবু মারা গেছেন।

দেবাশীষ। বাঃ রে ভাগ্য—বাঃ! একদিকে ছুর্ভিক্ষ—অন্যদিকে প্রতিশোধ—সর্ব্বোপরি পিতার এই আকস্মিক মৃত্যু! ভবানন্দ! বলতে পারিস্—কি করি আমি ? এখন আমার কর্ত্তব্য কি ?

ভবানন্দ। ধৈর্য্য ধর দেবাশীষ। বিপদে বিচলিত হয়ো না।

দেবাশীষ। ধৈর্য্যের বাঁধ যে আর থাকছে না ভবানন্দ! বোধ হয় আমি পাগল হয়ে যাব। ভগবান! আমাকে পথ দেখাও—পথ দেখাও।

[প্রস্থান

ভবানন্দ। দেবাশীষ। শোন—শোন—

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

শিবমন্দিরের সম্মুখভাগ

কঙ্কালসার কল্পনার প্রবেশ

কল্পনা। পালিয়ে এসেছি। চোরের মত পালিয়ে এসেছি। খোকন ঘুমুচ্ছে। ঘুম থেকে উঠে খাবার চাইবে। ঘরে চাল নেই। কি দেব তার মুখে ? ওগো বিশ্বেশ্বর। এ কি অবস্থায় ফেলেছ আমাদের। যাদের বাড়ী থেকে অতিথি না খেয়ে ফিরতো না, তাদেরই ছেলেমেয়ে আজ শুকিয়ে মরছে। ওরে ছুর্ভিক্ষ রাক্ষসী! তোর জিহ্বা

আর প্রসারিত করিসনে। ত্রিপুরা যে শ্মশান হয়ে গেল। এবার তুই শান্ত হ' রাক্ষসী—শান্ত হ'।

কঙ্কালসার দুলালের প্রবেশ

দুলাল। মা—মা!

[কল্পনাকে সামনে দেখিয়া]

এ কি, তুমি এখানে? আর আমি তোমাকে বাড়ীময় খুঁজছি।

কল্পনা। আমি এই মন্দিরে এসেছি বাবা।

দুলাল। ওঃ, পূজো দিতে এসেছ বুঝি? তা দাও না মা—প্রসাদ খাই। বেজায় ক্ষুধা পেয়েছে।

[কল্পনার শূন্য হস্ত দেখিয়া]

কই, তোমার হাতে তো কিছু নেই। তবে কেন এসেছ এখানে?

কল্পনা। শিবঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে এসেছি খোকন।

দুলাল। কি প্রার্থনা মা?

কল্পনা। দুর্ভিক্ষের কবল থেকে ত্রিপুরা যাতে রক্ষা পায়, এই প্রার্থনা বাবা।

দুলাল। তোমার প্রার্থনা শিবঠাকুরের কানে পৌঁছাবে না মা। উনি যে পাথরের দেবতা। ওঁর কান নেই, চোখ নেই, সুসময়ে আমাদের দেওয়া রাশি রাশি ভোগ উনি খেতে পারেন, কিন্তু অসময়ে আমাদের কান্নায় উনি কান দেন না।

কল্পনা। না রে বোকা, না। উনি যে আশুতোষ। সামান্য বেলপাতাতেই তুষ্ট। আমরা একমনে ডাকতে পারি না, তাই আমাদের ডাকে উনি সাড়া দেন না।

দুলাল। একমনে ডাকলে শিবঠাকুর কি সাড়া দেবে মা?

কল্পনা। নিশ্চয়ই দেবেন। খোকন! তুই একবার ডাকড়-

ভোলাকে ডাক্ তো বাবা। আমাদের ডাকে ওঁর হৃদয় গলে না। দেখি, তোর ডাকে ওঁর টনক নড়ে কি না।

দুলাল। গীত

চোখের জলে গলবে না কি পাষাণ তোমার হিয়ে!
দেশ যে আজি শ্মশান হ'ল মড়ক লেগে গিয়ে।
একমুঠো ভাত—তাও জোটে না,
গাছের পাতা—তাও ফোটে না;
শেয়াল শকুন করছে খেলা মানবদেহ নিয়ে।
এদিন যেন এ দেশেতে না আসে আর কভু,
তোমার কাছে বারে বারে এই মিনতি প্রভু;
সুদিন এলে পুজব তোমায় ডাব-চিনি-দুধ দিয়ে।

কল্পনা। খোকন!

[দুলালের মুখচুম্বন করিল]

দুলাল। বড্ড খিদে পেয়েছে মা। আজ তিনদিন কিছু খেতে পাওনি। মাথা ঘুরছে। আর দাঁড়াতে পারছি না। দাও না মা কিছু খেতে।

[দুলালের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া অন্যদিকে মুখ করিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন]

দুলাল। কথা বলছো না কেন মা? খাবার চাইলেই তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও। (অভিমানভরে) বুঝেছি মা—তুমি আমাকে আর ভালবাস না।

কল্পনা। (স্বগতঃ) হায় ভগবান! কি করে বোঝাই এই অবোধ বালককে। বিশ্বেশ্বর! তুমি আমাকে ভাষা বলে দাও। ভাষা যে আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

[ক্রন্দন]

দুলাল। এখনো চুপ করে আছ? যাও, তোমার সঙ্গে আর আমি কথা বলবো না। যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব।

[প্রস্থানোদ্যত

কল্পনা। (দুলালের হাত ধরিয়া) খোকন! দাঁড়া বাব'—

দুলাল। দাঁড়িয়ে কি হবে? দুষ্টু হয়েছি বলে, তিনদিন তুমি আমাকে না খাইয়ে রেখেছ। আর একটু অপেক্ষা করলে আমি মাথা ঘুরে পড়ে যাব। তার চেয়ে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাই।

কল্পনা। না খোকন, একটু দাঁড়া। ভবানন্দ ফিরে এলেই সব ব্যবস্থা হবে।

দুলাল। কি হবে? খেতে দেবে তো? ঠিক বলছো?

কল্পনা। হ্যাঁ রে খোকন, হ্যাঁ। একথলি মোহর নিয়ে তোর ভবানন্দ কাকাকে পাঠিয়েছি চাল আনতে। সে ফিরে এলে, ভাত রাঁধবো।

রিক্তহস্তে মোহরের থলি লইয়া ভবানন্দের প্রবেশ

ভবানন্দ। না বউদি, চাল পেলাম না।

[দীর্ঘশ্বাস]

কল্পনা। চাল পেলে না?

ভবানন্দ। না বউদি!

কল্পনা। কি হবে ঠাকুরপো? খোকন যে আজ তিনদিন না খেয়ে আছে। কি হবে এখন?

ভবানন্দ। কি করবো বউদি। একথলি মোহরের বদলে কেউ একসের চাল দিলে না। আর তাদেরই বা দোষ কি? চালের দাম আজ হীরে-জহরতের চেয়ে বেশী। যাদের ঘরে চাল আছে, তাদের

নিজের প্রয়োজনই তা দিয়ে মিটবে না। অন্যকে তারা দেয় কি করে বলুন ?

কল্পনা। তাহলে আমার খোকনকে আজও উপবাসী থাকতে হবে ?

ভবানন্দ। হ্যাঁ বউদি।

দুলাল। মা! তুমি আর ভেব না মা। আজকের উপবাস আমার শেষ উপবাস। তারপর আমি মরে যাব। আমি মরে গেলে খাবার জন্য কেউ তোমাকে আর জ্বালাতন করবে না।

কল্পনা। খোকন! ওরে কি বলছিস্ তুই দুষ্টু।

[দুলালকে বুকে জড়াইয়া ধরিল ও পরে মুখ চুম্বন করিয়া]

অমন কথা বলতে নেই সোনা। অমন কথা তুই আর বলিস্‌নে বাবা।

ভবানন্দ। বউদি। আমার একটা অনুরোধ তুমি রাখ। ওর কাকীমার কাছে তুমি যাও। আমার বিশ্বাস, খোকনের মুখ চেয়ে সে চাল দেবে।

কল্পনা। না ঠাকুরপো। না খেয়ে আমরা শুকিয়ে মরব, তবু সবিতার কাছে যাব না।

সবিতার প্রবেশ

সবিতা। গেলেও খুব সুবিধে হবে না দিদি।

ভবানন্দ। কি বলছো তুমি ঠাকরুন। খোকনের জন্যে তুমি চাল ধার দেবে না ?

সবিতা। না। তা তুমি লোকটা কে? এর আগে তো তোমাকে দেখিনি ?

ভবানন্দ। দেখবে কি করে। চোখ থাকলে তো দেখবে।

সবিতা। তোমার নাম কি ?

ভবানন্দ। তিলক সিং।

সবিতা। (বিস্মিত কণ্ঠে) তিলক সিং ?

ভবানন্দ। হ্যাঁ।

সবিতা। এরকম নাম তো কখনো শুনি নি ?

ভবানন্দ। শুনবে কি করে? এ নাম আমি নূতন নিয়েছি। আর নিয়েছি এই জন্যে—দুষ্টুদের নাকের উপর তিলক হয়ে বসব, আর ধর্ম্মের ঢাক বাজাবো বলে।

সবিতা। তা এখানে দাঁড়িয়ে ঘুর ঘুর করছো কেন ? কি দরকার তোমার দিদির সঙ্গে ?

ভবানন্দ। সে কথা দিদিই জানে। তোমার জানার দরকার নেই।

সবিতা। না বললেও আমি সব জেনেছি। ভাশুর নাই দেখে তুমি দিদির সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে এসেছ।

কল্পনা। (ক্রুদ্ধভাবে) সবিতা! মুখ সামলে কথা বল্। আবার ওকথা বললে ঘাড় ধরে বের করে দেব বাড়ী থেকে।

সবিতা। তা দিতে পার। কিন্তু সত্যি কথা বলতে আমি ভয় পাই না।

কল্পনা। (ক্রুদ্ধভাবে) সবিতা, আবার।

ভবানন্দ। তুমি চুপ কর বউদি। তা ঠাকরুন, আমি যে ফষ্টিনষ্টি করতে এসেছি, তা তুমি জানলে কি করে বল দেখি ?

সবিতা। ও আমি দেখেই বুঝে নিয়েছি।

ভবানন্দ। তা তো বুঝবে। কারণ, রতনে রতন চেনে।

সবিতা। তার মানে ?

ভবানন্দ। মানে—আমরা একই পথের পথিক কি না। তাই তুমি বুঝবে না তো বুঝবে কে ? তবে একটা কথা জেনে রাখ—কাজলদীঘির

ঐ শুধু আমার বউদি নয়, ও আমার মা! আর তুমি মেয়ে হলেও —ডাইনী।

সবিতা। (ক্রুদ্ধভাবে) আবার ধেষ্টপনা হচ্ছে। বেরো লুচ্চো, বেরো এখান থেকে।

ভবানন্দ। বেরুবো। কিন্তু তার আগে জানতে চাই—খোকনকে তুমি চাল দেবে কি না।

সবিতা। না। আমি মরব, তবু চাল কাউকে দেব না।

ভবানন্দ। তাহলে এইখানেই তোমার ভবলীলা শেষ হয়ে যাক্।

[সবিতার গলা টিপিতে উদ্যত হইল। সবিতা সহসা একটি পিস্তল বাহির করিয়া ভবানন্দের বুক লক্ষ্য করিয়া]

সবিতা। সাবধান! আর এক পা এগুলে তোমাকেই শেষ করে দেব।

কমলা। ছিঃ ছিঃ ঠাকুরপো। এসব কি করছো তোমরা? খোকন না খেয়ে মরবে, তবু তোমরা দ্বন্দ্ব ক'রো না ভাই।

দুলাল। না খেয়ে মরব কেন মা? আমার কাকুর গোলায় ধান থাকবে, আর আমি না খেয়ে মরব? কেন মা, আমি কি কাকুর কেউ নই? কাকুর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক কি মুছে গেছে?

সবিতা। হ্যাঁ হ্যাঁ, সম্পর্ক মুছে গেছে সেইদিন—যেদিন আমরা পৃথক হয়েছি। তোরা এখন শত্রু। তোদের ছায়া মাড়ালেও পাপ হয়।

কমলা। (ঝাঁঝালো স্বরে) সবিতা! তুই চুপ কর্ সবিতা। তুই চলে যা এখান থেকে। বাড়ী বয়ে এসে অপমান করিস্ নে।

সবিতা। অপমানের হয়েছে কি! এখনো অনেক বাকী। এই তো সবে শুরু করেছি। বলতে দাও।

ভবানন্দ। ঠাকরুন। চাল দিতে চাও দাও, নইলে বিদেয় হও। জ্ঞান দিতে হবে না তোমায়।

সবিতা। বিদেয় হব কেন? সুযোগ পেয়েছি। অপমান করতে ছাড়ব না আজ।

দুলাল। আমিও তোমাকে ছাড়ব না কাকীমা। চাল না দিলে আমি তোমার পায়ে মাথা ঠুকে মরব।

সবিতা। মরলেও চাল পাবি না এখানে। আমি যে অলক্ষ্মী মেয়ে, আমার কাছে চাল থাকবে কেন? লক্ষ্মীর ঝাঁপি মাথায় নিয়ে এসেছে তোর মা। সেই ঝাঁপিতেই চাল আছে খোকন।

কল্পনা। খোকন, এখান থেকে পালাই চল্ বাবা। ঐ নাগিনীর নিঃশ্বাস আমার অসহ্য লাগছে।

দুলাল। কিন্তু কাকুর গোলায় ধান থাকতে কেন আমি না খেয়ে মরব মা? দাও কাকীমা, চাল দাও আমায়।

[সবিতার হস্তধারণ]

সবিতা। হবে না। দূর হয়ে যা।

[হাত ছাড়াইয়া লইল]

দুলাল। কাকু যে আমাকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসতো। কাকুর মুখ চেয়ে তুমি আমাকে চাল ধার দাও। ধার আমি শোধ করে দেব কাকীমা।

[পুনরায় সবিতার হস্তধারণ]

সবিতা। বললাম তো, হবে না।

[হাত ছাড়াইয়া লইল]

দুলাল। আমার মুখের দিকে চাও কাকীমা। চেয়ে দেখ, আজ তিনদিন আমি উপবাসী। মাথা ঘুরছে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। তোমার পায়ে ধরছি, তুমি আমাকে একমুঠো চাল দাও।

[সবিতার পদধারণ করিল]

সবিতা। দূর হয়ে যা পাজী ছেলে।

[পা দিয়া সজোরে ঠেলিয়া দিল]

দুলাল। মা—মাগো!

[মাটিতে পড়িয়া গেল ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার মৃত্যু হইল]

ভবানন্দ। খোকন—খোকন—

[দুলালের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন]

কল্পনা। ধিক্ সর্ব্বনাশী, তোকে ধিক্।

[দুলালের পাশে বসিলেন]

খোকন—খোকন—

ভবানন্দ। (দুলালকে পরীক্ষা করিয়া) কা'কে আর ডাকছ বউদি? কাজলচাঁদের হৃদয়সর্ব্বস্ব চিরদিনের মত হারিয়ে গেছে।

কল্পনা। (বিস্ময়ে মূঢ়ের মত) এঁ্যা! মরে গেল? চালের অভাবে খোকা আমার মরে গেল!

শ্মশ্রুরাশিতে পরিপূর্ণ মুখ ও চক্ষু কোটরাগত, গলায় একটি ভিক্ষার ঝুলিসহ রামরতনের প্রবেশ

রামরতন। চাল এনেছি বড় দিদিমণি—চাল এনেছি। খোকন কোথায়—খোকন? তুমি ভাতের ব্যবস্থা কর বড় দিদিমণি। খোকনকে আর উপোস করতে হবে না। চেয়ে দেখ—তার জন্য আমি চাল ভিক্ষা করে এনেছি। খোকন, ওরে খোকন—

ভবানন্দ। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) খোকন মরে গেছে ঘোষমশাই।

রামরতন। (বিস্ময়মূঢ়ের মত) এঁ্যা, মরে গেছে!

[ভিক্ষার ঝুলি মাটিতে পড়িয়া গেল]

ভবানন্দ। হ্যাঁ ঘোষমশাই। ঐ অলক্ষ্মীর স্পর্শে এই ফুটন্ত গোলাপ চিরদিনের জন্য ঝরে গেল।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান

রামরতন। একজন জমিদারের হাতে পায়ে ধরে দু' মুঠো চাল যার জন্য ভিক্ষা করে নিয়ে এলাম, সেই সোনার চাঁদ খোকন মরে গেল! ও-হো-হো—ভগবান! বউমার স্বপ্ন যে এমন করে সত্য হবে, তা কি আগে জানতাম। ওরে দাদুভাই—তুই দেখে যা—তোর আঁধার ঘরের আলো যে আজ নিভে গেল।

[ক্রন্দন]

কল্পনা। (শোকে পাগলের মত) কি নিভে গেল! আলো! কিসের আলো! চাঁদের! উঁহু, তাও কি কখনো হয়! চাঁদের আলো কি কখনো নেভে? ওসব দেখার ভুল। হাঃ হাঃ হাঃ—

রামরতন। দিদিমণি—দিদিমণি—

কল্পনা। (আপনমনে) খোকন ঘুমুচ্ছে! তাই চাঁদও ঘুমুচ্ছে। ঘুম ভেঙ্গে খোকন উঠবে। তখন চাঁদও উঠবে। খোকন যখন খল-খল করে হাসবে, তখন চাঁদের আলোয় সারা বিশ্ব হেসে উঠবে। সে হাসিতে আমি তলিয়ে যাব, তলিয়ে যাবে ঠাকুরপো, আর তলিয়ে যাবে খোকনের বাবা—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

[মৃতদেহ কোলে তুলিয়া লইল]

রামরতন। দিদিমণি!

কল্পনা। চুপ কর্ রামরতন! খোকন ঘুমুচ্ছে। ওর ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

[প্রস্থানোদ্যত

রামরতন। কোথায় যাচ্ছ দিদিমণি?

সবিতা। (পিস্তল বাহির করিয়া) সাবধান রামরতন! চলে যা আমার সম্মুখ থেকে। আবার মান টুটিয়ে কথা বললে, তোকে আমি গুলি করে মারব।

রামরতন। বেশ, যাচ্ছি তাহলে। তবে যাওয়ার সময় বলে যাই—এ মহাপাপ বৃথা যাবে না। বাবা শিবঠাকুর যদি সত্যি হন, তাহলে তাঁর সামনে যে মহাপাপ তুমি করেছ—তার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করতেই হবে। যে পা দিয়ে তুমি কচি ছেলেটাকে মেরে ফেলেছ, সেই পা একদিন গলিত কুষ্ঠরোগে নিথর হয়ে পড়বে।

[প্রস্থানোদ্যত

সবিতা। (সক্রোধে) রামরতন!

রামরতন। এ যদি মিথ্যা হয়—তাহলে সূর্য্য পশ্চিমে উঠবে, বাতাস বইবে না, পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে যাবে।

[প্রস্থান

সবিতা। হাঃ হাঃ হাঃ! ঘৃণা আর অভিশাপ মাথায় নিয়ে জীবন-সমুদ্রে সুন্দর পাড়ি জমিয়েছি। সূর্য্যকান্ত! তোমার বিরহেই আজ কণ্টকমালা আমার অঙ্গের ভূষণ। তোমারও কি তাই?

দেবাশীষের প্রবেশ

দেবাশীষ। নমস্কার সবিতাদেবী!

সবিতা। কে আপনি?

দেবাশীষ। জনগণের প্রতিভূ। নাম আমার দেবাশীষ রায়।

সবিতা। ওঃ, আপনিই দেবাশীষ রায়! কৈলাসগড়ের প্রজাদের আমার বিরুদ্ধে আপনিই ক্ষেপিয়ে তুলেছেন?

দেবাশীষ। ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ যখন উন্মাদ হয়ে যায়, তখন সে

কারুর উত্তেজনায় অপেক্ষা করে না সবিতা দেবী ! দেশে আজ দুর্ভিক্ষ—মহামারী। রোগে, শোকে, অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, অখাদ্য, কুখাদ্য খেয়ে হাজার হাজার লোক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। যারা বেঁচে আছে, তারাও মৃত্যুর জন্য দিন গুণছে। দেশ আর দেশবাসী আজ চরম সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি কি তা দেখতে পাচ্ছেন না ?

সবিতা। পাচ্ছি। কিন্তু তার জন্য আমি একা কি করতে পারি ? আমি ধান ছেড়ে দিলে সারা ত্রিপুরার ক্ষুধা কি মিটবে ?

দেবাশীষ। তা মিটবে না। কিন্তু কৈলাসগড়ের প্রজারা আরও কিছুদিন বাঁচতে পারবে। তাই আমার অনুরোধ—ধান মজুত রেখে আপনার স্বামীর জন্মভূমিকে আপনি শ্মশান করে দেবেন না সবিতাদেবী ! ন্যায্যমূল্যে ধান ছেড়ে দিয়ে দেশবাসীকে আপনি রক্ষা করুন, আপনি তাদের মা হোন !

সবিতা। অসম্ভব। এত সহজে আমি ধানের গোলা খুলব না। নিজেদের উপার্জ্জিত অর্থে যে ধান কিনে আমরা জমিয়েছি, কা'রও রক্তচক্ষুর ভয়ে সে ধান আমি ছাড়বো না।

দেবাশীষ। তাহলে আমিও বলি শুনুন। যে উপার্জ্জিত অর্থের অহঙ্কার আপনি করছেন, সে অর্থ আপনাদের নয়। প্রজাদের রক্তশোষণ করেই সে অর্থ আপনারা জমিয়েছেন।

সবিতা। দেবাশীষবাবু ! আপনি সংযত হয়ে কথা বলুন। আপনি জানেন না, আপনি কি বলছেন !

দেবাশীষ। এখনো বলছি সবিতাদেবী, যদি ভাল চান তো ধানের গোলা খুলে দিন !

সবিতা। না, দেব না।

দেবাশীষ। তাহলে জেনে রাখুন—বাইরে জনতা অপেক্ষা করছে। আজই আমরা সমস্ত ধান লুট করে নেব।

সবিতা। তাহলে আমিও সবাইকে মাটিতে লুটিয়ে দেব।

দেবাশীষ। এত দম্ভ আপনার? বেশ, চল্লাম তাহলে আমরা ধান লুট করতে। দেখি আপনি কি করেন!

[প্রস্থানোদ্যত

[চকিতে পিস্তল বাহির করিয়া দেবাশীষের সামনে বাগাইয়া ধরিয়া]

সবিতা। সাবধান! আর এক পা এগুলে দেহ আপনার মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।

দেবাশীষ। (সাশ্চর্য্যে) এ কি, পিস্তল?

সবিতা। হ্যাঁ। (হাসিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ।

[পিস্তল নাচাইতে নাচাইতে]

শুধু এই একটা নয়, দু'শো বন্দুক তৈরী আছে। বুঝে কাজ করবেন। হুঁশিয়ার!

দেবাশীষ। (বিস্মিতকণ্ঠে) দু'শো বন্দুক!

সবিতা। হ্যাঁ। ধানের গোলা রক্ষা করতে রাজসরকার থেকে আমি দু'শো বন্দুক ভাড়া করেছি। আসি এখন। নমস্কার দেবাশীষবাবু!

[ব্যঙ্গভরে দেবাশীষকে নমস্কার করিয়া প্রস্থান

দেবাশীষ। শুনে যান সবিতাদেবী! বন্দুকের ভয় দেখিয়ে গণ-শক্তিকে কেউ কোনদিন প্রতিহত করতে পারে নি। আর আপনিও পারবেন না। এই দম্ভের মোকাবিলা করতে আমি আর একদিন আসব। সেদিন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এর জবাব দিয়ে যাব।

[প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সুলেখার শয়নকক্ষ

অগ্রে সুলেখা ও পশ্চাতে খাবারের থালাহস্তে

পাঁচুগোপালের প্রবেশ

সুলেখা। না-না, আমাকে অনুরোধ করিস্‌নে পাঁচু! আমি খাবার খেতে পারব না।

পাঁচু। না খেলে চলবে না মা-মণি! না খেয়ে তোমার দেহে কালি পড়ে গেছে। আয়নায় মুখ দেখলে তুমি বুঝতে পারবে তোমার কি দশা হয়েছে।

সুলেখা। স্বামীর সঙ্গসুখ যার কপালে নেই, তার রূপের পশরা বয়ে লাভ কি! রূপ আমার কাছে এখন অভিশাপ। এ রূপ আমি রাখবো না। একে আমি পুড়িয়ে ফেলব।

পাঁচু। সব জানি মা-মণি! স্বামীর সোহাগ যে পেলে না, তার জীবনের কোন দাম নেই।

সুলেখা। জানিস্‌ যখন, তখন খাওয়ার জন্য জ্বালাতন করছিস্‌ কেন? আমি খাবনা পাঁচু! তুই যা।

পাঁচু। না খেয়ে মরা যে মহাপাপ। না, মা-মণি! আমি ছেলের মত। আমার মুখ চেয়ে তোমাকে খেতেই হবে।

[থালা হইতে একটি মিষ্টি লইয়া জোর করিয়া সুলেখার মুখে তুলিয়া দিল]

সুলেখা। তোর জ্বালায় বাঁচব না পাঁচু! তুই আমাকে জ্বালিয়ে মারলি।

[মিষ্টিটি খাইতে আরম্ভ করিল]

মদ্যপান করিতে করিতে সূর্য্যকান্তের প্রবেশ

সূর্যাকান্ত। বাঃ-বাঃ-বাঃ! এইতো জমেছে ভাল। এমন না হলে কি আর মানায়।

পাঁচু। কি বলছেন খোকাবাবু?

সূর্য্যকান্ত। খাঁটি কথাই বলছি। তাইতো ভাবি, প্রাসাদে এত লোক থাকতে পাঁচুগোপাল মা-মণিকে খাওয়ানোর জন্য এত ব্যস্ত হয়ে ওঠে কেন।

[মদ্যপান]

সুলেখা। ওগো, পাগলের মত কি বলছো তুমি?

সূর্যাকান্ত। (ক্রুদ্ধভাবে) ভেতরে ভেতরে এতদূর এগিয়েছিস্ শয়তানী? রায়বংশের বউ হয়ে একটা চাকরের সঙ্গে প্রেম করতে তোর বাধলো না কুলটা?

পাঁচু। কি বলছেন খোকাবাবু? বউরাণী যে আমার মা। ওকে আমি মায়ের মত শ্রদ্ধা করি। আর আপনি একি বলছেন?

সূর্যাকান্ত। শ্রদ্ধা করিস্ বলেই তো, প্রেমের আবেগে ওর মুখে খাবার তুলে দিচ্ছিস্!

সুলেখা। (বিরক্তিভরে) কি বলছো অসভ্যের মত? পাঁচুগোপাল যে আমার ছেলে।

সূর্যাকান্ত। ছেলে! হাঃ হাঃ হাঃ! বিপদে পড়ে রাধারাণীও একদিন কেষ্ট ছোঁড়াকে কালী সাজিয়েছিল। কিন্তু কেষ্ট কি সত্যিই

কালী ছিস? ওসব আমার জানা আছে। এখন বল্ কুলটা, কতদিন থেকে ঐ ভ্রমরটিকে মধুপান করানো হচ্ছে?

পাঁচু। খোকাবাবু! মা-মণিকে অপমান করবেন না। উনি কুল-লক্ষ্মী! ওঁর নামের সঙ্গে একটা চাকরকে জড়িয়ে অপবাদ দেবেন না। আপনার বংশের দুর্নাম হবে।

সূর্য্যকান্ত। সুনাম যখন গেছে, তখন দুর্নাম হওয়াই ভাল। তারপর পাঁচুগোপাল! প্রেমালাপ জমছে কেমন? ভাল তো হে?

পাঁচু। খোকাবাবু! আপনি অভদ্র।

সূর্য্যকান্ত। চুপ কর্ নফর।

[পাঁচুগোপালকে পদাঘাত করিল]

সুলেখা। একি, পাঁচুকে তুমি লাথি মারলে? পাঁচু আমাদের ছেলের মত। আর ওকে কিনা তুমি লাথি মারলে?

সূর্য্যকান্ত। হ্যাঁ মারলুম। বার বার একই কথা, ছেলের মত—ছেলের মত। সাবধান সুলেখা! আমাকে ধাপ্পা দিতে চেয়ো না। তাহলে তোমাকে ক্ষমা করব না।

সুলেখা। তোমার ক্ষমা আমিও চাই না। পাঁচুকে সন্দেহ করে যখন আমাকে কলঙ্ক দিচ্ছ, তখন আমার মরাই উচিত। তবে একটা কথা জেনে রাখ—সবাই পতিতা নয়, পৃথিবীতে সতীও আছে।

সূর্য্যকান্ত। যেমন একটি সতী তুমি।

[মদ্যপান]

সুলেখা। হ্যাঁ, আমি সতী। তুমি বিশ্বাস না করলেও, আমি জানি আমি সতী।

সূর্য্যকান্ত। তাহলে মদনবাবু কার মধু পান করেছিল প্রিয়া! তুমি যদি সতী, তবে বাসীফুল কে?

সুলেখা। বাসীফুল সবিতা। কারণ—তার মধু তুমি পান করেছ। আমি সতী। তাই মদনদাকে বিয়ে করতে চাইলেও, দেহ দিই নি কোনদিন।

সূর্যাকান্ত। একথা বিশ্বাস করবে কে?

সুলেখা। যারা স্ত্রীকে ভালবাসে, তারা কববে। আর যারা চরিত্র-হীন, স্ত্রী গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও—তাদের বিশ্বাস হবে না।

সূর্যাকান্ত। আর যারা চরিত্রহীনা, নিজের দোষ ঢাকবার জন্য বড় বড় কথা বলে।

সুলেখা। না, আমি চরিত্রহীনা নই। চরিত্রহীনা সবিতা, আর তার দোসর তুমি।

সূর্যাকান্ত। খবরদার সুলেখা। সবিতার পবিত্র নাম তোমার পাপমুখে এনো না। মদনের ঘরে সে বড় দুঃখে আছে। সে চিঠি দিয়ে তার দুঃখের কথা আমাকে জানিয়েছে। তার জন্য গতকাল আমি ঘুমুতে পারিনি। কেঁদে কাটিয়েছি সারারাত। নিষ্ঠুর সমাজ সবিতাকে পেতে দেয়নি। তাকে পেলে আমি সুখী হতাম। তাকে পাই নি, তবু তাকে আমি ভালবাসি। তোমাকে পেয়েছি, কিন্তু তোমাকে আমার ভাল লাগে না। সবিতার স্মৃতি নিয়ে আমি বেঁচে আছি। তার অপমান করলে তোমার ক্ষমা নেই।

সুলেখা। আর মদনদার পবিত্র নামে দোষারোপ করলে আমিও সইব না। আমি চীৎকার করে বলবো—আমরা নিষ্পাপ। পাপী তোমরা।

সূর্যাকান্ত। আমরা মানে?

সুলেখা। তুমি আর সবিতা।

সূর্যাকান্ত। তবে জাহান্নামে যা।

[সুলেখার পেটে ছোরা বসাইয়া দিল]

সুলেখা। আঃ!

[আর্তনাদ করিয়া মেঝেতে লুটাইয়া পড়িল। সুলেখা চীৎকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে খাবারের পাত্র মেঝেতে ফেলিয়া দিল।]

পাঁচু। কি করলেন খোকাবাবু! কি করলেন আপনি?

সূর্য্যকান্ত। ঠিকই করেছি। সবিতার অপমান করলে এইভাবে মরতে হবে। (মদ্যপান) কিন্তু তোকে আমি ছাড়বো না পাঁচু! সোজা হয়ে দাঁড়া! তোকে আমি শেষ করব।

[ছুরি লইয়া অগ্রসর হইল]

পাঁচু। (সভয়ে) খো—কা—বা—বু—

ব্রজকিশোরের দ্রুত প্রবেশ

ব্রজকিশোর। কি হয়েছে পাঁচুগোপাল! অমন করছো কেন?

[সূর্য্যকান্তের হাতে ছুরি দেখিয়া]

একি, সূর্য্যকান্ত! তোমার হাতে ছোরা কেন? বউমা মেঝেতে পড়ে আছে কেন? কি, ব্যাপার কি?

[ছুটিয়া গিয়া ব্রজকিশোরের পা জড়াইয়া ধরিয়া]

পাঁচু। কর্ত্তাবাবু! সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। খোকাবাবু বউরাণীকে মেরে ফেলেছেন।

ব্রজকিশোর। (বিস্মিতকণ্ঠে) মেরে ফেলেছে!

পাঁচু। হ্যাঁ কর্ত্তাবাবু!

ব্রজকিশোর। বউমা!

সুলেখা। এখনো মরি নি বাবা, তবে যম হাতছানি দিচ্ছে। আমাকে ছোরা মেরেছে আপনার ছেলে। আমি আর বাঁচব না।

ব্রজকিশোর। বউমা!

সুলেখা। আপনাকে কথা দিয়েছিলাম, ওকে সুপথে আনব। কিন্তু পারলাম না। তাই জীবন দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে গেলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন বাবা !

[টলিতে টলিতে প্রস্থান

ব্রজকিশোর। ওরে শূয়ার ! এই জন্যেই কি তোকে দুধ-কলা দিয়ে মানুষ করেছিলাম ? আমার লক্ষ্মী-প্রতিমাকে তুই বিনাদোষে মেরে ফেললি কুলাঙ্গার ?

সূর্য্যকান্ত। বিনাদোষে নয় বাবা ! ঐ পাপিষ্ঠার মুখদর্শন করাও পাপ, ও চরিত্রহীনা।

ব্রজকিশোর। না, ও চরিত্রহীনা নয়। চরিত্রহীন তুই। সবিতার প্রেমমুগ্ধ পশু তুই। তোর মুখদর্শন করলেও পাপ হয়। অভিজাতবংশ বলে আমাদের যে অহঙ্কার ছিল, সেই অহঙ্কারকে তুই মাটিতে মিশিয়ে দিলি। তুই নরপিশাচ। তোর স্পর্দ্ধা উচ্চশিখরে উঠেছে। যে স্পর্দ্ধায় তুই বউমাকে হত্যা করলি, তোর সেই স্পর্দ্ধাকে আমি মাটিতে মিশিয়ে দেব।

[সূর্য্যকান্তকে কশাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন]

সূর্য্যকান্ত। তবে তোমার মস্তকই লুটিয়ে পড়ুক !

[ব্রজকিশোরের চাবুক কাড়িয়া লইয়া ব্রজকিশোরকে ছুরি মারিল]

ব্রজকিশোর। আ—

[মেঝেতে লুটাইয়া পড়িলেন]

সূর্য্যকান্ত। হাঃ হাঃ হাঃ !

পাঁচু। কর্ত্তাবাবু—কর্ত্তাবাবু—

[ছুটিয়া গিয়া ব্রজকিশোরকে ধরিল]

ব্রজকিশোর। (অতিকষ্টে উঠিয়া) পাঁচু! ঐ পশুটাকে স্পর্দ্ধা দিয়ে যে পাপ করেছিলাম—বুকের রক্ত দিয়ে সে পাপ ধৌত করে গেলাম।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান

সূর্য্যকান্ত। (মদ্যপান করিয়া) যাক্ নিশ্চিন্ত। এইবার সবিতার স্মৃতি নিয়ে কাটিয়ে দেব ক'টা দিন। না কি বলিস্ পাঁচুগোপাল?

পাঁচু। সেই ভাল। গঙ্গাজল যখন ফেলে দিলেন, তখন পচা ডোবার জল খাওয়াই ভাল।

সূর্য্যকান্ত। (উত্তেজিতভাবে) পাঁচুগোপাল!

পাঁচু। আজ্ঞে, রাগ করছেন কেন! দূষিত হলেও পচা জল ঠাণ্ডা।

সূর্য্যকান্ত। আবার ওকথা বললে তোকে পুঁতে ফেলব।

পাঁচু। তা ফেলুন। কিন্তু পিতৃহত্যাটাও বাদ দিলেন না খোকাবাবু?

সূর্য্যকান্ত। না। (মদ্যপান) সূর্য্যকান্ত আজ পিশাচ। আমার কাজে যে বাধা দেবে, তাকেই আমি হত্যা করব।

উল্কার বেগে কাদম্বিনীর প্রবেশ

কাদম্বিনী। কা'কে হত্যা করবে সূর্য্যকান্ত?

সূর্য্যকান্ত। তোমাকে।

কাদম্বিনী। (বিস্মিতকণ্ঠে) আমাকে?

সূর্য্যকান্ত। হ্যাঁ।

কাদম্বিনী। কেন?

সূর্য্যকান্ত। কারণ তোমার মেয়েকে মেরে ফেলেছি একটু আগে। এবার তোমার পালা।

কাদম্বিনী। কি বলছো তুমি সূর্য্যকান্ত?

সূর্য্যকান্ত। ঠিকই বলছি। সুলেখা এপারে নেই, আমি তাকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছি।

কাদম্বিনী। সূর্য্যকান্ত! তুমি কি সত্য বলছো?

পাঁচু। সত্যি দিদিমণি, একটু আগে মা-মণিকে ঐ ছোরা দিয়ে খোকাবাবু মেরে ফেলেছেন।

কাদম্বিনী। সূর্য্যকান্ত! আমি তোমাকে খুন করবো।

সূর্য্যকান্ত। তাহলে শাশুড়ীর মাথা নিতে আমিও পিছপা হব না।

কাদম্বিনী। অমন লক্ষ্মী-প্রতিমাকে তুমি মেরে ফেললে! তোমার বিবেকে একটু বাধলো না?

সূর্য্যকান্ত। একটা বাসীফুল জামাইকে উপহার দিয়েছিলে, তোমারও কি বিবেক বলতে কিছু নেই?

কাদম্বিনী। আমার মেয়েকে যে অসতী বলবে, তাকে আমি ক্ষমা করব না।

সূর্য্যকান্ত। আমার কাজের যে সমালোচনা করবে, তাকেও আমি হত্যা করব।

কাদম্বিনী। সূর্য্যকান্ত! তুমি ক্ষত্রিয়া বীরাঙ্গনাকে দেখ নি। এইবার দেখবে এস।

[একটি চাবুক বাহির করিয়া সূর্য্যকান্তের দিকে অগ্রসর হইল]

সূর্য্যকান্ত। বীরাঙ্গনা উচ্ছন্নে যাক্!

[কাদম্বিনীর চাবুক কাড়িয়া লইয়া ছুরি তাহার বুকে বিদ্ধ করিয়া দিল]

কাদম্বিনী। আঃ—

[চিৎকার করিয়া মেঝেতে পড়িয়া গেল]

পাঁচু। দিদিমণি—দিদিমণি—

[কাদম্বিনীর কাছে গেল]

দ্রুত দেবাশীষের প্রবেশ

দেবাশীষ। কি হয়েছে মা, কি হয়েছে? চীৎকার করছ কেন?

[রক্তাক্ত কাদম্বিনীকে সামনে দেখিয়া বিচলিতকণ্ঠে]

একি মা! তোমার এ অবস্থা কে করলে?

কাদম্বিনী। পাষণ্ড সূর্য্যকান্ত! শুধু আমাকে নয় দেবাশীষ— সুলেখাকেও ঐ পশু খুন করেছে। আঃ—

দেবাশীষ। (বিস্মিতকণ্ঠে) সুলেখাকেও খুন করেছে! কি বলছো মা?

পাঁচু। শুধু মা-মণি নয় মামাবাবু, কর্ত্তাবাবুকেও খোকাবাবু খুন করেছে।

[কাঁদিতে লাগিল]

কাদম্বিনী। এই খুনের তুই বদলা নে দেবাশীষ। যে লম্পট আমাদের আদরিনী কন্যাকে খুন করেছে, তাকে তুই ক্ষমা করিসনে। আমি যাচ্ছি বাবা, প্রতিশোধ নিয়ে ফিরে গিয়ে আমার মৃতদেহটার সংকার করিস্। আর যদি তা না পারিস্, তাহলে দেহটাকে নদীর জলে ফেলে দিস্। আসি দেবাশীষ—আঃ—

[টলিতে টলিতে প্রস্থান

দেবাশীষ। এ তুই কি করলি বর্ব্বর? বাপ, মা, স্ত্রী কাউকে তুই বাদ দিলি না? তুই কি সৃষ্টিছাড়া জীব?

সূর্য্যকান্ত। হ্যাঁ, আমি সৃষ্টিছাড়া জীব। আমি ব্যর্থপ্রেমের এক জীবন্ত অভিশাপ। বেশী বিরক্ত করলে সুমুন্দিকেও বাদ দেব না। এখনও সময় দিচ্ছি, পালিয়ে যাও। নইলে তোমার রক্ষা নাই।

[মদ্যপান]

দেবাশীষ। না, কাপুরুষের মত আমি পালিয়ে যাব না। তুই

রায়মশায়কে খুন করেছিস্, আমার মাকে খুন করেছিস্, আমার বোনকে খুন করেছিস্। তার প্রতিদানে এই মুষ্ঠাঘাতে তোর জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হয়ে যাক।

[সূর্য্যকান্তের মস্তক লক্ষ্য করিয়া মুষ্ঠ্যাঘাত করিতে উদ্যত হইল]

সূর্য্যকান্ত। তার পূর্ব্বে তুমিই নির্ব্বাপিত হয়ে যাও।

[দেবাশীষের বুক লক্ষ্য করিয়া ছুরি মারিতে গেলে দেবাশীষ সূর্য্যকান্তের হাত ধরিয়া ফেলিল এবং কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর সূর্য্যকান্তের হাত হইতে ছুরি কাড়িয়া লইল]

দেবাশীষ। কি হ'ল বোনাই ?

সূর্য্যকান্ত। জাহান্নামে যাও শয়তান।

[চকিতে পিস্তল বাহির করিল। পাঁচু বিদ্যুৎগতিতে পিছন হইতে পিস্তল ধরা হাতসহ সূর্য্যকান্তকে জড়াইয়া ধরিল]

পাঁচু। ছাড়িয়ে নিন মামাবাবু, ছাড়িয়ে নিন। পিস্তলখানা ছাড়িয়ে নিন।

[দেবাশীষ বাঘের মত লাফাইয়া পড়িয়া সূর্য্যকান্তের হাত হইতে পিস্তলখানি ছিনাইয়া লইল ও সূর্য্যকান্তের বুক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উদ্যত করিল]

দেবাশীষ। এইবার !

সূর্য্যকান্ত। (ভীতকণ্ঠে) দেবাশীষ, ক্ষমা ! তুমি আমাকে বাঁচতে দাও।

দেবাশীষ। না, তোমার বাঁচা হবে না। পিতা-মাতা-স্ত্রীকে যখন তুমি খুন করেছ, তখন তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা অন্যায়।

সূর্য্যকান্ত। দেবাশীষ !

দেবাশীষ। এই প্রাসাদে একদিন তুমি আমাকে চাবুক মেরেছিলে। আজ আমি বদলা নিলাম।

[সূর্য্যকান্তকে চাবুক মারিল]

সূর্য্যকান্ত। আঃ—

দেবাশীষ। বুঝে দেখ—সেদিন আমাকেও এমনি লেগেছিল। আর আমার বোনকে যে তুমি চাবুক মারতে, তাকেও এমনি লাগতো।

সূর্য্যকান্ত। আর কিছু করবে?

দেবাশীষ। হ্যাঁ। তিনজনকে তুমি খুন করেছ। তাই আমিও তোমাকে খুন করব। আর বুঝিয়ে দেব—খুন করলে কত যন্ত্রণা হয়, কত রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে ছোটে। সূর্য্যকান্ত! সোজা হয়ে দাঁড়াও। আর ইষ্টনাম স্মরণ কর।

[ছোরা উদ্যত করিল। পাঁচু ছুটিয়া গিয়া দেবাশীষের পা দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া]

পাঁচু। না না, মামাবাবু! মারবেন না। ওঁকে মেরে রায়বংশের প্রদীপটিকে নিভিয়ে দেবেন না। মামাবাবু! আপনার পায়ে ধরছি মামাবাবু। আপনি খোকাবাবুকে ক্ষমা করুন।

দেবাশীষ। তোমার অনুরোধ আজ রাখব না পাঁচু। আমি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের পণ বড় ভীষণ। এই প্রাসাদে দাঁড়িয়েই আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, সূর্য্যকান্তের রক্তে স্নান করবো। সে সুযোগ আজ এসেছে। এই সুযোগকে আমি হাতছাড়া করবো না। সূর্য্যকান্ত! সোজা হয়ে দাঁড়াও।

সূর্য্যকান্ত। (ভীত কণ্ঠে) দেবাশীষ—

দেবাশীষ। দেবাশীষ নয়, আমি যম।

[সূর্য্যকান্তকে ছুরিকাঘাত করিল]

সূর্য্যকান্ত। আঃ—

[আর্ত্তনাদ করিয়া মেঝেতে গড়াইয়া পড়িল]

পাঁচু। কি করলেন মামাবাবু, কি করলেন আপনি? এত বড় বংশটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন?

দেবাশীষ। এই এদের বিধিলিপি। আমি কি করবো। আর একটা কথা মনে রাখিস্ পাঁচু—দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

পাঁচু। কিন্তু এতবড় তালুক আজ থেকে যে মালিকশূন্য হয়ে গেল। এর কি হবে মামাবাবু?

দেবাশীষ। এর উপায় তোমাকে করতে হবে পাঁচুগোপাল। আজ থেকে এই তালুকের মালিক তুমি।

পাঁচু। ক্ষমা করুন মামাবাবু—ক্ষমা করুন। পাঁচুগোপাল ভৃত্য। মালিক হওয়ার স্বপ্ন সে দেখেনি।

দেবাশীষ। তাহলেও এ তালুক তোমার। তোমাকেই নিতে হবে এর দায়িত্ব। গরীব প্রজাদের ভালমন্দের বিচার আজ থেকে তোমার উপর।

[প্রস্থানোদ্যত

পাঁচু। মামাবাবু! কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

দেবাশীষ। মায়ের সন্ধান করে তার মৃতদেহের সৎকার করতে। তারপর যাব সবিতাদেবীর প্রাসাদে।

পাঁচু। সেখানে কেন্ মামাবাবু?

দেবাশীষ। পিস্তলের ভয় দেখিয়ে সবিতাদেবী একদিন গণশক্তির কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিলেন। আজ আমারও হাতে এই পিস্তল।

[পিস্তলটি একবার নাচাইয়া বলিল]

এই পিস্তল হাতে নিয়েই আমি সবিতাদেবীর কাছে চললাম। তাঁর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সেদিনের অপমানের জবাব দিয়ে আসব।

পাঁচু। খোকাবাবু—

[সূর্য্যকান্তের হাত ধরিয়া তুলিতে গেল]

সূর্য্যকান্ত। খবরদার! আমার হাত ধরিসনে। বেইমান কোথাকার।

[অতি কষ্টে উঠিল]

পাঁচু। না খোকাবাবু, আমি বেইমান নই। মা-মণি আমার মা। কিন্তু পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে সত্যিই আমি ভুল করেছি। এর জন্য আপনি আমাকে শাস্তি দিন।

[সূর্য্যকান্তের পায়ের কাছে বসিল]

সূর্য্যকান্ত। শাস্তি! না, আর না। ব্যর্থপ্রেমের জ্বালায় জ্বলে মরছিলাম। তাই সুমুন্দির দেওয়া শাস্তি আমাকে শান্তির দেশে নিয়ে চলেছে। চলি পাঁচুগোপাল। তুই সুখে থাক্। আঃ—

[টলিতে টলিতে প্রস্থান

পাঁচু। না না, আমি সুখ চাই না। যারা আমার প্রভু, তারা চলে গেল। আর আমি সুখী হব? না না, ভগবান! তুমি অভিশাপ দাও—আমি যেন মরে যাই, আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাতলচাঁদের অট্টালিকা

কাতলচাঁদের প্রবেশ

[কাতলচাঁদের হাতে কতকগুলি খেলনা এবং একগাছা মুক্তোর মালা]

কাতল। (ডাকিতে ডাকিতে) খোকন—খোকন, কল্পনা—তোমরা কোথায়! আমি ফিরে এসেছি। তোমরা বেরিয়ে এস। এসে দেখ—আমি কত জিনিস এনেছি।

[কোথাও কোন সাড়া নাই]

এ কি, কারো সাড়া পাচ্ছি না কেন?

[পুনরায় ডাকিল]

খোকন—ছুটে আয়! দেখে যা, তোর জন্য আমি হীরের ঘোড়া, সোনার সহিস, আর মুক্তোর মালা এনেছি। এসে নিয়ে যা খোকন!

[পুনরায় নিস্তব্ধতা লক্ষ্য করিয়া বলিল]

এ কি, খোকন তো এল না।

[মেঝের দিকে লক্ষ্য পড়িল]

মেঝের উপর ধূলো জমেছে কেন!

[ঘরের মধ্যে চামচিকের শব্দ শোনা গেল]

ঘরের মধ্যে চামচিকের শব্দ কেন! রামরতনই বা গেল কোথায়?

[সহসা দূরে পেচক আর্তনাদ করিয়া উঠিল]

এ কি, দিনেরবেলা পেঁচা ডাকছে কেন?

[পুনরায় ডাকিল]

খোকন—কল্পনা! কই—কেউ তো সাড়া দিচ্ছে না।

[চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল]

ওরে আকাশ—ওরে বাতাস—ওরে নিস্তব্ধ অট্টালিকা—তোরা বলতে পারিস্ কোথায় আমার কল্পনা ?

[কাতলচাঁদের কণ্ঠস্বর বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া শতকণ্ঠে উত্তর দিল—'না' ।]

কাতল। (বিচলিত কণ্ঠে) না! আমার প্রাসাদ ছেড়ে কল্পনা কোথায় গেল, তা তোরা কি কেউ বলতে পারবি না ?

[পুনরায় প্রতিধ্বনি উত্তর দিল—'না']

কাতল। (বিচলিত কণ্ঠে) না! কিন্তু—আমার খোকন! খোকন কোথায় গেল ? তার খবর তোরা কি কেউ দিতে পারবি ?

ভবানন্দের প্রবেশ

ভবানন্দ। পারব কাতলদা।

কাতল। (বিস্ময়ভরে) ভবানন্দ! তোর একি চেহারা হয়েছে রে ?

ভবানন্দ। সর্ব্বনাশা দুর্ভিক্ষ আমার দেহের মাংস ছিঁড়ে খেয়েছে। কঙ্কালসার দেহ নিয়ে তাই হাড় কয়েকখানা বয়ে বেড়াচ্ছি। আমিও আর বেশীদিন বাঁচব না কাতলদা! আজ চারদিন আমি উপবাসী।

[হাঁপ ইতে লাগিল]

কাতল। কিন্তু আমার খোকনকে দেখছি না কেন ? আমার খোকন কোথায় গেল ভবানন্দ ?

গীতকণ্ঠে সদানন্দের প্রবেশ

সদানন্দ।　　　　গীত

মরণের দেশে গিয়াছে চলিয়া তোমার নয়ন মণি।
মাণিক গিয়াছে সাগরের তলে খুঁজিতে আপন খনি।

কাতল। কি বলছিস্ সদানন্দ ?

গীতাংশ

তোমার গোপাল অকালে ঝরেছে,
ভাতের বিহনে কাঁদিয়া মরেছে;
গোপালে হারায়ে হইয়াছ তুমি, আজি মণি-হারা-ফণী।

কাতল। (বিস্মিত কণ্ঠে) এ তুই কি বলছিস্ সদানন্দ! এত টাকা-পয়সা থেকেও আমার খোকন ভাত না পেয়ে মরেছে ?

গীতাংশ

একমুঠো ভাত দিল না তাহারে,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া মিলাল আঁধারে;
লাথি মেরে তারে মারিয়া ফেলিল, তোমাদের পোষা শনি।

[প্রস্থান

কাতল। ও কি বলে গেল ভবানন্দ! আমার খোকনকে লাথির ঘায়ে মেরে ফেলেছে ?

ভবানন্দ। হ্যাঁ কাতলদা।

কাতল। (ব্যস্তকণ্ঠে) কে মেরে ফেলেছে ?

ভবানন্দ। সবিতা দেবী।

কাতল। সত্য বলছিস্ ?

ভবানন্দ। সত্য দাদা। শুধু তাই নয়। গণশক্তির হাত থেকে ধানের গোলাকে রক্ষা করতে সে দু'শো প্রহরী ভাড়া করে আনিয়েছে। কৈলাসগড়ের প্রজারা না খেয়ে মরেছে, তবু সবিতাদেবী ধান দেয়নি কাউকে।

কাতল। আমার খোকনকেও না ?

ভবানন্দ। কাউকে না। তিনদিন উপবাসের পর খোকন তার

কাকীমার পায়ে ধরে চাল ধার চেয়েছিল। কিন্তু নিষ্ঠুরা নারী চাল তো দিলে না। উপরন্তু লাথির ঘায়ে তাকে মেরে ফেলেছে।

কাতল। রামরতন তখন কোথায় ছিল? অলক্ষ্মী বউমার গলাটা সে টিপে ধরতে পারলো না?

ভবানন্দ। রামরতন তখন ছিল না। খোকন মরার সঙ্গে সঙ্গেই সে কোথা থেকে একমুঠো চাল চেয়ে নিয়ে এল। কিন্তু এসে যখন দেখলো খোকন মরে গেছে, তখন সে পাথর বনে গেল।

কাতল। তারপর, তারপর ভবানন্দ?

ভবানন্দ। খোকনকে নিয়ে বউদি উন্মাদিনীর মত কোথায় ছুটে গেল। আর বুড়ো ছুটে গিয়ে শিবমন্দিরের দোর বন্ধ করে দিয়ে সেই যে 'খোকনকে বাঁচিয়ে দাও' বাঁচিয়ে দাও বলে মাথা ঠুকতে লাগল, আর কিছুতেই দোর খুললো না।

কাতল। (ব্যস্তকণ্ঠে) তারপর—তারপর?

ভবানন্দ। তিনদিন পরে কপাট ভেঙ্গে দেখা গেল—বুড়ো মরে পড়ে আছে। তার কপাল ফেটে যে রক্ত ঝরেছিল, সে চিহ্ন তখনও মুছে যায়নি।

কাতল। (হতাশকণ্ঠে) ভাগ্যহীন দাদু! আর আমার কল্পনার কি হল? তার কোন খোঁজ পেলি না ভবানন্দ।

ভবানন্দ। না।

সবিতার প্রবেশ

সবিতা। কিন্তু আমি পেয়েছি।

কাতল। (ব্যস্তভাবে) পেয়েছ? তুমি কল্পনার খোঁজ পেয়েছ বউমা? বল—বল, কোথায় সে?

সবিতা। খোকনকে বুকে নিয়ে দিদি কাজলদীঘিতে ঝাঁপ দিতে

যাচ্ছিল। কিন্তু জল পর্য্যন্ত যেতে পারে নি। দীঘির পাড়েই তার মৃত্যু হয়েছে।

কাতল। (বজ্রাহতের ন্যায়) এঁ্যা! কল্পনাও নেই! বাঃ রে নিয়তি—বাঃ! সুন্দর তোর বিধান। হাঃ হাঃ হাঃ!

সবিতা। খোকনের মৃত্যুর জন্যে যদিও আমি দায়ী, কিন্তু দিদি আর রামরতনের মরার জন্যে আমি দায়ী নই। অথচ সবাই বলে—আমি নাকি দোষী। এ দুর্নাম আমার অসহ্য।

কাতল। হায় বুদ্ধিহীনা নারী, কি কুক্ষণেই তোমাকে গৃহে এনে ছিলাম। তোমারই জন্য আমার সাজানো ফুলবাগিচা আজ শুকিয়ে গেল।

সবিতা। এখনো অনেক বাকী বড়ঠাকুর! এখনো ভীষ্মনিধন হয় নি। এখনো যে আমার শিখণ্ডীজন্ম সার্থক হয় নি। এখুনি হয়েছে কি?

কাতল। শিখণ্ডীজন্ম তোমার সার্থক হবে বউমা! তুমি যখন আমার খোকনকে মেরেছ, তখন ধ্বংসযজ্ঞ থেকে কেউ বাদ যাবে না। যজ্ঞ তোমার ষোলকলায় পূর্ণ হবে রাক্ষসী!

সবিতা। আশীর্ব্বাদ করুন—যজ্ঞ আমার যেন পূর্ণ হয়।

[কাতলচাঁদের পদধূলি লইয়া চলিয়া গেল]

ভবানন্দ। ওগো মোহমুগ্ধ পুরুষের দল! এমন নারীকে ঘরে না রেখে মেরে ফেলো। নইলে ঘর অন্ধকার হয়ে যাবে।

[প্রস্থান

কাতল। খোকন মরেছে। তাহলে তার জন্যে আনা এই হীরের ঘোড়া, সোনার সহিস আমি কাকে দেব? না, কাউকে দেব না। পথের ধূলোয় লুটিয়ে পড়ুক হীরের ঘোড়া আর সোনার সহিস।

[ঘোড়া ও সহিস মাটিতে নিক্ষেপ করিল]

এই মুক্তোর মালা পরাব কাকে? না, কাউকে না। পথের ধূলোয় ছড়িয়ে পড়ুক মুক্তোর মালা।

[মালা গাছাটা মাটিতে ফেলিয়া দিল]

এইবার আমি কোথায় যাব? উপরে নিজের সুসজ্জিত কক্ষে? উঁহুঁ, সেখানে তো খোকন নেই, কল্পনা নেই। সেখানে তো আমি থাকতে পারবো না। তবে যাব কোথায়? খোকনের কাছে? আমার কল্পনার কাছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, যেখানে খোকন গেছে—কল্পনা গেছে—রামরতন গেছে—আমি সেইখানে যাব। কিন্তু যাব কেমন করে? খোকন যেমন করে গেছে? উঁহুঁ, অমন করে কেউ তো আমাকে লাথি মারবে না, আর আমার খোকনের কাছেও যাওয়া হবে না। তবে কি রামরতনের মত শিবঠাকুরের কাছে মাথা ঠুকে মরব? উঁহুঁ, অত ভক্তি আমার নেই। তবে কি কল্পনার মত কাজলদীঘিতে ঝাঁপ দিয়ে মরব?

[সহসা যেন কি এক মন্ত্রবলে চিত্ত স্থির করিয়া ফেলিল]

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি কাজলদীঘিতেই ঝাঁপ দিয়ে মরব। কাজলদীঘির জল পর্য্যন্ত কল্পনা যেতে পারে নি। তার শেষইচ্ছা আমিই পূর্ণ করবো। কাজলদীঘির জলেই আমাদের বিবাহের মঙ্গলঘট রচিত হয়েছিল। আজ আবার কাজলদীঘির জলেই আমাদের বিজয়ার বাদ্য বেজে উঠুক। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! ওরে কাজলদীঘির কালো জল—আমি বাহু বাড়িয়ে দিচ্ছি, আমাকে গ্রাস কর্—গ্রাস কর্—

[উন্মত্তভাবে প্রস্থানোদ্যত

[অদূরে দুলালচাঁদের ছায়ামূর্ত্তি আবির্ভূত হইল]

কাতল। কে তুমি?

ছায়ামূর্ত্তি। খোকন।

কাতল। (উন্মাদের ন্যায়) খোকন? আমার খোকন? অতদূরে কেন বাবা? ওরে আমার কাছে আয়—বুকে আয়।

ছায়ামূর্ত্তি। যেতে পারবো না বাবা! আমি যে আজ অন্য মার্গে এসেছি।

কাতল। আমি শুনেছি—বড় ক্ষুধা নিয়ে তুই মরেছিস্? তোর ক্ষুধা কি এখনো মেটেনি খোকন?

ছায়ামূর্ত্তি। না বাবা! খেতে দাও। বড় ক্ষুধা—বড় ক্ষুধা!

কাতল। খোকন!

ছায়ামূর্ত্তি। না বাবা, আর খাওয়া হবে না। মা ডাকছে, আমি যাই—

[অন্তর্দ্ধানে উদ্যত]

কাতল। খোকন! দাঁড়া বাবা! আমাকে ছেড়ে তুই যাস্‌নে—ওরে তুই দাঁড়া—

ছায়ামূর্ত্তি। দাঁড়াতে পারব না বাবা! মা আমার জন্য কাজলদীঘির ধারে অপেক্ষা করছে। আমি যাই বাবা—আমি যাই।

[অন্তর্দ্ধান]

কাতল। কাজলদীঘি—কাজলদীঘি! হাাঁ হাাঁ, কাজলদীঘি যেন কাঁদছে—আর আমাকে ডেকে বলছে—'তুই আমার বুকে আয় কাতল—বুকে আয়।' তাই যাব। কাজলদীঘির জলেই আমি আমার স্ত্রী-পুত্রকে খুঁজতে যাব। দাঁড়া খোকন—দাঁড়া—আমিও যাব তোর সঙ্গে। দীঘির জলে ঝাঁপ দিয়ে আমি তোকে খুঁজে বের করব। তার পর বুকে জড়িয়ে ধরে বলব—ওরে যাদু, ওরে মাণিক—তোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না বাবা! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মদনের গৃহ

সবিতার প্রবেশ

সবিতা। সবাই বলে আমার দোষ। দৈবাৎ লাথি লেগে খোকন মরে গেল, সেও আমার দোষ। খোকনকে বুকে নিয়ে কাজলদীঘির পাড়ে দিদি আছাড় খেয়ে মরল, তার জন্য নাকি আমিই দায়ী। বুড়ো রামরতন শিবমন্দিরে মাথা ঠুকে মরল, তার জন্য আমাকেই নাকি জবাবদিহি করতে হবে। দুর্ভিক্ষে দেশ শ্মশান হয়ে গেল, তার জন্যে নাকি আমারই প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। এসব কথা আর আমি শুনতে পারি না। লোকের গঞ্জনা শুনতে শুনতে জীবনটা বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। গলিত কুষ্ঠ হয়ে পা-দুটোর যন্ত্রণাও অসহ্য। কি করি—এখন আমি কি করি!

মদের বোতলহস্তে মদনের প্রবেশ

মদন। নাচ—গাও। আর পারতো প্রাণখুলে হাস।

সবিতা। কেন, হাসব কেন?

মদন। এই তো তোমার হাসার সময়। ডাইনীরা তো এই সময়েই হাসে।

সবিতা। তার মানে?

মদন। মানে—শিখণ্ডী জন্ম তোমার সার্থক হয়েছে। এইবার তুমি হাস, ডাইনী।

সবিতা। আবার আমাকে ডাইনী বলছো?

মদন। তাহলে কা'কে বলব প্রিয়া? আমার সামনে যে সব মা-বোনেরা বসে আছেন—এঁদের বলব? না, এঁরা কেউ ডাইনী নন। এঁদের কাছে আমার অনুরোধ—এঁরা যেন তোমার মত কেউ না হন।

সবিতা। বাড়ীতে পা দিয়েই তুমি আমাকে বিদ্রূপ করছো?

মদন। বিদ্রূপ নয় প্রিয়া, বাহবা দিচ্ছি।

সবিতা। বাহবা দিচ্ছ কেন?

মদন। না দিয়ে যে থাকা যায় না প্রিয়া। আমার আদেশ অমান্য করে, কৈলাসগড়ের প্রজাদের কে এমন সুন্দরভাবে মারতে পেরেছে, বল দেখি? পেটে খেতে না দিয়ে, লাথির ঘায়ে খোকনকে মেরে ফেলেছ; এ কি তার কম সৌভাগ্য? বউদিকে সবাই জানে সতী। অথচ বোন হয়ে তুমি তাকে বলেছ, সে ভবানন্দের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেছে। এ কি তার কম গৌরবের কথা? চাকর হয়েও যে রামরতন ছিল দাদু, সে দাদুকে তুমি আঘাত দিয়েছ। সেজন্য সে কি তোমাকে কম আশীর্ব্বাদ করেছে? সর্ব্বোপরি দাদা—

সবিতা। দাদার কথা থাক্। কি বলতে চাও তুমি?

মদন। বলতে চাই এই—শুধু বাহবা নয়, তোমাকে মেরে আমি কাঁচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখবো। কারণ—তুমি কলিযুগের একটা আদর্শ, ব্যর্থপ্রেমের একটা উদাহরণ, আর ঘর ভাঙার একটা জ্যান্ত কাঠ। এরকম একটা পবিত্র জিনিসকে বাঁচিয়ে না রেখে, আমি বিস্ময় সৃষ্টি করে রাখবো। তাই তোমাকে কাঁচের আলমারিতে করে প্রদর্শনীতে পাঠাব।

সবিতা। আমি তোমার ব্যঙ্গের পাত্রী নই, আমি তোমার স্ত্রী।

মদন। তাইতো স্বামীর নাক-কান কেটে দিতে তোমার এতটুকু

বাধেনি। তাইতো আমাদের খোকন লাথি খেয়ে ঝরে গেল অকালে।

সবিতা। তার জন্য আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন? আমার এতটুকু দোষ নেই।

মদন। তাহলে মৃতদেহের স্তূপ জমে আছে কেন? পথের দু'ধারে নরকঙ্কাল কেন ছড়িয়ে আছে? পথে আসতে আসতে পিসীমা, মাসীমা, দিদি, বন্ধু, সহপাঠীর বাড়ীতে উঁকি মেরে কাউকে খুঁজে পাইনি কেন? কাজলদীঘির আমবাগানে কেন আমের মুকুল নেই? সেখানে কেন বাসা বেঁধেছে শকুনি?

সবিতা। তার জন্য কি আমি দায়ী নাকি? আমি কি শকুনকে বাসা বাঁধতে বলেছি?

মদন। না, তা বলনি। তবে বাসা যাতে বাঁধে তার ব্যবস্থা করে দিয়েছ।

সবিতা। তার অর্থ?

মদন। অর্থ এই—দেশের লোক না খেয়ে মরেছে, কিন্তু ধান পায়নি একমুঠো।

সবিতা। কেন পাবে? আমার ধান আমি তাদের দেব কেন?

মদন। না দেবে কেন? তারা দাম দেবে, তবু তুমি কেন দেবে না? আমার গোলায় ধান থাকতে, কেন আমার দুর্ভাগা দেশবাসী না খেয়ে মরবে?

সবিতা। সে তাদের বিধিলিপি।

মদন। না, এ লিপি মানুষ সৃষ্টি করেছে। এ বুর্জোয়া লিপি, এ লিপির স্রষ্টা তোমার মত স্বার্থান্বেষী মানুষ। যুগ আসছে সবিতা।

স্বার্থান্বেষী মানুষের স্বার্থপর নীতিকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে সারাদেশে গড়ে উঠবে সাম্য।

সবিতা। ধান তো আমি কিনে রাখিনি। রেখেছিলে তুমি। তাই আমি বুর্জোয়া নই, বুর্জোয়া তুমি। তবে আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন?

মদন। দোষ দিচ্ছি এই জন্য—আমার আদেশ সত্বেও কেন তুমি দেশবাসীকে ধান দাওনি? দাও, জবাব দাও।

সবিতা। না, দেব না।

মদন। কেন দেবে না? বল, কেন আমার আদেশ তুমি অমান্য করেছ?

সবিতা। তুমি আমার স্বামী নও, তাই তোমার আদেশ অমান্য করেছি।

মদন। (বিস্মিত কণ্ঠে) কি, আমি তোমার স্বামী নই?

সবিতা। না। সূর্য্যকান্ত আমার স্বামী। এই দেখ—বিয়ের পরও তার সঙ্গে আমার চিঠির যোগাযোগ হয়েছে।

[কতগুলি চিঠি দেখাইল]

মদন। কই, দেখি—দেখি।

[চিঠিগুলি দেখিল ও পরে মদ গলায় ঢালিতে লাগিল]

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

সবিতা। ওগো, আবার মদ খাচ্ছ?

মদন। কি নিয়ে বাঁচব সবিতা! কাদের নিয়ে বাঁচব! তুমি ফিরিয়ে দাও আমার আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবদের। দাও—ফিরিয়ে দাও।

সবিতা। তারা আর ফিরবে না।

মদন। তবে আমিও আর বাঁচব না।

[মদ্যপান]

সবিতা। ওগো, মদ আর খেয়ো না।

মদন। কেন খাব না? কে আছে আমার আর? এই মহা-শ্মশানের বুকে আজ আমি একা।

[মদ্যপান]

সবিতা। না, তুমি একা নও। আজ থেকে আমি হবো তোমার স্ত্রী।

মদন। ক্ষমা কর দেবী। সূর্য্যকান্তের স্ত্রীকে আমি মা বলতে পারি, কিন্তু স্ত্রী বলতে পারব না আর।

সবিতা। তবে তুমি মর। আমি তোমার কেউ নই।

মদন। তবে তুমি প্রস্তুত হও। আমি তোমাকে হত্যা করব।

পিস্তলহস্তে দেবাশীষের প্রবেশ

দেবাশীষ। না, ওঁকে হত্যা করব আমি।

মদন। এ কি, দেবাশীষ—তুমি?

দেবাশীষ। হ্যাঁ।

মদন। তুমি কি জন্য এসেছ?

দেবাশীষ। তোমার স্ত্রীকে হত্যা করতে।

মদন। কারণ?

দেবাশীষ। কারণ—তোমার স্ত্রীর জন্যই কৈলাসগড় শ্মশান হয়ে গেছে। তাই আমি পিস্তল নিয়ে আজ মোকাবিলা করতে এসেছি।

মদন। কিন্তু স্বামীর সামনে তুমি স্ত্রীকে মারবে কোন্ অধিকারে?

দেবাশীষ। যে অধিকারে উনি দেশবাসীকে হত্যা করেছেন, সেই অধিকারে।

মদন। না, আমার সামনে আমার স্ত্রীকে মারতে দেব না।

স্ত্রীর সমস্ত দোষ আমি গায়ে মেখে নিলাম। তুমি আমাকে হত্যা কর। এই আমি বুক পেতে দিচ্ছি।

দেবাশীষ। না, তোমাকে মারতে পারব না। তোমাকে মারলে লোকে দুর্ণাম দেবে।

মদন। তাহলে ওকেও মারতে পাবে না। তাছাড়া তুমি পুরুষ। মেয়েছেলেকে মারলে তোমার পাপ হবে। আর লোকে বলবে কাপুরুষ।

দেবাশীষ। মদন! এতবড় পাপিষ্ঠাকে তুমি ক্ষমা করবে? ওর কি শাস্তি হবে না?

মদন। হবে। তবে সে শাস্তি আমি দেব। তোমাকে দিতে দেব না।

দেবাশীষ। আমি আর শাস্তি দিতে চাই না। তোমার কাছে শিক্ষা পেলাম—পরনারীর গায়ে হাত দিলে পাপ হয়। এ আমার মহান শিক্ষা মদন!

মদন। দেবাশীষ!

দেবাশীষ। আমি ফিরে যাচ্ছি ভাই! আর যাওয়ার সময় একটা দুঃসংবাদ দিয়ে যাচ্ছি।

মদন। কি দুঃসংবাদ দেবাশীষ?

দেবাশীষ। কাজলদা আত্মহত্যা করেছে।

মদন। এঁ্যা, আত্মহত্যা করেছে! ওরে কোথায়—কি ভাবে?

দেবাশীষ। স্ত্রী-পুত্রের শোকে পাগল হয়ে, গলায় বালির বস্তা বেঁধে দীঘির জলে ঝাঁপ দিয়ে কাজলদা আত্মহত্যা করেছে।

মদন। ওরে কোথায়—কোন্ দীঘিতে?

দেবাশীষ। কাজলদীঘিতে।

মদন। কাজলদীঘি! অভিশপ্ত কাজলদীঘি! যুগ যুগ ধরে তোমার

কালজলের মোহিনীমায়ায় কত নিষ্পাপ প্রাণ নিয়ে তুমি যে ছিনিমিনি খেলেছ, ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারব না। হায় কাজলদীঘি—সর্বনাশা কাজলদীঘি !

দেবাশীষ। কাজলদীঘি আর সে নেই মদন! কলির রামচন্দ্র কাজলচাঁদকে বুকে নিয়ে আজ সে কাজলদীঘিতে পরিণত হয়েছে।

সবিতা। মরেও দেখছি ভাগুর অমর হয়ে গেল। আমার বেলায় উল্টো।

মদন। তোমাকেও আমি অমর করব। প্রস্তুত হয়।

[মদ্যপান]

দেবাশীষ। মদন !

মদন। একটা কাজ করবি দেবাশীষ ?

দেবাশীষ। কি কাজ ভাই ?

মদন। কুড়ুল, শাবল হাতে করে দেশবাসীদের ছুটে আসতে বল্ ! তারা এসে ঐ অভিশপ্ত গোলাগুলো লুট করে নিক্। তারা ছুটে গিয়ে সপ্তডিঙ্গার তলা ভেঙ্গে ধানগুলো নদীতে ভাসিয়ে দিক্।

দেবাশীষ। মদন !

মদন। আমার দাদা যে দীঘিতে আত্মহত্যা করেছে, তোরা দলে দলে ধান এনে সেই দীঘিতে ভাসিয়ে দে। আমার দাদা-বউদির আত্মা তৃপ্তি পাক্, খোকন শান্তি পাক্, আর আমিও শান্তির আয়োজন করি।

দেবাশীষ। মদন !

মদন। আর দেরী নয়। তুই আমার কথামত কাজ কর্ ভাই ! তোর কাছে আমার অনুরোধ ; শুধু অনুরোধ নয়, শেষ প্রার্থনা।

দেবাশীষ। বেশ, আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থানোদ্যত

সবিতা। সাবধান! ধানে হাত দিলে অনর্থ হবে।

দেবাশীষ। (ফিরিয়া) তবুও আমি যাব। মদনের অনুরোধ আমাকে রাখতেই হবে। তাছাড়া যারা এখনো বেঁচে আছে, তাদের বেঁচে থাকার সুযোগ এসেছে। এ সুযোগ আমি ছাড়বো না। মৃত্যু-পথযাত্রীদের অন্ন দিতে যাচ্ছি। সে অন্ন যে কেড়ে নিতে আসবে, তাকে লুটিয়ে পড়তে হবে পিস্তলের গুলিতে।

[সবিতার দিকে চাহিয়া পিস্তল নাচাইয়া]

[প্রস্থান

সবিতা। তোমার সামনে ও আমাকে পিস্তল দেখিয়ে গেল। তুমি কিছু বললে না?

মদন। না। কারণ—ও দেখিয়েছে পিস্তল। আমি দেখাব খেলা।

সবিতা। কি খেলা?

মদন। হোলি খেলা।

সবিতা। কি বলছো তুমি?

মদন। কাছে এস—

[মদের বোতল মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া, সবিতার হাত ধরিয়া টানিয়া কাছে আনিল]

সবিতা। কি—বল?

মদন। আমার চৌদ্দটা গোলায় ধান ছিল। তবু খোকন না খেয়ে মরেছে কেন?

সবিতা। আমি তার কি জানি।

মদন। তিনদিনের উপবাসী ছেলেটাকে চাল ধার না দিয়ে, লাথি মেরে মেরে ফেলেছ কেন?

সবিতা। বেশ করেছি।

মদন। চুপ্।

[সবিতার গালে চড় মারিল]

সবিতা। একি, তুমি আমাকে মারলে?

মদন। হ্যাঁ। শোন—রামরতনকে তুমি অপমান করেছিলেন কেন?

সবিতা। আমার খুশী।

মদন। খুশী!

[সবিতাকে পুনরাব চড় মারিল]

সবিতা। আচ্ছা, আমি এর বদলা নেব।

মদন। সে সুযোগ আর পাবে না। শোন—পুণ্যাত্মা বউদির নামে কলঙ্ক দিয়েছ কেন?

সবিতা। সে কলঙ্কিনী, তাই দিয়েছি।

মদন। চুপ কর্।

[সবিতাকে লাথি মারিল, মদনের লাথি খাইয়া মেঝেতে পড়িয়া গেল]

সবিতা। মার লাথি। তবুও গোপন কথা আজ আমি ফাঁস করবো।

মদন। কি গোপন কথা? উঠে দাঁড়া—

[সবিতার হাত ধরিয়া মেঝে হইতে তুলিয়া]

বল, কি গোপন কথা?

সবিতা। তার আগে আমার প্রশ্ন—খোকন তোমার কে? তার প্রতি তোমার এত টান কেন? কেন তাকে তুমি এত ভালবাসতে?

মদন। খোকন আমার ভাইপো। তাকে ভালবাসতাম—একই রক্ত আমাদের শিরায় প্রবাহিত বলে।

সবিতা। না, খোকন তোমার ভাইপো নয়। সে তোমার জারজপুত্র। আর বউদি তোমার উপপত্নী।

মদন। কি বললি রাক্ষসী ?

[সবিতার গলা টিপিয়া ধরিল]

সবিতা। আঃ—

মদন। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

[সবিতাকে মারিয়া মেঝেতে ফেলিয়া দিয়া]

শুনে যা রাক্ষসী—বউদি আমার উপপত্নী নয়। সে আমার মা—সহস্র জন্মের মা। আরও শুনে যা—আমিও চললাম মরতে। যে দীঘিতে আমার দাদা ঝাঁপ দিয়েছে, যে দীঘির পাড়ে বউদির মৃত্যু হয়েছে—আমিও সেই দীঘিতে ঝাঁপ দিয়ে মরব। দাদাকে স্থান দিয়ে লজ্জায় কাজলদীঘি কাঁদছে। আমি শুনতে পাচ্ছি তার কান্না। তাই আমি কাজলদীঘিতে চললাম। সেখানে দাদা-বউদির সঙ্গে মিলিত হব। আর প্রাণভরে শুনব 'কাজলদীঘির কান্না।'

যবনিকা